

The Ramakrishna Mission  
Institute of Culture Library

Presented by

Dr. Baridbaran Mukerji

RMICL-8

23039





# ভবভূক্তি-নিবারণী।

অর্থাৎ

সর্বজনগণের বোধগম্য জন্য

নানা শাস্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্বক তৃতীয় অর্থ

সরল সাধুভাষায় গদ্য পদ্যছন্দে

শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক বিরচিত।

---

কলিকাতা।

১১৫নং চিৎপুর রোড্

জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

---

সন ১২৮৪ সাল।

মূল্য ১) এক টাকা মাত্র।



## বিজ্ঞাপন ।

বিপ্রকুলোদ্ভব এক পরমহংস, স্বীয় কর্মফল বশতঃ ভব-মাগর পার হইয়া, নানা স্থানে বহুতর সাধু সমাগম দ্বারা দেহীর দুরারাধ্য সুদুল্লভ পরম পদার্থ তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়া জীবমুক্ত কলেবরে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈব-যোগে একদা অস্মদাশ্রমে আগমন করেন, আমি ত্বদীয় দেবতুল্য অপূর্ব নির্মল-মূর্তি দর্শনে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে অকপট সাধু জ্ঞানে অলৌকিকী ভক্তি সহকারে প্রণতিপূর্বক প্রার্থনা মতে যথাশক্তি অতিথি সৎকার করায়, তিনি সেবাবশানে সন্তুষ্ট হইয়া বরদান প্রসঙ্গে অস্ম-দের প্রার্থনানুরোধে ভবত্ৰাণ্তিনিবারণ বিষয়ক কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ গুরুকর্ম সম্পাদন করিলেন, অর্থাৎ সংশয়চ্ছেদক কতিপয় উপদেশরূপ অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া, পরিশেষে সেই সকল প্রশ্নোত্তরগুলি সমুদয় সরল ভাষাতে রচনাপূর্বক জনসমাজে ব্যক্ত করিতে আদেশ করিয়া অন্তস্থত হয়েন । যদিচ আমি প্রকৃত বিদ্যা, বুদ্ধি এবং জ্ঞানের অভাব জন্য এই দুরূহ কার্য সম্পাদনে কোন অংশেই সক্ষম নহি, তথাচ শুদ্ধ পূর্বোক্ত প্রশংসনীয় মহাত্মার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা অনুসারে, এই গ্রন্থ রচনায় সাহসী হইয়াছি । এক্ষণে গুণগ্রাহক পাঠকগণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃপা বিতরণপূর্বক এই গ্রন্থ খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন । আমি সকল শ্রম, সফল বোধ করিব ইতি ।

সন ১২৮৪ সাল  
তাং ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ।

}

শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ।



## সূচীপত্র।

সমুদ্রা সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী	বিশ্বামিত্রের বিপ্রত্ব প্রাপ্তি...	১৩
হওয়ার কারণ ... ১	তন্ত্র সকল শিব উক্তি বলার	
হিন্দুশাস্ত্র ... ৫	হেতু ... ৭১	
গাণপতোর মত ... ৬	অষ্টপাশের অর্থ ... ৭২	
দৌরের মত ... ৭	ভাবস্ত্র আবশ্যকত্বং ... ৭৩	
বৈষ্ণবের মত ... ৮	দিব্যভাব লক্ষণং ... ৭৬	
শৈবের মত ... ৯	বীরভাব লক্ষণং ... ৭৭	
শাক্তের মত ... ১০	পশুভাব লক্ষণং ... ৭৯	
রামায়ণের মত ... ১৩	উপদেশ কথনং ... ৮৩	
যৌদ্ধের মত ... ১৪	অনভিষিক্তের সুরাপান নিষেধ ঐ	
গৌরীদেবের মত ... ১৬	শব সাধনাদির বিধি হওয়ার	
কর্তাভজার মত ... ১৯	হেতু ... ৮৭	
শাস্ত্র সকলের পরস্পর অবি-	চতুরাশ্রমের বিধি ... ৯১	
ভিন্নতা ... ২১	ব্রহ্মচর্যা লক্ষণ ... ৮৯	
কোন ধর্ম আশু ফলপ্রদ ... ২৮	গৃহস্থ আশ্রমের ধর্ম ... ৯০	
স্বষ্টি প্রকরণ ... ৩২	সাধনার অর্থ ... ৯২	
দেহীর পুনর্জন্ম কথনং ... ৩৬	অষ্টাঙ্গযোগের অর্থ ... ৯৩	
ঐতরীকৃষ্ণ কর্তৃক আগম প্রচার ... ৩৮	নাথন সম্প্রদায়ের লক্ষণ ... ৯৪	
মহামায়ার সাধনাবশ্যক ... ৪০	ইন্দ্রিয় দমনের উপায় ... ৯৫	
মশমহাবিদ্যার উপাখ্যান ... ৪১	কাম ক্রোধাদি রিপুকে পরা-	
কালী মাহাত্মা ... ৪৪	জয়ের উপায় ... ৯৬	
চতুর্ভুজ কথনং ... ৪৭	চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার	
শুকদেবোপাখ্যান ... ৪৯	ত্যাগ অনাবশ্যক ... ৯৮	
পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ ... ৫৭	ক্রোধ ত্যাগের বিধি ... ৯৮	
সামান্য পঞ্চমকারের ফল ... ৬০	পরমেশ্বরের নিনাবিধ মূর্তি	
সামান্য পঞ্চমকারের দ্বারা সাধ-	কল্পনার হেতু ... ১০০	
নার বিধান হইবার হেতু ... ৬১	উপাসনার অর্থ ... ১০১	
তান্ত্রিক মতের সাধনায় সিদ্ধ	বাহ্য পূজার বিধান ... ১০২	
হওয়ার প্রমাণ ... ৬২	পৌত্তলিক ধর্মের বীজ ... ১০৩	



জড় পদার্থে ঈশ্বর পূজার	স্বাধিষ্ঠান চক্র বর্ণন	... ১১
অব্যর্থতা ... ... ১০৭	মণিপূর চক্র বর্ণন	... ১১
স্বর্গ শব্দের অর্থ ... ... ১০৭	অনাহত চক্র বর্ণন	... ১২
নরক শব্দের অর্থ ... ... ১১০	বিশুদ্ধ চক্র বর্ণন ...	... ১২
পরমেশ্বরের বৈষম্য দোষ না	আজ্ঞা চক্র বর্ণন ..	... ১২
থাকা ... ... ১১১	সহস্রার বর্ণন ...	... ১২
বর্ণভেদ বিচারের আবশ্যিকতা ঐ	লয় কথনং ...	... ১২
ব্রাহ্মণের লক্ষণ ... ... ১১৪	জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ ..	... ১২
তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতিমা পূজা অকর্তব্য ঐ	বেদান্তসার ভাষা	... ১৩
দেহতত্ত্ব কথনং ... ... ১১২	নিগুণেশ্বরের পূজা	... ১৩
ষট্চক্র নিরূপণ-মূলধার চক্র	অথ নিকর্মাণ্যক...	... ১৩
বর্ণন ... ... ১২১	কর্তব্য বিয়য়ক উপদেশ	... ১৩

সূচীপত্র সমাপ্ত ।

## শ্রীগুরুদেব বন্দনা ।

শ্রীশ্রীগুরুদেব নমঃ ।

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিঃ  
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্টাদিলক্ষ্যং ।  
একং নিত্যং বিমলমচলং সৰ্ব্বদামাক্ষীভূতং  
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সঙ্গরূপং ত্বাং নমামি ॥

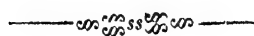
গুরু ব্রহ্ম সনাতন ভকতবৎসল ।  
প্রণমিয়া বন্দি তব চরণ যুগল ॥  
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গণপতি ।  
তুমি কালী তুমি লক্ষ্মী শীতা সরস্বতী ॥  
তুমি চন্দ্র সূর্য্য আদি নব গ্রহগণ ।  
ত্রিভুবনে তোমা বিনা অন্য কেহ নন ॥  
সুরাসুর গন্ধৰ্ব্ব কিন্নর নর যত ।  
তীর্থ্যাগাদি জীবমাত্রে তুমি আবিভূত ॥  
কার্য্যের কারণ তুমি দেহে বুদ্ধি প্রাণ ।  
তব সত্তা হেতুক ইন্দ্রিয় চেষ্টাবান্ ॥  
মাতৃরূপে গর্ভে তুমি করহ ধারণ ।  
পিতৃরূপে জন্ম দেহ করিয়া রমণ ॥  
অন্ন দান কর তারে স্বামীরূপ হয়ে ।  
পরিজ্ঞান কর শেষে গুরু নাম লয়ে ॥  
নিরঞ্জন বটে কিন্তু কর অঙ্ককার ।  
নানা কীর্ত্ত্য সাধ হয়ে নানা অবতার ॥  
বিষধর হয়ে তুমি করহ দংশন ।  
ঔষধ হইয়া পুনঃ করহ মোচন ॥

## শ্রীগুরু বন্দনা ।

সদসৎ কর্ষে মতি দেহ অনিবার ।  
রাজ্য হয়ে পুনঃ কর দণ্ড পুরস্কার ॥  
মঙ্গল পদার্থ তবু দেহ জরা ব্যাধি ।  
ক্রিয়াহীন হয়ে কর নানা কর্ম বিধি ॥  
ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত অথচ সমবায় ।  
উভয় কারণ তুমি বুঝা নাহি যায় ॥  
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা ।  
অনন্ত শাস্ত্রেতে যার নাহি হয় সীমা ॥  
আমি মূঢ়মতি ক্ষীণ দীন হীন অতি ।  
হেন কিবা সাধ্য লিখি তোমার বিভূতি ॥  
সর্ব শাস্ত্রে বলে তুমি করুণামাগর ।  
নিবেদন করি তাই হইয়া কাতর ॥  
মনেতে দিয়াছ তুমি এই অভিলাষ ।  
ভবভ্রান্তি-নিবারিণী করিতে প্রকাশ ॥  
সহজ কঠিন দুই কর্ম লোকে বলে ।  
দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয় তব কৃপাবলে ॥  
অতএব এই ভিক্ষা তব সন্নিধানে ।  
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর এস্থ সমাপনে ॥

---

# ভবভ্রান্তি-নিবারিণী ।



অসারঃ খলুসংসার দাবানলপ্রসবিনী ।  
তদন্ধজনহিতার্থ মহাভৈষজ্যরূপিণী ॥  
সচ্চিদানন্দনাথোহং প্রসাদাং ভবতারিণী ।  
বিরচিতমত্র গ্রন্থং ভবভ্রান্তি-নিবারিণী ॥

মনুষ্য সকল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণ ।

১ম প্রশ্ন । প্রভো ! আমি অতি মুঢ় জ্ঞানান্ধ,  
বিশেষতঃ এই অনিত্য সংসারে ক্রমশঃই ব্যভিচারের  
প্রাবল্যতা দেখিয়া আমার ভ্রান্তচিত্ত অধিক সংশয়াবিস্ট  
হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া যদি ভ্রান্তি  
নিবারণের কিঞ্চিৎ সূচুপদেশ প্রদান করেন, তবেই  
কৃতকৃতার্থ হই ।

২ম উত্তর । বৎস ! তোমার অকপট ভক্তিতে আমি  
অতিশয় বাধ্য হইয়াছি, এবং ধর্মাস্কন্ধানে তোমার  
প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, অতএব  
তোমার যে কোন বিষয়ে সংশয় থাকে, তাহা স্পষ্ট-  
রূপে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা ভঞ্জন করিয়া  
দিব ।

- ২য় প্রশ্ন। ভারতবর্ষের মধ্যে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা প্রদেশে হিন্দু, মহম্মদীয়, খ্রীষ্টিয়, ব্রাহ্ম এবং নাস্তিকতা প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মের নানা প্রকার মত প্রচলিত আছে। যখন এক পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলেরই উৎপত্তি এবং স্থিতি, তখন মনুষ্যমাত্রেই এক ধর্মাক্রান্ত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইবার কারণ কি ?

২য় উত্তর। পূর্বকালে কেবল এক হিন্দু ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল না। সেই ধর্মের বীজ বেদ, সেই বেদ চারি অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ শ্যাম, ঋক, যজুঃ, অথর্ব। পরে যজ্ঞাতি রাজার বংশ কর্মদোষে স্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে উক্ত বেদের চতুর্থাংশ অথর্ব যাহা ( আয়নলহক ) নামক মহম্মদীয় ধর্ম শাস্ত্র, তাহাই সেই যবন জাতির অধিকার হয়, যদিচ সেই আয়নলহক বৈদান্তিক মতানুযায়ী বটে, কিন্তু এক্ষণে কোরাণের প্রাচুর্য্যে এবং তমতাবলম্বীদিগের দৌরাভ্যে তাহাও বিলুপ্ত হইয়াছে।

৩য় প্রশ্ন। খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রচলিত হওয়ার কারণ কি ?

৩য় উত্তর। পূর্বকালে এই ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকাতে কেবল এক হিন্দু ধর্ম মাত্র প্রচলিত ছিল, এবং সর্বসাধারণ লোকেরই ধর্মপরায়ণতা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে অধিক বাদানুবাদ ছিল না। পরে কালক্রমে ইহা বিজাতীয় রাজবর্গের অধিকার ভুক্ত হওয়ায় ক্রমশঃ মহম্মদীয় ও খ্রীষ্টিয় প্রভৃতি বিজাতীয় ধর্মের আশ্রয় হওয়াতে কিয়ৎ কালব্যধি তদ্বিষয়ে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইংরাজদিগের অধিকার অবধি মিসরির সাহেবেরা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী করিবার অভিপ্রায়ে, পৌরাণিক ইতিহাসের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করত সনাতন হিন্দু ধর্মের গ্লানি করিতে, ইংরাজী

ভাষায় কৃতবিদ্যা সুবক গণের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রের তাৎপর্যের অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ অমূলক মিথ্যা গ্লানিকে স্বার্থ বোধে পবিত্র হিন্দুধর্ম একেবারে অগ্রাহ করিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম অবলম্বন করিতেছেন ।

৪র্থ প্রশ্ন । ব্রাহ্ম ধর্ম কি প্রকারে প্রচলিত হইয়াছে ?

৪র্থ উত্তর । ব্রাহ্ম ধর্ম এক্ষণে যাহা প্রচলিত দেখিতেছ, সে আদৌ অলীক, কেবল কপটতা মাত্র । অর্থাৎ কিছুকাল পূর্বে বহুবিদ্যা বিশারদ রাজা রামমোহন রায় নামক এক ব্যক্তির সকল ধর্ম শাস্ত্রে বিশেষতঃ হিন্দুধর্মে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল । তিনিই সর্ব শাস্ত্রের মার গ্রহণ করিয়া সকল ধর্মের একই তাৎপর্য অর্থাৎ অভেদ জানিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । সংসারাগ্রমে থাকিয়া তদ্রূপ সত্য ধর্মাবলম্বী ও নিত্য জ্ঞানাদিকারী আর কেহই হইতে পারেন নাই । তিনিই নিধনীর বিপ্রকূলে উদ্ভব হইয়া স্বীয় জ্ঞানবলে রাজা এবং মৌলবি খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া অতুল সম্মানের সহিত একটি সভা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণার্থে নিয়ম বদ্ধ করত সাধারণের হিত সাধন করিয়াছিলেন । পরে তাঁহার জীবনান্তে তন্মতাবলম্বী কোন কোন ব্যক্তি সেই নিয়মটী রক্ষা করণার্থ সময়ে সময়ে সঙ্গী-তাদি আলোচনা করিয়া থাকেন মাত্র, ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বড় সহজ নহে । তদ্বিস্তারিত পশ্চাৎ বর্ণন করিব শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে ।

৫ম প্রশ্ন । নাস্তিকতা মত কি প্রকার ?

৫ম উত্তর । নাস্তিকী ধর্ম বা শাস্ত্র কিছুমাত্রই নাই, কেবল কতকগুলি পামণ্ড মনুষ্য একত্রিত হইয়া সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে বিরত হইয়া গুরু-পূরোহিত এবং জ্ঞাতি-বান্ধবদিগকে বঞ্চনা করণাভিপ্রায়ে যথেষ্টাচারী হইয়াছে । তাহার ধর্মাদর্শ পাপ-পুণ্য কিছুই মানে না, এমন কি এই

চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি এবং ধ্বংসকর্তা যে ঈশ্বর আছেন, ইহাও তাহারা বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ বিশ্বের সমুদয় ব্যাপারই স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাহারা পান ভোজন এবং গমনাদির কিছুমাত্র বিচার না করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছামত কার্য করিয়া থাকে। ফলতঃ তাহারা সর্ব ধর্ম বহির্ভূত। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদিগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করা যাইতে পারে না; যেহেতু কোন বিষয়ের তাৎপর্য না জানিলে তাহাতে কাহারও প্রযুক্তি হইতে পারে না; বিশেষতঃ মুঢ় ব্যক্তিদিগের ধর্মের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদিগের শ্রদ্ধা জন্মিবারও সম্ভাবনা নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। প্রভো! যদি দাসের প্রতি রূপা করিলেন, তবে কোন্ ধর্মের কি ফল, এবং ঐ ফলোৎপত্তির বা হেতু কি, তাহা প্রকাশ পূর্বক মানব জাতির ভ্রান্তি দূর করিতে আজ্ঞা হউক?

৬ষ্ঠ উত্তর। যে কোন ধর্মে যাহার শ্রদ্ধা থাকে তাহাতেই তাহার শ্রম সাধন হয়। যেহেতু চিত্ত-শুদ্ধি উপদেশ ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে কোন শাস্ত্রেরই পরস্পর বিরোধ নাই। সকল প্রকার ধর্ম শাস্ত্রেরই এই তাৎপর্য যে, বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, এবং সংহার কর্তা যে পরমেশ্বর তিনিই আমাদের উপাস্য; মনুষ্য হইতে কীট পতঙ্গাদি পর্যন্ত প্রাণী মাত্রকেই পীড়া দেওয়া অকর্তব্য সমস্ত জীবকে আত্ম-তুল্য জ্ঞান করিয়া দয়াত্ব হৃদয়ে তাহাদিগের যজ্ঞসাধ্য উপকার করা কর্তব্য। অনিষ্ট জনক কর্মই পাপ, ও হিতকর কর্মই পুণ্য। পরমেশ্বর পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন, মতাই ধর্ম প্রধান অঙ্গ। অতএব ধর্মভ্রষ্ট হওয়াই দুর্ভাগ্য। কো এক ধর্মের অনুগামী হইয়া ধার্মিক হইলেই জীব

সিদ্ধান্তি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পরম পদ যে মুক্তি তাহা হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত লাভ করিবার আর কোন উপায়ান্তর নাই। যেহেতু অবিদ্যা-জনিত দেহাত্ম বোধই দেহের কারণ। অতএব দেহ উৎপত্তি নিবারণার্থ সেই মিথ্যা জ্ঞানের নিরাশ অপেক্ষা করে। তন্নি-  
বারণের উপদেশ হিন্দু শাস্ত্র ভিন্ন অন্যত্র নাই, যদিও মুসলমান দিগের মধ্যে বৈদান্তিক মতানুযায়ী “আয়নুল-  
হুক” নামে এক ধর্মশাস্ত্র ছিল, পূর্বেই বলিয়াছি এক্ষণে তাহা লোপ হইয়া গিয়াছে।

### হিন্দু শাস্ত্র।

৭ম প্রশ্ন। এক্ষণে অনেকেই হিন্দুশাস্ত্র কণ্টক বন অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক বিবেচনায় অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি?

৭ম উত্তর। বাপুহে! আমরাদিগের হিন্দু শাস্ত্র, বাই-  
বেল এবং কোরাণের ন্যায় একখানি পুস্তক নহে, যে তন্মাত্র পাঠ করিলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যাইতে পারে; বিশেষতঃ উত্তম, মধ্যম, অধম, ত্রিবিধ অধিকারী ভেদে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকলও নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে কতক বিষয় পরস্পররূপে লিখিত হই-  
য়াছে ও অনেক অর্থবাদও ঘটাইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ প্রকৃত তাৎপর্যরূপ রত্ন সকল শাস্ত্রানুধির গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং বহু পরিশ্রম ও অনেক অনুসন্ধান পূর্বক শাস্ত্রমাগর মন্বন ব্যতীত তাহার যথার্থ তাৎপর্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব ধর্মাবগত হইতে না পারিয়া তাহাকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া অগ্রাহ্য করা, ইহা অপরিচিত ব্যক্তির নাম শ্রবণমাত্রই তাহাকে



দোষীবলার ন্যায় অতিশয় অনূচিত কার্য্য তাহাতে  
সন্দেহ নাই।

### গাণপত্যের মত।

৮ম প্রশ্ন। আমরাদিগের হিন্দুধর্মের অন্তর্গত উপা-  
সনা বিষয়ে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি  
বহুবিধ উপাসক ও নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণ দৃষ্ট হইতেছে,  
তদ্বিস্তারিত কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতে বাঞ্ছা করি, যদি শ্রবণে  
স্থান প্রদানে আত্মা হয়।

৮ম উত্তর। তুমি যে স্বজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষ  
গুণ বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঐ শাস্ত্রের অভিপ্রায়  
জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা হইতে অধিক প্রশংসনীয়  
কর্ম্ম আর কি হইতে পারে, তন্নিমিত্ত তোমাকে সাধুবাদ  
দিলাম। এক্ষণে তুমি যাহা ইচ্ছা বর্ণন কর, আমি মনো-  
যোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।

### ৯ম প্রশ্ন।—ত্রিপদী।

কেহ বলে গণপতি, পরম ব্রহ্মেতে উৎপত্তি,

সৃষ্টির পূর্ব্বতে তাঁর জন্ম।

তঁই অগ্রে পূজ্য হন, লম্বোদর গজানন,

সাধিলে সুসিদ্ধি সর্ব্ব কর্ম্ম ॥

স্মরণে বিশ্ব বিমাশ, পূর্ণ হয় অভিলাষ,

হেন দেব নাহি ত্রিজগতে।

মজহ গণেশ পদে, জন্ম যাবে নিরাপদে,

সঙ্কশয় না কর কোন মতে ॥

সিদ্ধিদাতা নাম তাঁর, অপারে করেন্ন পার,

মিছে ঘোর সংসার জঞ্জালে।

সদা লহ সেই নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,

মোক্ষধাম পাবে পরকালে ॥

## মৌরের মত ।

কেহ বলে দিবাকর, পূর্ণ ব্রহ্ম কলেবর,  
চরাচর ব্যাপ্ত সে কারণে ।

সৃষ্টির কারণ কর, পালনেতে স্নতৎপর,  
সংহারেন প্রথর কিরণে ॥

জগতের হিত হেতু, বার মাস ছয় ঋতু,  
বার তিথি নক্ষত্রাদি সব ।

নব গ্রহ যোগ রাশি, উদয়াস্ত দিবানিশি,  
সকলি তাঁহাতে অনুভব ॥

রবির কিরণে জল, জলেতে জনমে স্থল,  
তাহাতে হইল ত্রিভুবন ।

সর্ব জীব হিতে রত, তৃণ শস্য বৃক্ষযত,  
স্বীয় করে করেন সৃজন ॥

তাহে জীয়ে জগজ্জন, আর দেখে যে কিরণ,  
জগতের অন্ধকার নাশে ।

তপন মহিমা যত, আমি তা কহিব কত,  
ব্যক্ত আছে পুরাণ জ্যোতিষে ॥

ভজ সেই দিনপতি, সুচিবে সব দুর্গতি,  
রোগ শোক কিছু না থাকিবে ।

পূজা কর প্রভাকরে, তাঁহার তনয় করে,  
কভু কর দিতে না হইবে ॥

রক্ত পুষ্প দুর্বাদলে, রক্ত চন্দন মিশালে,  
দিনান্তে করহ অর্ঘ্য দান ।

প্রসন্ন হবেন রবি, সুখেতে ভুঞ্জিবে ভুবি,  
অন্তে পাবে সুরলোকে স্থান ॥

ভবদ্রাস্তি-নিবারিণী।

বৈষ্ণবের মত ।

কেহ বলে বিষ্ণু ভজ, বিষ্ণুর চরণে মজ,  
বিষ্ণু হন অনাদি দেবতা ।  
জন্ম মৃত্যু নাই তাঁর, একা লিপ্ত ত্রিসংসার,  
ভক্তজনে ভোগ মোক্ষদাতা ॥  
সৃষ্টি নাহি ছিল যবে, একাকী ক্ষিরদার্গবে,  
বটপত্রে করেন শয়ন ।  
স্বীয় দেহেতে উদ্ভব, করিয়া মধুকৈটভ,  
রণে তারে করেন নিধন ॥  
তাহার মাংসেতে ক্ষিতি, তাহে যত উৎপত্তি,  
পুরাণাদি সৰ্ব্ব শাস্ত্রে কহে ।  
সৰ্ব্ব দেশ শ্রেষ্ঠ হন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,  
সৰ্ব্বব্যাপি কভু মিথ্যা নহে ॥  
বিষ্ণু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, বিষ্ণু হৈতে সৰ্ব্ব জীব,  
মহা বিষ্ণু জগতের পিতা ।  
নিগুণ ত্রিগুণাধার, সাকার সে নিরাকার,  
সাক্ষ্য দেখ পুরাণাদিগীতা ॥  
মর্ত্য লোকে সুরধুনী, পতিতপাবনী যিনি,  
স্পর্শ মাত্রে পাপী মোক্ষ পায় ।  
সৰ্ব্ব তীর্থময়ী হন, শিবের মস্তকে রন,  
তাঁহার উদ্ভব য়ার পায় ॥  
মহা বিষ্ণুর মহিমা, সৰ্ব্ব শাস্ত্রে নাহি সীমা,  
এক মুখে কে করে বাখান ।  
সহ স্বীয় সঙ্গীগণ, পঞ্চমুখে পঞ্চানন,  
সদা গান বিষ্ণু গুণগান ॥  
আমার বচন ধর, অন্য ধর্ম ত্যাগ কর,  
লহ সেই বিষ্ণুর স্মরণ ।

বৈরাগ্য আশ্রম লও, বিষয়ে বিবেকী হও,  
 তবে ভবে হইবে তরণ ॥  
 শরীর রক্ষার জন্য, ভিক্ষা দ্বারা হবিষ্যন্ন,  
 দিনান্তেতে বারেক ভক্ষণ ।  
 তুলসী চন্দন সনে, ভক্তিভাবে সযতনে,  
 বিষ্ণু পূজা কর অনুক্ষণ ॥  
 শুদ্ধ চিত্তে বেদাচারে, পূজা করে যে তাঁহারে,  
 সেই যায় ভবঙ্গিহ্ন পারে ।  
 সৰ্ব্ব পাপ বিমোচন, করি জন্ম নিবারণ,  
 বৈকুণ্ঠেতে স্থান দেন তারে ॥  
 চতুর্ভুজ পীতাম্বর, শঙ্খ চক্র গদাধর,  
 স্বরূপ করেন সে সাধকে ।  
 যদি তাহে লোভী হও, শ্রীনাথের নাম লও,  
 জয়ী হও ইহ পরলোকে ॥

### শৈবের মত ।

কেহ বলে কুন্তিবাস, কৈলাস পর্বতে বাস,  
 ত্রিজগতেশ্বর ত্রিলোচন ।  
 অনাদি অনন্ত হন, নাহি জনম মরণ,  
 আত্মারূপে সৰ্ব্ব জীবে রন ॥  
 যত্র জীব তত্র শিব, শিব ভিন্ন নাহি জীব,  
 শিবময় সকল সংসার ।  
 দেবের দেবতা যেই, মহাদেব নাম তেঁই,  
 কৃত্তা সেই করিতে সংহার ॥  
 ব্রহ্মার জনিত সৃষ্টি, বিষ্ণুর পালনে দৃষ্টি,  
 শিব হন সংহারে নিপুণ ।  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মায়াশক্ত, বিনাশে নহেন শক্ত,  
 মায়াতীত মহেশ নিগুণ ॥

অপর দেবতা যত, নিজ ভক্তে বিধিমত,  
 সুখ স্বর্গভোগ দাতা সবে । -  
 কর্মফল অল্পসারে, সুখ'দুঃখ ভুঞ্জিবারে,  
 পুনঃ পুনঃ জন্ম দেন ভবে ॥  
 লয় বিনা মুক্তি নহে, সে হেতু নির্বাণ কহে,  
 পুনর্জন্ম যাহাতে না হয় ।  
 বেদাগমে এই উক্তি, দিতে সে নির্বাণ মুক্তি,  
 শিব ভিন্ন কার সাধ্য নয় ॥  
 স্বেচ্ছাচারে অবহেলে, গঙ্গা জলে বিলুদলে,  
 বারেক যে দেয় ত্রিচরণে ।  
 পশুপতি পঞ্চানন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন,  
 আশুতোষ হন ভক্তজনে ॥  
 পূজিয়া সে মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুকে করহ জয়,  
 পরাজয় হইবে শমন ।  
 শুন এই সার মুক্তি, পাইবে নির্বাণ মুক্তি,  
 ভোলানাথে ভুলনারে মন ॥

---

শাক্তের মত ।

কেহ বলে ভজ শক্তি, শক্তি বিনা নহে মুক্তি,  
 শক্তি ব্রহ্মময়ী বিশ্বকর্ত্রী ।  
 শক্তি হতে মুক্তি হয়, শক্তি হতে হয় লয়,  
 আদ্যাশক্তি নাম জগদ্ধাত্রী ॥  
 শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, শক্তি সর্বদেহে জীব,  
 শক্তিময় জগত সংসার ।  
 একা শক্তি বিশ্বব্যাপি, চরাচরে শক্তিরূপী,  
 শক্তিহীন হলে শবাকার ॥

শক্তি সকলের মূল, শক্তি সূক্ষ্ম। শক্তি স্থূল,  
 সর্বভূতে আবিভূতা শক্তি ।  
 শক্তি ত্রিগুণা নিগুণা, পুনঃ সে শক্তি সগুণা,  
 গুণভেদে হয়েন বিভক্তি ॥  
 দেখহ পরমা শক্তি, ধরাতে ধৈরজ শক্তি,  
 বিশেষ উদ্ভব শক্তি হয় ।  
 মলিলে শীতল শক্তি, অনলে দাহিকা শক্তি,  
 অনিলে বাহিকা শক্তি কয় ॥  
 তৃপনেতে তেজ শক্তি, শূন্যেতে ধারণা শক্তি,  
 আকাশের শক্তি আকর্ষণ ।  
 ব্রহ্মাতে সৃজন শক্তি, বিক্ষুতে পালন শক্তি,  
 শিবেতে সংহার শক্তি হন ॥  
 সোমে স্নিগ্ধ কর শক্তি, জমে দণ্ড কর শক্তি,  
 জীব দেহে মায়া শক্তি যিনি ।  
 দাতা দেহে দান শক্তি, গায়কেতে গান শক্তি,  
 সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান শক্তি তিনি ॥  
 শক্তি সর্বগুণে ধন্যা, শক্তি জগতের মান্যা,  
 শক্তি হন সংসারের সার ।  
 শক্তির উদরে জন্ম, শক্তিতে সংসার ধর্ম,  
 শক্তি বিনা সব অন্ধকার ॥  
 যেনা জানে শক্তি ধর্ম, নাহি মানে শক্তি ধর্ম,  
 শক্তিকে করয়ে অপমান ।  
 প্রহারে শক্তির অঙ্গে, চাতুরি শক্তির সঙ্গে,  
 কটুবাক্য কহে অবিধান ॥  
 বিরূপা তর্জহার শক্তি, নাহি থাকে পতি ভক্তি,  
 গৃহ ধর্ম্যে হয় অযতন ।  
 নাহি দেখে হিতাহিত, ব্যয় হয় অপ্রমিত,  
 অচিরাতে সে হয় নির্ধন ॥

শক্তি হন সচঞ্চলা, কদাচারী সদা ছলা,  
সপ্রবলা কথায় কথায় ।

তিলেক না হয় সুখী, সর্বদা অশেষ দুঃখী,  
অধ মুখ যথায় তথায় ॥

ভূষিতে আপন নারী, নানাবিধ কৰ্ম করি,  
উপার্জন কর যে প্রচুর ।

ভাব এই অর্থ দ্বারা, সন্তোষিব স্বীয় দারা,  
তাহে দুঃখ হইবেক দূর ॥

দেখহ শক্তির তরে, অশেষ কুকৰ্ম করে,  
সদসৎ নাহিক বিচারে ।

পরাদীনতা চাকরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনা চুরি,  
শক্তি লাগি যায় কারাগারে ॥

যার গৃহে শক্তি সুখী, সর্বদা প্রসন্নামুখী,  
সে জন না জানে দুঃখ লেশ ।

কমলা তাহার ঘরে, সুখেতে বিরাজ করে,  
কভু নাহি হয় তার ক্লেশ ॥

শক্তি ধর্ম অর্থ কাম, মোক্ষ স্থান শক্তিদাম,  
শক্তি সেবা সর্বদা যে করে ।

সদানন্দ সেই জন, নহে দুঃখের ভাজন,  
সর্ব সুখে ভোগবে তরে ॥

শক্তির গুণ মহিমা, বেদাগমে নহে সীমা,  
আমি কিবা বর্ণিবারে পারি ।

শক্তিচরণ মাহাত্ম্য, কিঞ্চিৎ জানিয়া তত্ত্ব,  
ধারণ করেন ত্রিপুরারি ॥

হৃদে শিরে দিয়া স্থান, পঞ্চাননে সদাগান,  
আদ্যাশক্তি গুণাণু কীর্তন ।

শক্তির চরণ বলে, চতুর্ভুজ করতলে,  
যত্নাঞ্জয় হন সে কারণ ॥

ভক্তি কর শক্তিপদে, মত্ত হও শক্তিমদে,  
ইন্দ্রিয় করহ পরাজয় ।  
বশ হবে ষড় রিপু, অক্ষয় হইবে বপু,  
না থাকিবে শমনের ভয় ॥

—  
রামায়তের মত ।

কেহ বলে ভজ রাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,  
পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণু অবতার ।  
দানব দলন জন্য, অবনীতে অবতীর্ণ,  
দয়াময় সংসারের সার ॥  
জন্ম লয়ে সূর্য্যকূলে, বাল্যকালে বাহুবলে,  
তাড়কাদি বধিয়া যতনে ।  
ব্রহ্ম ঐরি বিনাশিয়া, যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া,  
নির্ভয় করেন ঋষিগণে ॥  
আর দেখ কিবা লীলা, চরণে মানবী শীলা,  
কাষ্ঠ তরী হল স্বর্ণময় ।  
স্বীয় বাহু পরাক্রমে, শাসিয়া পরশুরামে,  
ক্ষত্রকুল করেন নির্ভয় ॥  
হরধনু করি চূর্ণ, সীতার মানস পূর্ণ,  
জয় করি জনকের পণ ।  
বিমাতার মনস্কাম, পুরাইতে অবিরাম,  
বনে বনে করেন ভ্রমণ ॥  
সুগ্রীবেষ্মিতালি করি,তারে দেন রাজ্যনারী,  
বালীরাজে করিয়া নিধন ।  
সুরপুরী রক্ষা হেতু, সংগরে বান্ধিয়া সেতু,  
লঙ্কাপুরে করেন গমন ॥



স্বর্গ মর্ত্য ধরাধরে,    কল্পিত যাহার ডরে,  
 ত্রিলোকে অবধ্য যে রাবণ ।  
 তারে ধ্বংস করিয়া,    জগতে অভয় দিয়া,  
 করিলেন ভূভার হরণ ॥  
 দুষ্ট জনে প্রতিকুল,    শিষ্ট প্রতি সানুকুল,  
 বিভীষণে রাজ্য দেন তত্র ।  
 রাবণে করি সংহার, রক্ষা করেন ত্রিসংসার,  
 সীতা চুরি উপলক্ষ মাত্র ॥  
 রাবণারি রঘুবর,    জগতের হিতকর,  
 বারেক যে লয় রাম নাম ।  
 অন্তকালে অনায়াসে,    মুক্ত হয় ভবপাশে,  
 সে হেতু তারকব্রহ্ম রাম ॥  
 পূজিতে সে ত্রীচরণ,    স্বয়ং রুদ্র হনু হন,  
 সেবা করে সেবক হইয়া ।  
 রামের ঐহিমা যত,    আমি তা কহিব কত,  
 রামায়ণ নূতন করিয়া ॥

### বৌদ্ধের মত ।

কেহ বলে জগন্নাথ,    পদে কর প্রণিপাত,  
 ভোগ মোক্ষ যাহার কুপায় ।  
 পূর্ণ ব্রহ্ম বৌদ্ধাকার,    ক্ষেত্র আনন্দ বাজার,  
 বর্ণভেদ নাহিক তথায় ॥  
 নাহিক জাতি বিচার,    সর্ব বর্ণে একাকার,  
 লম্বু ওরু নাহিক সম্বন্ধ ।  
 দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব দ্বেষাভাব,    শত্রু মিত্র সম ভাব,  
 সবে সুখী সর্বদা আনন্দ ॥

অমাত্য স্বজন লোক, মরিলে না করে শোক,  
 কন্যা পুত্র পিতা মাতা জায়া ।  
 অনিত্য জানিয়া তায়, ফেলিয়া চলিয়া যায়,  
 তথায় না থাকে মোহ মায়া ॥  
 বৌদ্ধরূপী জনার্দন, পাপী উদ্ধার কারণ,  
 আবির্ভাব হন উড়িয়াতে ।  
 বারেক হেরে যে জন, প্রসাদ করে ভোজন,  
 জন্ম তার না হয় ভবেতে ॥  
 মহিমা কি কব আর, প্রসাদ কি চমৎকার,  
 সিদ্ধ অন্ন নানা উপচারে ।  
 বিবিধ ব্যঞ্জন তাতে, পায়স পিষ্টক সাতে,  
 বেচা কেনা বাজারে বাজারে ॥  
 কেহ কারে নাহি চিনে, প্রসাদ আনায় কিনে,  
 সবে দেয় সবার বদনে ।  
 এক পাত্রে সর্ব জেতে, মিলে খান হরিষেতে,  
 অবশিষ্ট রাখেন যতনে ॥  
 সময়ান্তে বন্ধুগণে, কিসা দুরারাদ্য জনে,  
 দেখামাত্র আনি তাড়াতাড়ি ।  
 বাহির করিয়া সুখে, এ দেয় উহার মুখে,  
 প্রেমানন্দে সবে গড়াগড়ি ॥  
 একাধারে দিনে রেতে, খাইলে ছত্রিশ জেতে,  
 কভু কারো উচ্ছিষ্ট না হয় ।  
 লয়ে জায় দেশান্তরে, যতনে মস্তকে ধরে,  
 অভক্তিতে নরক নিশ্চয় ॥  
 চল আনন্দ বাজার, মন হবে নির্বিকার,  
 সংশয় ঘুচিবে অনায়াসে ।  
 ভজ সেই জগবন্ধু, পার হবে ভবসিন্ধু,  
 আশু মুক্ত হবে অষ্ট পাশে ॥

## গৌরান্দের মত ।

কেহ বলে সচৈতন্য, হবে যদি ত্রীচৈতন্য,  
 ভজ সদা নিত্যানন্দ যোগে ।  
 গৌরান্দের নামায়ত, পান কর অবিরত,  
 আরোগ্য হইবে ভব রোগে ॥  
 নরের উদ্ধার জন্য, নবদ্বীপে অবতীর্ণ,  
 নিতাই চৈতন্য অবতার ।  
 আবির্ভাব বিষ্ণু অংশে, জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে,  
 বৈষ্ণবত্ব করেন প্রচার ॥  
 কলিযুগে নর যত, কদাচারী পাপে রত, -  
 ধর্মাধর্ম না করে বিচার ।  
 নাহি হয় চিত্ত সুদ্ধি, ভ্রমে করে পাপ বৃদ্ধি,  
 অধর্ম্মেতে মজিল সংসার ॥  
 নরের দেখি দুর্গতি, শচী-সুত শান্তমতি,  
 মহাপাপী উদ্ধার কারণ ।  
 ছাড়িমাতা পিতা জায়া, ত্যজি সংসারেরমায়া,  
 করিলেন সন্ন্যাস ধারণ ॥  
 শরীর সুখাংশু আভা, কটিতে কোপীনশোভা,  
 করে কমণ্ডলু আর আশা ।  
 অঙ্গে হরি নামাবলী, কক্ষতলে ভিক্ষা বুলি,  
 কিবা রসকলি যুক্ত নামা ॥  
 মস্তক মুগুন করি, শিক্ষা মাত্র তদুপরি,  
 মুখে হরিবোল মাত্র বুলি ।  
 নাশিবারে ক্ষুধা ব্যাধি, নিত্যভিক্ষা মহৌষধি,  
 প্রেমানন্দে সদা কুতুহলী ॥  
 আদ্যাশক্তি রাধা সতী, ত্রীকৃষ্ণ গোলকপতি,  
 হৃদিপদ্মে করিয়া স্থাপন ।

অন্য চিন্তা পরিহরি, সুদৃঢ় চিন্তা প্যারী হরি,  
 যুগ্ম তত্ত্বে সদা মত্ত হন ॥  
 ভাবিয়া যুগল ভাব, উদ্ভব অদ্বৈত ভাব,  
 ক্রমে হয় প্রাদুর্ভাব তারি ।  
 প্রকাশিয়া স্বীয় মত, দেখান সুগম পথ,  
 উদ্ধার করিতে নর নারী ॥  
 অদ্বিতীয় অবতার, মহিমা কি কব তার,  
 চমৎকার সংসার মাঝারে ।  
 যাহার বাসনা যায়, অনায়াসে তাহা পায়,  
 বিনামূল্যে গৌরান্দ্র বাজারে ॥  
 সংসারে সুখের মূল, স্ত্রী পুত্রাদি জাতি কুল,  
 তাহাতে বঞ্চিত যেই জন ।  
 সে যদি প্রেমের সাভে, দাঁড়ায় গৌরান্দ্র পথে,  
 হয় সর্ব সুখের ভাজন ॥  
 প্রভুর আশ্চর্য্য খেলা, অগ্রদ্বীপে হয় মেলা,  
 বৈষ্ণব বৈষ্ণবী অগণিত ।  
 আমদানি নানাদেশী, বাছি লয় সেবাদাসী,  
 যাহার যে হয় মনোনীত ॥  
 গণপণ নাহি চাই, ঘটক কুলীন নাই,  
 নাহি তথা বর কন্যাযাত্র ।  
 নাহি বাহুল্যতা ব্যয়, পাঁচ সিকি দিলে হয়,  
 মালসা ভোগের জন্য যাত্র ॥  
 কেন ভাব অন্য মনে, চলহ আমার সনে,  
 সেখানে দেখিবে কত রঙ্গ ।  
 তাহা চাবে তাহা পাবে, কোন দুঃখ না থাকিবে  
 সুপ্রসন্ন হবেন গৌরান্দ্র ॥  
 যদিচ সম্বল নাই, হাওলাত মিলে ভাই,  
 কোজদারে বলে দেওয়াইব ।

ভাবনা কি আছে তার, আমি হই ছড়িদার,  
 মনোমত বাছিয়া লইব ॥  
 বন্ধ্যা কিয়া পুত্রবতী, অথবা গর্ভিণী সতী,  
 নব্যা ভব্যা সুশীলা সুন্দরী ।  
 যাছে তব ইচ্ছা হবে, ইঙ্গিতে আমারে কবে,  
 কর্তি বদলিয়া দিব তারি ॥  
 আশুড়ায় নাম লিখে, ঘরকন্না কর সুখে,  
 মহোৎসবে নিমন্ত্রণ হবে ।  
 গৌরাক্ষের রূপা বলে, প্রতিপন্ন হবে দলে,  
 অধর অমৃত দিবে সবে ॥  
 ফুণা না করিবে কেহ, নিষ্পাপ হইবে দেহ,  
 প্রেমে চিত্ত হইবে নির্মল ।  
 ঐহিক সুখের তরে, যাহা প্রয়োজন করে,  
 ক্রীগৌরাক্ষ দিবেন সকল ॥  
 অগ্রে কর সুখভোগ, পশ্চাতে মুক্তির যোগ,  
 ভোগ বিনা মোক্ষ কভু নয় ।  
 সুখে বঞ্চিত যে জন, সদা তার ভোগে মন,  
 মোক্ষ তার কি রূপেতে হয় ॥  
 ভোগে সুখ অন্ত হয়, বৈরাগী তখন কয়,  
 দারিদ্রেতে না হয় বৈরাগী ।  
 জঠর জ্বালার তরে, ভিক্ষা হেতু ভেক ধরে,  
 বিধির বিপাকে সে বিবেগী ॥  
 চিরভুঞ্জী যেই জন, ধন জনে বিভ্রম,  
 সে জন কেমনে হয় ত্যাগী ।  
 অক্ষয় ঐশ্বর্য ধন, ত্যাগ করে যেই জন,  
 সেই হয় ত্যাগী মহাযোগী ॥  
 যথার্থ বৈরাগী শুন, পূর্বের রূপ সনাতন,  
 পরে লাল্য বাবু মহাশয় ।

এবে রাজা রাধাকান্ত, রাজ্য-সুখে হয়ে কান্ত,  
 লইলেন বৈরাগ্য আশ্রয় ॥  
 অতএব সুখভোগ, বাসনা ভবের রোগ,  
 তাহা শান্তি হইবে যখন ।  
 তখন করিলে যত্ন, প্রাপ্ত হবে মোক্ষ-রত্ন,  
 পুরাণেতে বিষ্ণুর বচন ॥

কর্তাভজার মত ।

কেহ বলে চল ভাই ঘোষপাড়া প্রাণে ॥  
 পাতকীর কর্তা সে দৈত্বর ঘোষ নামে ॥  
 তথায় করেন বাস অদ্বৈত স্বভাব ।  
 সর্ব জীবে হিতে রত ভেদাভেদাভাব ॥  
 একমনে এক ভাবে যে ভজে তাঁহারে ।  
 সদয় হইয়া কর্তা উদ্ধারেন তারে ॥  
 কর্তার মহিমা দেখ কিবা চমৎকার ।  
 দর্শনমাত্রাতে নর হয় নির্বিকার ॥  
 বাল্য রুদ্ধ প্রৌঢ় আর যুবক যুবতী ।  
 সধবা বিধবানুতা ব্রাহ্মণের সতী ॥  
 নানা জাতি যায় সবে কর্তার ভজনে ।  
 মহানন্দে মহোৎসব করে একমনে ॥  
 ধন পুত্র সৌভাগ্য আরোগ্য সুমঙ্গল ।  
 যার যেই বাঞ্ছা কর্তা পূরান সকল ॥  
 উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট নাহিক বিচার ।  
 সর্বজনে একমনে আহার বিহার ॥  
 ছোট বড় জাতিভেদ নাহি তাঁর কাছে ।  
 কাঁচা পাকা সিদ্ধ অন্ন খাদ্য যত আছে ॥  
 সকলেতে ভক্তিভাবে আনিয়া যোগায় ।  
 কর্তার সম্মুখে রাখি চরণে লুটায় ॥

ধ্যান পূজা মন্ত্ৰ জপ নাহিক তথায় ।  
 কর্তার সন্তোষ হৈলে সৰ্ব সিদ্ধি হয় ॥  
 স্বহস্তে সকল ভক্তে দেয় তাঁর মুখে ।  
 প্রত্যক্ষ শায়েন কর্তা পরম কোতুকে ॥  
 প্রসাদীয় বস্তু লয় সকলে বাঁটিয়া ।  
 কিছু খায় কিছু বাঁধে অঞ্চলে আঁটিয়া ॥  
 নিজ নিজ ঘরে গিয়া করি অনুরাগ ।  
 আত্মীয়বর্গকে দেন করিয়া বিভাগ ॥  
 কর্তা ধ্যান কর্তা জ্ঞান কর্তা-গুণ গান ।  
 কর্তার সন্তোষে স্বর্গ সশরীরে পান ॥  
 বিশেষ বিধবা নারী ব্রাহ্মণের ঘরে ।  
 যে যাতনা পায় তাহা জান পরম্পরে ॥  
 ভাগ্যবশে কেহ যদি এক মন করে ।  
 প্রসন্ন হইয়া কর্তা উদ্ধারেন তারে ॥  
 ইহকালে অশেষ সুখের নাহি সীমা ।  
 পরকালে মুক্ত হয় এমনি মহিমা ॥  
 স্বেচ্ছামতে করিবেক ভোজন ভজন ।  
 তাহাতে নিন্দিত নাহি হয় কোন জন ॥  
 আনন্দ বাজারে জগন্নাথ যে প্রকার ।  
 তাহা হৈতে অধিকাংশ মহিমা কর্তার ॥  
 বিফুর প্রসাদী অন্ত পুরীর ভিতরে ।  
 সৰ্ব জেতে কিনে খায় না চলে বাহিরে ॥  
 কর্তার নামেতে অন্ত সৰ্বত্র চলন ।  
 যথা তথা খাও তাহে নাহিক বারণ ॥  
 সেখানে অদ্বৈত ভাব কেবল ভোজনে ।  
 এখানে অদ্বৈত ভাব ভোজনে ভজনে ॥  
 সুখ মোক্ষদাত্তা কর্তা জানিবে নিশ্চিত ।  
 একমনে কর্তা ভজ পাবে মনোনীত ॥

১০ম প্রশ্ন ।

এইরূপে ব্যক্ত করে নিজ নিজ ধর্ম ।  
 ভ্রান্তচিত্তবশতঃ বুঝিতে নারি মর্ম্ম ॥  
 গুরুর চরণে করি কোটি প্রণিপাত ।  
 মকৌতুকে বিরচিল দ্বিজ চন্দ্রনাথ ॥  
 কণ্ঠে অধিষ্ঠান কর ত্রৈলোক্যতারিণী ।  
 সম্পূরণ কর ভব-ভ্রান্তি-নিবারিণী ॥

১০ম উত্তর । ঐ সকল বিবিধ দেব দেবীর নাম রূপ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ উভয় নাম এক পরমেশ্বরেরই হয়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর নহে । এবং বিবিধ প্রকার যে উপাসনা করা যায়, সেও তাঁহা ব্যতীত অন্যের নহে, উপাসনা ভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য হয় না, তাহার প্রমাণ এবং কারণ পশ্চাৎ দর্শাইব ।

শাস্ত্র সকলের পরস্পর অবিভিন্নতা ।

১১শ প্রশ্ন । শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ হওয়ার কারণ কি ? অর্থাৎ বেদে অদ্বয়ব্রহ্ম এবং তন্ত্রে ও পুরাণাদিতে বিবিধ দেবদেবীর উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ইহার স্বার্থ তাৎপর্য্য কি ?

১১শ উত্তর । শাস্ত্র সকলে পরস্পর বিরোধ নাই, এতদ্দেশে বেদের একাংশ অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড ব্যতীত অপর হ্রীকাণ্ডের বিশিষ্টরূপ প্রকাশ না থাকায় বেদের সহিত পুরাণাদির বিভিন্নতা থাকা তোমাদিগের অনুমান হয় । ঐশ্বরিক বেদ হইতে পুরাণ, স্মৃতি, আগম অর্থাৎ তন্ত্র ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রেরই উৎপত্তি হইয়াছে । যদিও ঐ সকল শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধ অর্থাৎ বিপরীত বিধান দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহার হেতু ঐ বেদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । ম-



নের ঔণভেদে লোকের অধিকারভেদ হয়, এজন্য অধিকারী ভেদে পরস্পর বিপর্যয় নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং একের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ দৃষ্ট হয়। বেদে যে প্রকার কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আছে, পুরাণ এবং তন্ত্রেও সেইপ্রকার কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান সম্বন্ধীয় উপদেশ দৃষ্ট হয়। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। তদতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার উপাসনা করিবার উপদেশ মুমুকু জনগণের প্রতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। কায়মনোবাক্যে ভক্তিপূর্বক পরাৎপর পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া মনের শান্তিলাভ করিবার বিধান সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, পুরাণাদি তদাচরণের উপায় কহিয়াছেন, যথা—বেদ এই আদেশ করেন, যে “আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ।” অর্থাৎ অরে আত্মা শ্রবণ, মর্মন, নিদিধ্যাসন দ্বারা সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কিন্তু বিষয়াসক্ত বেদানভিজ্ঞ লোকদিগকে সেই শ্রবণাদি অনুষ্ঠান করিবার উপায় পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তবে যে, শাস্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত মতের এক বিবাদ আছে ঐ বিরোধ আমিও স্বীকার করি, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতমত; পদে এমত বিবেচনা করিও না যে, কেহ পরমেশ্বরের তুল্য অন্য কোন পুরুষের স্বত্ব স্বীকার করেন, এবং ———— সৃষ্টির সদৃশের বিদ্যমানতা মানেন। উক্ত ———— যে, প্রাকৃতিক সুলভেহ এবং তদ্রূপ ———— হই, কেবল আত্মার আবির্ভাবের চেষ্ঠার আবির্ভাব ও ময় বাস্পযন্ত্র স্বভাবতঃ জড় ইত্যাদি শক্তি বিশিষ্ট হইয়া ভাব হইবামাত্রই অচল হয়,

তদ্রূপ আত্মার সত্ত্বাহেতু সর্বেন্দ্রিয়ের চেষ্টা জন্মিয়া নানা কৰ্ম সম্পাদিত হয় । কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলেই কাহারও স্পন্দ থাকে না । অতএব আত্মা যে ভৌতিক পদার্থ নহে, তাহাতে আর প্রমাণ অপেক্ষা করে না । পরন্তু কোন কোন ঋষি কারণের সহিত কার্যের অবিভিন্নতাজ্ঞানে ঐ আত্মাকে চিদাভাষ বলিয়া জীবোপাধি পরিত্যাগ পূর্বক জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন । পক্ষান্তরে কেহ কেহ কার্য কারণের পার্থক্য মানিয়া পরমেশ্বর হইতে জীবের ভেদ দর্শাইয়াছেন ; ইহাতেই দ্বৈতাদ্বৈত মতের উৎপত্তি হইয়া ষড়্দর্শনে তুমুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে । এবং শাস্ত্রের যে বিরোধ সে কেবল এই বিষয়ে জানিবে, কিন্তু অদ্বৈত মতই অধিকাংশ ঋষি গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং পুরাণ ও তত্ত্বাদি বহুতর শাস্ত্রও তদনুগামী । ফলে দ্বৈতবাদীরাও উপাশ্রয়ের দ্বিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই ।

১২শ প্রশ্ন । জীব যে চিদাভাষ, ইহা অতি অসম্ভব বোধ হয়, অতএব তাহার দৃষ্টান্ত কিছু দর্শাইতে আজ্ঞা হয় ।

১২শ উত্তর । জীব যে চিদাভাষ, তদ্বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি শ্রবণ কর । কোন তমোময় গৃহে দীপ আনয়ন করিবামাত্রই তত্রস্থ সমুদায় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার কারণ এই যে, ঐ দীপশিখার আভা অর্থাৎ তাহার তেজোময় পরমাণু সমূহ উক্ত গৃহে বিকীর্ণ হইয়া সর্বত্র সংলগ্ন হয়, এই ছেতু তাবতের রূপ নয়নগোচর হইয়া থাকে, অথচ দীপশিখার যে দীহিকা শক্তি আছে, ঐ সকল পরমাণুতে তাহার আবির্ভাব হয় না, তাহা হইলে বারুদাদি অনায়াসদ্বাৰা বস্তু উজ্জ্বল গৃহে কদাচ রক্ষা করা যাইতে পারিত না । তদ্রূপ জীব চিদাভাষ হইয়াও স্বরূপের শক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ।

১৩শ প্রশ্ন । পুরাণ শাস্ত্রে যে সকল ইতিহাস লেখা আছে, তাহা এত অধিক অসম্ভব যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার সত্যতা বোধ করণে সক্ষম হইতে পারেন না, ইহার কারণ কি ?

১৩শ উত্তর । ঐ সকল ইতিহাস বাস্তবিক স্বরূপাখ্যান নহে, এবং তাহাকে তদ্রূপ বিবেচনা করিবারও উপদেশ শাস্ত্রে নাই । মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত, এ বিধায় উহার। বৈষয়িক কথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে ইচ্ছা করে না, এবং ঙ্গের প্রভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন রসবিশিষ্ট উপাখ্যান ভালবাসে, যথা তমো-ঙ্গের আধিক্যে আদিরসঘটিত, রজোঙ্গ প্রভাবে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধীয়, এবং সত্ত্বঙ্গের প্রাবল্যতায় ভক্তি ও যোগাদি সম্পর্কীয় কথা শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে । এবং সর্বের হৃদয়ের প্রকৃতি এই যে, তাহার। সত্য স্ব স্ব বিষয়ের পরিবর্তন না হইলে তৃপ্ত হয় না, এবং অধিকারীভেদে কর্তব্যাকর্তব্যেরও বিধান আবশ্যক হইয়াছে, সুতরাং সর্বলোকের মনোরঞ্জনার্থ সর্বকালে সর্বদেনীয় পণ্ডিতের। অপ্রাণীতে প্রাণারোপ করিয়া, মান। রসযুক্ত প্রস্তাব অলঙ্কৃত, উপমিত, এবং রূপক ও পরোক্ষ বাক্যে গদ্য পদ্যেতে রচনা করিয়া থাকেন । তৎপাঠে উত্তম মধ্যম, অধম এবং বালক, যুবা, বৃদ্ধ এই নানাবিধ লোক স্ব স্ব চিত্তোন্মাদ লাভ করে, বহু প্রকার হিতোপদেশ প্রাপ্ত হয়, বাগ্বিন্যাসাদি শিক্ষা করে, কাহার সম্বন্ধে কি কর্তব্য এবং কোন ধর্মের কি ফল, তাহাও জানিতে পারে । তন্নিমিত্ত খ্রীষ্ট এবং মহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রেও অম্বাদাদি পৌরাণিক ইতিহাসের ম্যায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার বর্ণন আছে, তাহার তাৎপর্য কেবল তত্তদুপলক্ষে জগদীশ্বরের ঙ্গানুকীর্তন দ্বারা ভক্তির উদ্রেক করা ভিন্ন আর কিছু

ইহা বেদব্যাস ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সপ্তমা-  
 ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন ।  
 লে লিখিত আছে যে, জগদীশ্বর সেন্টান নামক দৈ-  
 মহিত তুমুল যুদ্ধকরত তাহাকে নিরয়গামী করিয়া-  
 মেরি নারী কন্যাতে আসক্ত হইয়া খ্রীষ্ট নামক  
 ২পত্তি করিয়াছেন, খ্রীষ্টের ব্যাপ্টাইজ অর্থাৎ দীক্ষা-  
 যুযুদেহ ধারণ করিয়া তাহার মন্তকোপরি অবতরণ  
 ছিলেন, এবং ঐ খ্রীষ্টমূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়া কেবল  
 দ্বারা কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য করিয়াছিলেন, এবং  
 কর্ণদ্বয় বিকশিত ও অক্ষুরিত বাক্য স্ফুট করিয়া-  
 , এবং প্রাণদানে যতদেহ সজীব করিয়াছিলেন,  
 স রোটিকা এবং দুইটী মৎস্য দ্বারা অরণ্যমধ্যে পঞ্চ  
 ব্যক্তিকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন,  
 ধির উপরে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, এক পর্ব-  
 রি তেজরূপী হইয়া পূর্বযুত মোজেস্ এবং ইলায়াম  
 ভবিষ্যদ্বক্তাদ্বয়ের সহিত কথোপকথন, এবং আকাশ-  
 ারা খ্রীষ্টকে পুত্রস্বীকার করিয়াছিলেন । অপর সাধু-  
 । অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনোপলক্ষে উক্ত হইয়াছে যে,  
 ন্ নামক ভবিষ্যদ্বক্তা মিসর দেশাধিপতি কেরোর  
 এক যক্ষিকে সর্প করিয়াছিলেন, আর সেন্টপিটারের  
 যায় আনোরিয়াম্ স্বীয় কলত্র সহিত শমন ভবন  
 করেন, এবং ঐ পিটারের বরে এক খঞ্জব্যক্তি গতি-  
 প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেন্টপাল এক পক্ষুকে আরোগ্য  
 কবল একবাক্যে অর্থাৎ অভিসম্পাত দ্বারা ইলায়াম্  
 মারাবীকে অন্ধ করিয়াছিলেন ।

নন্তর মাহাত্মদীয় ধর্মশাস্ত্রে যে সকল অভূত ঘটনা  
 আছে, তাহা বলিতে হইলে অধিক সময় অপেক্ষা  
 নিমিস্ত কেবল একটী ইতিহাসের সারোদ্ধার করিয়া

বলিতেছি, বাইবেলে মোজেসের যষ্টির যে রূপ অদ্ভুত ও  
 বর্ণিত হইয়াছে, মাহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ  
 আছে, যথা—মুসা ( মোজেস ) ফেরুণের অর্থাৎ কেরো  
 সম্মুখে স্থায়ী যষ্টি নিক্ষেপ করিবারাত্রি তাহা অশীতি গণ  
 পরিমিত দীর্ঘাকার এবং শত শত দন্তযুক্ত বদন, হস্তীর ন্যায়  
 চরণ, ও শরতুল্য সপ্ত সহস্র লোমবিশিষ্ট এক সর্প হস্ত  
 তদনন্তর অন্য এক দিনে স্থানান্তরের সভাতে ঐ যষ্টি প্রা  
 মুণ্ডে সপ্ততি সহস্র মুখযুক্ত সপ্ততি সহস্র মস্তকবিশিষ্ট বহু  
 সর্পাকৃতি ধারণপূর্বক চতুঃসহস্র ঐন্দ্রজালিককে পুচ্ছ দ্বা  
 বেষ্টন করত গ্রাস করিয়া, ফেরুণের বাটী শূন্যে নিঃক্ষেপ  
 করিয়া মুসার স্পর্শমাত্রই স্বভাবপ্রাপ্ত হয় । অপর ঐ ১৫  
 নার পূর্বের এক দিবস উক্ত মুসাকে ত্বদীয় চকমকি বলি  
 যে, তোমাকে অগ্নি দিতে খোদার আজ্ঞা নাই, তৎশ্রবণে  
 স্তর সেতুর নামক পর্বতে গিয়া পরমেশ্বরকে কুল রূপে  
 ন্যায় অগ্নিরাশি দর্শন করে, উক্ত অগ্নিতে স্থায়ী যষ্টি সং  
 করাতে, তন্মধ্যে অগ্নির প্রবেশ হয় নাই, এবং তাহা  
 কাষ্ঠপাত্রকাদয় বিচ্ছু অর্থাৎ হিংস্রজন্তুবিশেষ হইয়াছি  
 সময়ান্তরে ইজরাইলের বংশ যাহার সংখ্যা বালক  
 যোষিৎ ব্যতিরিক্ত, কেবল পুরুষই ছয় লক্ষ ছিল, তাহা  
 দিগকে লইয়া উক্ত মুসার নীল নদী পার হওনকালে  
 ফেরুণ সৈন্যে তাহার পশ্চাৎগামী হইলে, মুসার যষ্টি  
 খাতে নদীর জল বিভাগ হইয়া বহু বর্ষ হইবায়, তাহা  
 সকলে পার হইয়া যায়, কিন্তু ফেরুণ নিজ দলবল সা  
 জলমগ্ন হয় ।

সাম রাজ্যাধিপতি আনকের পুত্র এওজের শা  
 ৩০৩৩ গজ দীর্ঘ ছিল, নুঃ অর্থাৎ মোরা পয়গম্বরের সম  
 জলপ্লাবনে তাহার শরীর রক্ষা হইয়াছিল, সমুদ্রের  
 তাহার জানর উর্দ্ধে উঠিত না, সে সাগরে মৎস্য ধা

প্রথমণ্ডলে ভর্জন করিয়া ভক্ষণ করিত, তাহার বাস-  
স্থানে দাড়িঘ ফলের একটি বীজমাত্র দশ ব্যক্তির আহা-  
র্যাপ্যমুক্ত হইত, এবং সমুদয় বীজ স্থানান্তর করিলে, তাহার  
দুইকের মধ্যে দশ জনের বাসস্থান হইত, ইজরাইলের বংশ  
জ্ঞান এবং হারুণের সমভিব্যাহারে, ঐ এওজের বিরুদ্ধে  
যুদ্ধ করিতে গিয়া ভয়ে পলায়ন করাতে, মুসার শাপে চল্লিশ  
বৎসর যাবৎ তাহাদিগকে একই ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে  
হইয়াছিল, মুসার যষ্ঠাঘাতে উক্ত এওজের মৃত্যু হইলে,  
তাহার দেহ চল্লিশ বৎসর যাবৎ রণভূমিতে পতিত থাকে,  
তদনন্তর তাহার মেরুদণ্ড নীল নদীর সেতু হইয়াছে ।  
সোলেমান রাজা সৈন্ধান রাজ্যাধিকারীর সহিত যুদ্ধ করণার্থে  
বায়ুয়ানে সসৈন্যে গমন করিয়াছিলেন, ঐ সৈন্ধান রাজ্যে  
সুবর্ণময় ব্যাহ্রদ্বয় বিচার নিষ্পত্তি এবং দোষীকে ভক্ষণ ক-  
রিত । সোলেমানের আদেশে বায়ু কর্তৃক একমুষ্টি মৃত্তিকা  
সৈন্ধানাধিপতির চক্ষে নিঃক্ষিপ্ত হইবায় তাহার মৃত্যু হয় ।  
ইহা খোলাসাতল আয়িয়া নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে ।

অতএব যে সকল খ্রীষ্ট ও মাহাম্মদীয় ধর্মাবলম্বী মহা-  
শত্বেরা, পৌরাণিক ইতিহাস উপলক্ষে হিন্দুধর্মের মানি  
করেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে শৃগালপঞ্চক নামক গ্রন্থের এই  
প্রসিদ্ধ বচনটী উদাহৃত হইতে পারে, যথা—“আত্মহিদ্  
মজানাতি পরছিদ্রানুসারিনী ।” বরং অম্মদাদির পুরাণ  
শাস্ত্র, তদতিরিক্ত এই অসাধারণ গুণপণা দেখা যায় যে,  
কোন প্রস্তাবই প্রায় অধ্যাত্ত পক্ষ ছাড়া নহে, এবং এই  
সংসারচক্রে যে ঐষিক লীলামাত্র, ইহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত  
হইয়াছে, এ প্রযুক্ত পুরাণ সকল, মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী  
প্রাণী লোকের শ্রবণযোগ্য অর্থাৎ অধিকারীভেদে পুরাণ  
নিষেধ শ্রবণীয় জানিবে ।

কোন ধর্ম আশু ফলপ্রদ ।

১৪শ প্রশ্ন । উপাসনাবিষয়ে যে বিবিধ দেব দেবী  
ভিন্ন ভিন্ন আচার বিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ দেব  
তার উপাসনা করিলে অচিরে মুক্তিলাভ হইতে পারে

১৪শ উত্তর । কলিযুগে শাক্তধর্ম অর্থাৎ তান্ত্রিক  
উপাসনা ব্যতীত অন্যান্য উপাসনা বিকল জানিবে  
ইহার প্রমাণ “আচারভেদ তন্নে” যথা,—

কৃতে শ্রুত্যাশ্রয়মাগংস্মাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভারতে ।

দ্বাপরেতু পুরাণোক্ত কলাবাগমসম্মত ॥

যেহেতু সত্যযুগে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার না থাকি  
প্রযুক্ত চারিপাদ ধর্ম ছিল, তদনন্তরঃ মনুষ্যের লক্ষ্য  
আয়ু এবং মর্ত্যগত প্রাণ ছিল, এনিমিত্ত শ্রুতি অর্থ  
বেদবিহিত দুঃসাধ্য কর্মসাধনে সক্ষম হইত । ত্রেতাযু  
একপাদ অসত্য ব্যবহৃত হওয়াতে একপাদ ধর্মহানি হই  
মনুষ্যের পরমাযু দশসহস্র বর্ষ এবং অস্থিগত প্রাণ ছিল  
তৎকালে স্মৃতি ও ভারতের মতে কর্মকাণ্ড করিয়া ব  
কায়ক্লেশেও ফলপ্রাপ্ত হইত । পরে দ্বাপর যুগে দুইপা  
অসত্য প্রবেশ হওয়াতে ধর্মের অর্দ্ধাংশ হানি হই  
প্রযুক্ত মনুষ্যের সহস্র বৎসর আয়ু এবং মাসগত প্র  
ছিল, ঐ সময়ে পৌরাণিক মতে কর্ম করিবার বিধান ছি  
কলিযুগে পাদমাত্র সত্য, এবং ত্রিপাদ অসত্য ব্যবহা  
ধর্মও একপাদমাত্র ঐ সত্যের উপর অবলম্বন করেন,  
নিমিত্ত মনুষ্যের আয়ুর সংখ্যা অত্যল্প এবং অন্তর্গত প্র  
হইয়াছে । ততৎকালে ঋষিগণ দীর্ঘকাল অনাহারে দে  
কষ্ট সহ করত পশ্চাচারে ধর্মকর্ম সাধন করিতেন, বি  
বতঃ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগে কুলাচার অর্থাৎ শা  
ধর্ম পরম গোপনীয় ছিল, ত্রিনিমিত্ত নারদাদি ঋষি

কৌলাচারী হইয়াও শাক্তধর্ম গোপনার্থে শৈব এবং বৈষ্ণ-  
ব প্রকাশ করিতেন, ইহার অর্মাণ 'সময়াচারতন্ত্রে' স্পষ্ট  
রূপে প্রকাশ আছে, যথা—

অন্তঃশক্তি বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ ।

দানাবেশধরাঃ কোলাবিচরন্তি মহীতলে ॥

—  
পর্যায় ।

মহানির্বাণ তন্ত্রেতে শিববাক্য যাছা ।  
ভবভ্রান্তি ছেদনার্থে প্রকাশিব তাঁহা ॥  
সত্যের অধীন ধর্ম সংকর্ম সকল ।  
সত্যহীনে পূজা জপ সকলি বিফল ॥  
এ কারণ শিব আজ্ঞা প্রবল কলিতে ।  
সত্য ত্রেতে শাক্তধর্ম প্রকাশ করিতে ॥  
মিথ্যা না কহিলে ধর্ম গোপন না হয় ।  
মিথ্যা বাক্যে সত্য নাশ কি আর সংশয় ॥  
সেই হেতু শাক্তধর্ম করিবে প্রকাশ ।  
সত্যবাদী শিববাক্য নহে উপহাস ॥  
শাক্তধর্ম গোপন করিতে যত তত্ত্ব ।  
বিহিত আছয় মানাবিধ মন্ত্র যন্ত্র ॥  
সে সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগেতে ।  
কলিযুগে সে বিধান নহে কোনমতে ॥  
সত্যযুগে পাপহীন চারিপাদ ধর্ম ।  
ত্রেতাযুগে একপাদ প্রবেশে অধর্ম ॥  
দ্বাপরে দ্বিপাদ ধর্ম ত্রিপাদ অধর্ম ।  
বেদাচারে কুলাচারে করিতেন কর্ম ॥  
বেদাচার কর্মফলে সংসারেতে ভোগ ।  
কুলাচার কর্মেতে ঈশ্বরে হয় যোগ ॥



দুই ধর্ম সিদ্ধি ছিল সে সকল যুগে ।  
 কলিযুগে একপাদ ধর্মমাত্র ভোগে ॥  
 ভোগের প্রধান পঞ্চতত্ত্ব কুলাচারে ।  
 প্রকাশে নিষেধ নাই সত্য অনুসারে ॥  
 বেদমতে ধর্ম কর্ম পঞ্চাচার বাধ্য ।  
 কলিযুগে পঞ্চাচার মেরে অসাধ্য ॥  
 জলে জলচর যুত গোমাংস সম্ভব ।  
 মধুকৈটভের মাংসে শস্ত্রাদি উদ্ভব ॥  
 নিরাশ্রম্য বস্তু কিছু নাই পৃথিবীতে ।  
 পঞ্চাচার ভ্রষ্ট হয় কিঞ্চিদাহারেতে ॥  
 আহার ত্যজিলে পঞ্চাচার সিদ্ধি হয় ।  
 কিন্তু অনশনে প্রাণীর মরণ নিশ্চয় ॥  
 অতএব কলিযুগে পঞ্চাচার নাই ।  
 পঞ্চ তত্ত্বে শক্তিসেবা করহ সবাই ॥  
 ২৩০৩৭

আর দেখ দ্বিজ দেহে শান্ত ব্যতীত শৈব কিয়া বৈষ্ণব  
 বস্তু সম্ভবে না, ইহার কারণ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।

নির্বাণ তত্ত্বেতে উক্তি শিবের বচন ।  
 পদ্য ছন্দে তার অর্থ কৈনু বিবরণ ॥  
 চতুর্বেদে পূজিতে গায়ত্রীরূপী যিনি ।  
 বেদমাতা নাম তাঁর ত্রিবর্গদায়িনী ॥  
 সাবিত্রী পরমাবিদ্যা ত্রিলোকের মার ।  
 গ্রহণমাত্রেরে ভুদেবত্ব হয় তার ॥  
 জপ কৈলে নারায়ণ ভূল্য হয় নর ।  
 ব্রহ্মণ্যদেবের ভূল্য তার সমাদর ॥  
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য শূদ্র আদি ।  
 সামান্য বর্ণ শঙ্কর কন বেদবাদী ॥  
 সকল বর্ণের গুরু হয় সেই জন ।  
 বেঙ্গম সাবিত্রী বিদ্যা করয়ে গ্রহণ ॥

পূজা করিবেক নিত্য ব্রহ্মচর্যাচারে ।  
 বহু যত্নে ভক্তিভাবে বিভবানুসারে ॥  
 না পূজিলে অত্রাঙ্গণ হইবেক সেই ।  
 বেদবিধি ধর্ম্মে তার অধিকার নাই ॥  
 যেই দ্বিজ দশবার গায়ত্রী জপিবে ।  
 জন্মকৃত পাপ তার বিনাশ হইবে ॥  
 শতবার গায়ত্রী জপিবে যেই জন ।  
 পূর্ব জন্মার্জিত পাপ তাহার মোচন ॥  
 জপিবে গায়ত্রী যেই দশ শতবার ।  
 তিন জন্মকৃত পাপ বিনাশ তাহার ॥  
 তিন যুগ সত্য ত্রেতা দ্বাপর পর্য্যন্ত ।  
 কলিযুগে বেদমাতা অসাধ্য নিতান্ত ॥  
 লক্ষ জপে পুরস্কার করিবেন ষিনি ।  
 তাহাকে হবেন সিদ্ধা ত্রিবর্গদায়িনী ॥  
 ধর্ম্ম অর্থ কাম তিন বর্গের সাধন ।  
 চারি বেদ এইমন্ত্র মহাত্ম্য কারণ ॥  
 ব্রহ্মের যে রজ সত্ত্ব তমো তিন গুণ ।  
 তিন গুণে তিন ভাবে সাবিত্রী নিপুণ ।  
 প্রাতঃসমুদ্র্যাহ্নে সায়াহ্নে সন্ধ্যার বিধানে ।  
 জানেন সকল দ্বিজ গায়ত্রীর ধ্যানে ॥  
 কুমারী যুবতী বৃদ্ধা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ।  
 ত্রৈকালিক যোগে এক উদ্ধারেন জীব ।  
 শক্তির সেবক দ্বিজ গায়ত্রী গ্রহণে ।  
 দ্বিজ সর্ব্বেশাক্ত হন সেই সেকারণে ।  
 দ্বিজ দেহে শৈব বৈষ্ণবত্ব নাহি হয় ।  
 শক্তির সাধনে শাক্ত কি আর সংশয় ।  
 যে ছেড়ু কলিতে পশ্চাচার নাহি হয় ।  
 বামাচারে বেদমাতা অসাধ্য নিশ্চয় ॥

গন্ধর্ব তন্ত্ৰের লিপি শুন বিবরণ ।  
 দেবীর সাক্ষাতে যাছা কন ত্রিলোচন ॥  
 নাহি অক্তি হইতে উত্তম সাক্ষারেতে ।  
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে ত্রৈলোক্য মধ্যেতে ॥  
 অতএব শক্তির সাধক যে হইবে ।  
 কোনমতে অন্য দেব পূজা না করিবে ॥  
 যে হেতু শান্ত হইতে নাহিক উত্তম ।  
 অন্য পূজা করিলে সে হইবে অধম ॥  
 পতিত হইবে দেহ দেবীর নিকটে ।  
 তারিণীর কোপে মূঢ় পড়িবে শঙ্কটে ॥  
 অতএব ধর্ম অর্থ কাম তিন বর্গ ।  
 তাহাতে উপজে ফল সুখভোগ স্বর্গ ॥  
 বামাচার বিনা মোক্ষ কলিতে না হয় ।  
 সেই হেতু মহাবিদ্যা সাধ্যা সুনিশ্চয় ॥

### মুক্তি প্রকরণ ।

১৫শ প্রশ্ন । এই চরাচর জগত ব্রহ্মাণ্ড নখর, ইহ  
 শাস্ত্রকারেরাও কহিয়াছেন, এবং দৃষ্টও হইতেছে, এনিমি  
 অনাদি বলিয়া বোধ হইতে পারে না, তবে এই জগ  
 ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ?

১৫শ উত্তর ।—পয়ার ।

মুক্তি প্রকরণ যাছা নির্ঝাণ তন্ত্ৰেতে ।  
 প্রকাশ করেন শিব দেবীর সাক্ষাতে ॥  
 তাহার মথার্থ অর্থ পদ্য বিরচনে ।  
 বিস্তারিয়া বলি শুন সাধু সর্বজনে ॥  
 নিরাকার এক ব্রহ্ম বেদাগমে কন ।  
 স্বীয় শক্তি মায়াযোগে গুণবান হন ॥

মিশ্রণ হইয়া পুনঃ সঞ্চার নিশ্চিত ।  
 চণক আকার সেহ বস্কলে গোপিত ॥  
 বস্কলের মধ্যেতে সমান দুই ভাগ ।  
 প্রকৃতি পুরুষ দুই অংশে কামযোগ ॥  
 চিরদিন কামভোগে বহু সুখোদয় ।  
 তথাপি শক্তির ইচ্ছা পূর্ণ নাহি হয় ॥  
 বাসনা হইল বহু শরীর ধরিব ।  
 পুরুষ যোগেতে কাম সম্বোগ করিব ॥  
 সেই ইচ্ছাক্রমে অণ্ড প্রসবেন সতী ।  
 অণ্ড মধ্যে ঘিরাজেন পুরুষ প্রকৃতি ॥  
 অন্ত নাহি হয় অণ্ড ক্রমেতে উদয় ।  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞা তে কারণে হয় ॥  
 এক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত কিছু সব ।  
 ক্রমেতে বলিব সর্বের কর অনুভব ॥  
 অধভাগে সপ্তম পাতাল সংজ্ঞা হয় ।  
 উর্দ্ধে ক্রমে সপ্ত স্বর্গ জানিবে নিশ্চয় ॥  
 প্রথমে ভুলোক তদুর্দ্ধেতে ভুবলোক ।  
 স্বলোক তদুর্দ্ধে যথা বেদের অন্তক ॥  
 তদুর্দ্ধেতে মহালোক পরম সুন্দর ।  
 তদুর্দ্ধেতে জনলোক অতি ভয়ঙ্কর ॥  
 তদুর্দ্ধেতে তপলোক অতি সুশোভিত ।  
 তদুর্দ্ধেতে সত্যলোক পরম গোপিত ॥  
 সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্র সহ ।  
 চণক আকার দুই অংশে এক দেহ ॥  
 মহাজ্যোতির্ময় চন্দ্র সূর্যাগ্নি স্বরূপ ।  
 স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে হন নানা রূপ ॥  
 তৃণাদি দেব পর্য্যন্ত সাকার যতেক ।  
 ব্রহ্মাণ্ডের জীবসংখ্যা বর্ণিব কতেক ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সুরাসুরাদি কিন্নর ।  
 কীট পতঙ্গাদি পশু পক্ষ আর নর ॥  
 বৃহদ্রুক্ষাণ্ডের মধ্যে যত কিছু জীব ।  
 উপাধি বিভিন্ন সর্বের শক্তি আর শিব ॥  
 দলন্ত অগ্নির কণা নানা স্থান গতে ।  
 নানা নাম ধরে ক্রমে পাত্র বিশেষেতে ॥  
 বৃহদ্রুক্ষাণ্ডের মধ্যে যতেক বর্ণিত ।  
 জন্যদেহে সে সকল আছয়ে নিশ্চিত ॥  
 দেহে আর ব্রহ্মাণ্ডেতে কিছু ভেদ নাই ।  
 স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ মাত্র জানিবে সবাই ॥

ইহার বিশেষ প্রমাণ নির্বাণ তন্ত্রেতে উক্ত হইয়াছে  
 যথা ।—আকাশাদ্বায়তেবায়ু বায়ুরুৎপদ্যতেৱবি ।  
 রবেদ্রুৎপদ্যতে তৌয়ং তৌয়াদ্রুৎপদ্যতেমহী  
 পঞ্চভূতৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডা ভবেয়ুপৰ্ব্বতাত্মজৈ ॥

অস্বার্থ । আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, বায়ু  
 হইতে অগ্নির উৎপত্তি, অগ্নি হইতে জলোৎপত্তি হয়, জল  
 হইতে মৃত্তিকা অর্থাৎ পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে।  
 কিন্তু তদ্ব্যন্তরে কল্পনা করিয়া কহিয়াছেন যে, কে  
 একের ঞ্ণে উৎপত্তি নহে, পরস্পর পৈতৃক ঞ্ণ সংযোগে  
 দ্বারা ভূতাদির উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ কেবল আকাশ হইতে  
 বায়ুর উৎপত্তি, আকাশ এবং বায়ু উভয়ের সংযোগে অগ্নি  
 উৎপত্তি, আকাশ বায়ু এবং অগ্নির সংযোগে জল  
 উৎপত্তি হয়, আকাশ বায়ু অগ্নি এবং জল এই চতুর্ভূত  
 সংযোগে পৃথিবী উৎপন্ন হয় । ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, আকাশের  
 ঞ্ণ শব্দ, সূক্ষ্ম বায়ুর ঞ্ণ স্পর্শ, সূক্ষ্ম অগ্নির ঞ্ণ  
 রূপ, সূক্ষ্ম জলের ঞ্ণ রস এবং সূক্ষ্ম পৃথিবীর ঞ্ণ গন্ধ  
 কিন্তু পরস্পর পৈতৃক ঞ্ণের অনুরক্তি বশতঃ ঐ ভূত

শব্দগুণ রুদ্ধি হয়, যেহেতু কেবল শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশ,  
 এবং স্পর্শ গুণদ্বয়বিশিষ্ট বায়ু, শব্দ স্পর্শ এবং রূপ এই  
 গুণত্রয়বিশিষ্ট অগ্নি, শব্দ স্পর্শ রূপ এবং রস এই চতুর্গুণ-  
 বিশিষ্ট জল, শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ এতৎ পঞ্চগুণা-  
 ধৰী, ইহার অন্যথা নাই। অতএব ঐ পঞ্চ ভূতের দ্বারা  
 দেহ উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য ইন্দ্রিয় সকলও তত্তৎগুণের  
 দ্বারা হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ আকা-  
 শ অংশে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, একারণ শব্দগ্রাহক  
 হইয়াছে। বায়ুর সত্ত্বাতে স্পর্শ অর্থাৎ চর্ম্মের উৎ-  
 পত্তি, একারণ চর্ম্মে স্পর্শশক্তি হইয়াছে। অগ্নির সত্ত্বাতে  
 রূপ উৎপত্তি, এজন্য চক্ষু রূপগ্রাহক হইয়াছে। জলের  
 সত্ত্বাতে রসনার উৎপত্তি, তন্নিমিত্ত রসগ্রাহক রসনা হই-  
 য়েছে। পৃথিবীর সত্ত্বাতে নাসিকার উৎপত্তি, এই জন্য  
 নাসিক গ্রাহক নাসিকা হইয়াছে। অতএব এই জগৎ  
 পাণ্ড এক চৈতন্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই  
 চৈতন্যের অস্তিত্ব বিষয়ে এই মাত্র কল্পনা করা হয়,  
 তীত তাঁহার অস্তিত্ব প্রত্যয় হয় না। সুতরাং চৈতন্য-  
 এক পুরুষ আছেন, ইহা সর্বদেশীয় সর্বশাস্ত্র সম্মত,  
 যুক্তিসিদ্ধ। এক্ষণে জীবোৎপত্তির বিবরণ বর্ণন  
 তেছি শ্রবণ কর।

পয়ার ।

জীবের নিয়ম যাহা মূলে দরশন ।

তাহার প্রকৃত অর্থ শুন বিবরণ ॥

প্রথমে স্থাবর লক্ষ বিংশতি জনম ।

জলজন্তু নব লক্ষ তদন্তু নিয়ম ॥

একাদশ লক্ষ জন্ম কুমি তদন্তুরে ।

দশ লক্ষ পক্ষী জন্ম হয় তার পর ॥

তদন্তরে পশু জন্ম ত্রিশ লক্ষ ভোগ ।  
 চতুলক্ষ বানর বানরী সহযোগ ॥  
 ইত্যাদি চতুরশীতি লক্ষ জন্ম গতে ।  
 মনুষ্য জনম হয় ঈশ্বর ইচ্ছাতে ॥  
 ক্রমেতে চতুরশীতি লক্ষ জন্ম হয় ।  
 ঈশ্বর ঘটিত জন্ম স্বধর্মেতে ক্ষয় ॥  
 তদন্তরে মনুষ্য দুর্লভ জন্ম পায় ।  
 ধর্মাধর্ম্য পাপ পুণ্য বিচার তাহায় ॥  
 কর্মপাশে বদ্ধ হয়ে সংসারেতে ঘোরে ।  
 পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় পুনঃ পুনঃ মরে ॥  
 চৌরাশী লক্ষ আর সহস্র জনম ।  
 করিবে দেহ ধারণ এই সে নিয়ম ॥  
 তদন্তরে হবে তার নির্বান মুকতি ।  
 লিঙ্গার্চন তন্ত্রে কন দেব পশুপতি ॥  
 জন্ম পূর্ণ না হইলে মোক্ষ নাহি তার ।  
 স্বর্গভোগ নাহি হয় পাপ আছে যার ॥  
 জন্ম পূর্ণ না হইতে মুক্তি ইচ্ছা যার ।  
 দীক্ষিত হইয়া যদি করে বীরাচার ॥  
 শক্তি সাধনের ফলে ব্রহ্মভাস হইবে ।  
 নির্বান মুকতি তার নাহিক সংশয় ॥  
 অতএব শক্তি বিনা মুক্তি নাহি হয় ।  
 সযতনে শাস্তি ধর্ম করহ আশ্রয় ॥

—  
 দেহীর পুনর্জন্ম কথনৎ ।

১৬শ প্রশ্ন । এ দেহের পতনান্তে জীবের অন্য  
 হওয়ার প্রমাণ কি ?

১৬শ উত্তর । প্রাণী সকলের সুখ দুঃখের তারতম্য  
 তাহার প্রমাণ । দেখ কোন মনুষ্য রাজকুলে জন্ম

করিয়া, জাবজ্জীবন নানাবিধ সুখ সন্তোষ করত সচ্ছন্দ-  
 চিত্তে পরলোক গমন করে, কেহ বা সুদারিদ্রের গৃহে,  
 এবং কেহ বা নীচ বংশে জন্মিয়া যাবজ্জীবন অপার দুঃখ-  
 ভোগ করে। এবং কোন কোন লোক জীবনের নানা অবস্থায়  
 এবং নানা ফেরে পতিত হয়, কেহ বা সাতিশয় সুস্থ্যাবস্থায়  
 দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া যায়, কাহাকে কাহাকেও বা চির-  
 কাল রোগ ভোগ করিতে হয়। কোন পশু বা পক্ষী  
 স্বাধীনাবস্থায় সুখে অরণ্যে বিচরণ করে, কেহ বা নিষ্ঠুর  
 মনুষ্যের দাস হইয়া অসীম কষ্ট সহ করে। এই  
 সকল বিচিত্র ঘটনার কারণ পূর্বজন্মের পাপ পুণ্য ব্যতীত  
 আর কিছুই হইতে পারে না, কেন না পরম কারুণিক  
 পরমেশ্বর যে, একের প্রতি অনুগ্রহ এবং অন্যের প্রতি  
 নিগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবে না। বিশেষতঃ  
 সামুদ্রিক বিদ্যাকুশল ব্যক্তির করকোষ্ঠী দৃষ্টে লোকের  
 শুভাশুভ, এবং জন্ম মরণাদি তাবৎ বিবরণ অবগত হইতে  
 পারেন, যদি জীবের পূর্বদেহ স্বীকার না করা যায়, তবে  
 করে কোষ্ঠী লিখিত থাকার কারণ কি বলা যাইতে পারে ?  
 অনন্তর ইহাও কদাচ সম্ভব হইতে পারে না যে পরমেশ্বর  
 গাণের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার করেন না। এবং  
 ভৌতিক দেহ ব্যতীত ঐ দণ্ডাদির ভোগও সম্ভবে না, ইহা  
 বাইবেল এবং কোরাণেও অস্বীকার করিতে পারেন নাই,  
 বরং কথিত উভয় ধর্মশাস্ত্রের লিখনের মর্ম গ্রহণ করিলে,  
 অস্মাদির শাস্ত্রোক্ত পুনর্জন্ম ঘটিত মতের সম্পূর্ণ পোষ-  
 কতাই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাতে এইরূপ লিখিত  
 আছে যে, মানব দেহের পতনান্তে আত্মাসকল স্ব স্ব কর্ম্ম-  
 নুসারে স্বর্গে বা নরকে গিয়া পৃথিবীর চরমাবস্থা পর্যন্ত  
 সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে, পরে শেষ দিবসে পরমেশ্বর  
 সেই সকল আত্মা যে যে শরীরে ছিল, তাহা হস্তিকা-



বিবর অর্থাৎ কবর হইতে উত্তোলন করিয়া প্রত্যেক আত্মাকে তৃতীয় দেহে প্রবিষ্ট করাই দিয়া তাহাদের পাপ পুণ্যের বিচার করত প্রতিফল প্রদান করেন, ইহাতে পুনর্জন্ম স্বীকারের ব্যভিচার কি আছে ? কেন না ভৌতিক দেহ যুক্তিকা মধ্যে থাকিলে কিছুকাল পরে তাহা যে যুক্তি-কাই হয় ইহার কোন সন্দেহ নাই, এ বিষয় শেষ দিনে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটা নূতন দেহের উৎপত্তির প্রয়োজন সহজেই অনুমিত হইতেছে, এবং পূর্বজন্মের তাৎপর্য পুনর্দেহ হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং যদিও অস্মদাদির শাস্ত্রের সহিত ঐ ঐ শাস্ত্রের শব্দগত ভেদ দৃষ্ট হয়, তথাচ তাৎপর্যের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র নাই। অধিকন্তু ভগবদ্গীতার ১৭ ও ১৯ পৃষ্ঠায় দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শ্লোক দৃষ্ট কর ।

—  
 ত্রিভীকৃৎ কর্তৃক আগম প্রচার ।

১৭শ প্রশ্ন । সংসারে আগমোক্ত আচার ব্যবহার কি প্রকারে প্রচার হইল ?

সপ্তদশ উত্তর ।—পয়ার ।

গোলোকেতে মহাবিকু রাধিকা সহিত ।

দ্বাপরের অন্ত দেখি পরম চিন্তিত ॥

কহেন রাধিকা প্রতি চারি যুগ ধর্ম ।

যে যুগে যে ব্যবহার যেমতে যে কর্ম ॥

মতযুগে বেদাচারে মর্ত্যবাসীলোকে ।

সম্মিতি পরমেশ্বরে পরম কৌতুকে ॥

ত্রেতাযুগে স্মৃতিমতে করিত সাধন ।

পিতৃশ্রাদ্ধ যাগ যজ্ঞ দেবাদি পূজন ॥

দ্বাপরেতে পুরাণের মতে সর্ব নর ।

করিত সকল কর্ম হ্রিষ অন্তর ॥

সফল হইত কৰ্ম্ম সুখে ছিল লোক ।  
 না ছিল অকাল মৃত্যু না পাইত শোক ॥  
 দ্বাপর হইলে সাঙ্গ কলিযুগ হবে ।  
 বেদ স্মৃতি পুরাণোক্ত কৰ্ম্ম না করিবে ॥  
 আগমোক্ত কৰ্ম্ম ধৰ্ম্ম যমন যাজন ।  
 পিতৃশ্রাদ্ধ যাগ যজ্ঞ ভজন সাধন ॥  
 করিলে হইবে সিদ্ধি পাবে কৰ্ম্ম কল ।  
 অন্যমতে কৰ্ম্ম কৈলে হবে অমঙ্গল ॥  
 মতবানী আগমে না করিবে বিশ্বাস ।  
 কদাচারে কৰ্ম্মলোপে হবে বর্ণ নাশ ॥  
 কৰ্ম্মে ধৰ্ম্মে আচারে জাতির পরিচয় ।  
 একাচারী সৰ্ব্ব বর্ণে হইবে নিশ্চয় ॥  
 অতএব যুগধৰ্ম্ম পালন কারণ ।  
 জন্মেছেন যদুবংশে রোহিণীমন্দন ॥  
 আগমোক্ত কুলাচার প্রকাশ্য রূপেতে ।  
 পালিবেন যদুশ্রেষ্ঠ পরমানন্দেতে ॥  
 মদ্য মাংসাদি ভোজনে হৈয়ে আনন্দিত ।  
 করিবেন কৃষিকৰ্ম্ম গোপের সহিত ॥  
 সেহেতু তাঁহার নাম হবে হনুধর ।  
 মহাবীর ভাব শিবতুল্য কলেবর ॥  
 পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে শক্তি সাধন প্রধান ।  
 কিন্তু সে সাধন পরমাত্ম গোপ্যমা ন ॥  
 পরশক্তি যোগ ভিন্ন গোপন না হয় ।  
 তুমি আমি মর্ত্যলোকে চল সুনিশ্চয় ॥  
 মর্ত্যলোক কৰ্ম্মভূমি কৰ্ম্ম কৈলে নর ।  
 ভোগে কৰ্ম্মফল প্রাপ্তি সৰ্ব্ব সিদ্ধেশ্বর ॥  
 তোমাকে সেবিব আমি সিদ্ধির কারণ ।  
 আমাকে সেবিবে তুমি নাহিক কারণ ॥

এক কর্ষে দুই জন সফল হইব ।  
 সিদ্ধ হয়ে দোহে পুনঃ গোলোকে আসিব ॥  
 আমরা উভয়ে কুলাচার আচরিলে ।  
 সেইমত অনুগামী হইবে সকলে ॥  
 এত বলি রাখাক্ষ গোলোক ত্যজিয়া ।  
 আগম পালন হেতু শরীর ধরিয়া ॥  
 কলিযুগে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ অষ্টমীতে ।  
 অষ্টাবিংশতি দিবসে পঞ্চম রাত্রেতে ॥  
 আবিভূত হন কৃষ্ণ দেবকীনন্দন ।  
 কলিযুগে বামাচার করিতে পালন ॥  
 ব্রহ্মপুরাণেতে আছে প্রমাণ ইহার ।  
 পদ্যছন্দে তার অর্থ হইল প্রচার ॥  
 ষড়ায় বিবরণ হইল যখন ।  
 আগম শঙ্কর্য দেবী সুধান ভখন ॥  
 তাহাতে বলেন শিব আগমার্থ যাহা ।  
 সর্বজন জ্ঞাপনার্থে প্রকাশিলু তাহা ॥  
 আগত শিবের মুখে গত গৌরীমুখে ।  
 মত প্রকাশেন বাসুদেব সকৌতুকে ॥

---

মহামায়ার সাধনাবশ্যক ।

তন্ত্রসারে উক্ত আছে শুন তার মর্ম্ম ।  
 যে কারণে আবশ্যক হয় শাক্ত ধর্ম্ম ॥  
 মায়ায় মোহিত লোক ভ্রময়ে সংসারে ।  
 সদস্য অনুভব করিতে না পারে ॥  
 যাহা ত্যাগ হেতু মহামায়ার সাধন ।  
 মহামায়া সাধন আশ্চর্য্য বিবরণ ॥  
 বৈদিকি আচার যাহা আছে বিহিত ।  
 মহামায়া সাধনে তাহার বিপরীত ॥

বৈদিক আচারে নিরামিষ্য অত্যাচার ।  
 মহামায়া সাধনে আগম কুলাচার ॥  
 নিষেধ বিধি নাহি তার সকলি স্বধর্ম ।  
 দিব্য বীরভাবে করিবেক সর্ব কর্ম ॥  
 সদা রু নিকটে ক্রম দীক্ষিত হইয়া ।  
 পূর্ণাভিষেকেতে দিব্য বীরভাবাপ্রিয়া ॥  
 মহামায়া সাধন করিবে যেই নর ।  
 কর্মাতীত জীবমুক্ত দ্বিতীয় শঙ্কর ॥  
 দেহ ত্যাগে পুনঃ তার জন্ম নাহি হয় ।  
 নির্ঝণ মুক্ত সেই জন নাহিক সংশয় ॥

### দশ মহাবিদ্যার উপাখ্যান ।

১৮শ প্রশ্ন । মহামায়ার ভাবার্থে শক্তিদেবী মাত্রেই বুঝায়, তবে তন্ত্ৰেতে দশ মহাবিদ্যার যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহার কারণ কি ? আর তন্মধ্যে কোন্ দেবী আশু মুক্তিদাত্রী, এবং তাঁহার সাধনার প্রণালীই বা কি প্রকার ?

### ১৮শ উত্তর ।—পয়ার ।

বিদ্যোৎপত্তি তন্ত্ৰে যাহা শিবের বচন ।  
 তাহার যথার্থ অর্থ করহ শ্রবণ ॥  
 মহাবিদ্যা কালী তারা একই শরীর ।  
 সাধনে পরম পদ পায় দিব্য বীর ॥১॥  
 ষোড়শী ত্রীবিদ্যা আর ভৈরবী ভুবনা ।  
 ছিন্নমস্ত্র ধুমাবতী বিদ্যা পঞ্চজনা ॥  
 সিদ্ধিবিদ্যা বগলা মাতঙ্গী লক্ষ্মী তিন ।  
 ধর্মফলে নাম ভেদ বুঝিবে প্রবীণ ॥  
 সরস্বতী শ্বেতবর্ণা কন বেদাগমে ।  
 সত্য আদি চারি যুগে বর্ণভেদ ক্রমে ॥

সত্যে শুক্লা ত্রেতা রক্তা পীতা দ্বাপরেতে ।  
 কলিমুগে কৃষ্ণবর্ণা আগমের মতে ॥  
 নীলবর্ণা সাধনেতে বাক্যসিদ্ধি হয় ।  
 নীল সরস্বতী নাম তে কারণে কয় ॥  
 সংসারের জীব জ্ঞান করেন যাহাতে ।  
 তারিণী তারার নাম কহেন তাহাতে ॥ ২ ॥  
 শৃঙ্গার বিহীনে জন্ম সুন্দরীর হয় ।  
 তে কারণে নিশ্চল্য ষোড়শী বিদ্যা কয় ॥  
 সাধকের ত্রী প্রদান করেন যাহাতে ।  
 মেহেতু ত্রীবিদ্যা নাম কহে আগমেতে ॥ ৩ ॥  
 ভুবন পালনকর্ত্রী ভুবনেশী নাম ।  
 উৎপত্তি পালন দুই গুণে অনুপাম ॥  
 বিনাশে নাহিক শক্তি মহামায়া য়েই ।  
 ধর্ম অর্থ কাম তিন বর্গ দাত্রী তেই ॥ ৪ ॥  
 কাল ভৈরবের ভার্য্যা দুঃখবিনাশিনী ।  
 ভৈরবী তাঁহার নাম কন শূলপাণি ॥  
 সৃষ্টি স্থিতি নাশ তিন শক্তি একাধারে ।  
 প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নকাল অনুসারে ॥ ৫ ॥  
 রজ সত্ত্ব তমো তিন গুণে মহামায়া ।  
 আত্ম শিরচ্ছেদিয়া পালেন ভক্ত-কায়া ॥  
 ছিন্নমস্তা নাম প্রকাশিত ত্রিজগতে ।  
 প্রচণ্ড চণ্ডীকা নাম হয় আগমেতে ॥ ৬ ॥  
 ধূম্রানুর বিনাশ করেন যবে দেবী ।  
 ধূম্রাবতী নাম হয় সর্ব দেব সেবি ॥  
 ধূম্রাকারে সাধকেরে দেন চতুর্বর্গ ।  
 ধর্ম অর্থ কাম আর জীবনান্তে স্বর্গ ॥ ৭ ॥  
 জগৎজননী মাতা জননী সমান ।  
 নানা সুখ ভোগ যোক্ত সাধকে প্রদান ॥

বকার বরুণবীজ জীবের জীবন ।  
 জল হৈতে চরাচর সৃষ্টির সৃজন ॥  
 গকার শক্তির যোনি জন্ম যাহাতে ।  
 যোনি সাধনেতে সিদ্ধি বলেন তাহাতে ॥  
 নকার পৃথিবীবীজ ধরণীমণ্ডল ।  
 যাহাতে আশ্রয় করি পায় কর্মফল ॥  
 আকার চৈতন্যকারী জ্ঞানপ্রদায়ক ।  
 বগলা নামের গুণ বুঝ সাধক ॥ ৮ ॥  
 মদমত্তা মদা দেবী সর্বাপত্তারিণী ।  
 মাতঙ্গী প্রসিদ্ধ মাতঙ্গাসুরনাশিনী ॥ ৯ ॥  
 বৈকুণ্ঠ নগরে বাস করেন যাহাতে ।  
 কমলা নামেতে পূজ্য হয়েন তাহাতে ॥  
 লক্ষ্মীরূপে পাতালেতে করেন নিবাস ।  
 নানা শাস্ত্ররূপে পুনঃ হয়েন প্রকাশ ॥  
 বৈশ্যের সেবিতা দেবী শাস্ত্রনিবাসিনী ।  
 কৃষি সাধনেতে ভূমে উদ্ভবা আপনি ॥  
 ব্রহ্মচর্য সাধন করয়ে যেই জন ।  
 তাহারে বৈমুখ লক্ষ্মী সেই সে কারণ ॥ ১০ ॥  
 এই দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধিবিদ্যা নাম ।  
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পূর্ণ সর্ব কাম ॥  
 নানা ভোগ অভিলাষী মনুষ্য যাহাতে ।  
 এক ব্রহ্ম নানা রূপে প্রকাশ তাহাতে ॥  
 যে সাধক যাহা মনে কামনা করিল ।  
 সেই ভোগ জন্য সেই দেবতা ভজিবে ॥  
 তাদৃশ তাঁহার দত্ত ফল ভোগ করি ।  
 নিষ্কাম হইলে মুক্তি কন ত্রিপুরারি ॥  
 নির্ধনে রূপে পরধর্মচারী জনে ।  
 পাষণ্ডে নিন্দ্রকে শঠে অভক্তে নিষ্ঠুরে ॥

আত্মাহীনো নিজ পুত্রে মহাবিদ্যা ধন ।  
 দেখাবে না শুনাবে না শিবের বারণ ॥  
 মোহক্রমে নিষেধ না মানো যদি মর ।  
 শিবহত্যা পাপ তার হইবে সত্ত্বর ॥

### কালী-মাহাত্ম্য ।

বিদ্যা, মহাবিদ্যা, সিদ্ধিবিদ্যা তিন জাতি ।  
 নানাবিধ বিদ্যা ইহাঁদের অন্তঃপাতি ॥  
 তিনযুগে সকলে ছিলেন ফলদাতা ।  
 ঘোর কলিযুগে নিদ্রাগতা সর্বমাতা ॥  
 একা মহাকালী মাত্র জাগ্রতা কলিতে ।  
 তাঁহার সাধনা বিধি পঞ্চ তত্ত্বাদিতে ॥  
 কলিযুগে কালী ভিন্ন কার্য্য করে যেই ।  
 ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞে কিছু ফল নেই ॥  
 কলিযুগে কালীকা সাধয়ে যেই জন ।  
 সদসৎ বিচারেতে নাহি প্রয়োজন ॥  
 কলিতে সুসিদ্ধা একা কালীকা কেবলা ।  
 চরাচরব্যাপিনী সে কালীকা একেলা ॥  
 একা কালী কলিযুগে সর্ব বরপ্রদা ।  
 কলৌ কালী সিদ্ধিবিদ্যা সুখদা মোক্ষদা ॥  
 কলিযুগে অন্য বিদ্যা নাই কদাচিত ।  
 অন্য বিদ্যা নাই নাই নাই সুনিশ্চিত ॥  
 কলিযুগে কালী সিদ্ধাবরপ্রদায়িনী ।  
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ নির্বাণকল্পরিণী ॥  
 কালী ভিন্ন অন্য দেব যে করে সাধন ।  
 অমল শক্তিতে রতি সন্তোষ যেমন ॥  
 কালী ভিন্ন যেই জন মোক্ষ ইচ্ছা করে ।  
 গুরু বাক্য ত্যজি সিদ্ধ হয় যথা নরে ॥

কালী ভিন্ন রাজ্যধন ইচ্ছা করে যেই ।  
 ভোজ্য ত্যজে ক্ষুন্নিয়ত্তি ইচ্ছা করে সেই ॥  
 সেই নর ধন্য জ্ঞানী দেবের পূজিত ।  
 সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সেই সুদীক্ষিত ॥  
 সুখী সাধু বেদবেত্তা হয় সেই জন ।  
 সেই ধ্যাননিষ্ঠ সর্বানন্দপরায়ণ ॥  
 ত্রৈলোক্যবিজয়ী হয় অমায়াসে সেই ।  
 কার্য অকার্য বিচার কিছু তার নেই ॥  
 যে জন কালীকা জ্ঞানে পূজা করে শক্তি ।  
 জীবন্তে শিবত্ব জীবমান্তে পায় মুক্তি ॥  
 সদাকুর নিকটে কালীমন্ত্র যেই পায় ।  
 গ্রহণমাত্রাতে তার পূর্ব পাপ যায় ॥  
 ধর্ম অধর্মাদি যত করয়ে সাধক ।  
 কালীকা সদত হন কর্ম বিনাশক ॥  
 অনন্তরূপিণী কালী চতুর্ভুজদাত্রী ।  
 ত্রৈলোক্যজননী নিত্য পালিকা সংহর্ত্ত্রী ॥  
 স্বর্গাদি ঐশ্বর্য নিত্য দেন সাধকেরে ।  
 নিকর্ষণ মুকতি দেন কুলীন দিব্যেরে ॥  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি করিয়া যতন ।  
 যন্তকে ধরেন কালীচরণ-রতন ॥  
 কলিতে কালীকা একা সর্বসিদ্ধেশ্বরী ।  
 অকর্ম্ম অন্য সকল ঈশ্বর ঈশ্বরী ॥  
 শান্তি বৈশ্য স্তম্ভন বিদ্বেষ উচ্ছাটন ।  
 যারূ প্রভৃতি যত বটকর্ম্ম সাধন ॥  
 সর্ব কর্ম্মে সফলতা কালীর সাধনে ।  
 কালী ভিন্ন ফলদাত্রী নাহি ত্রিভুবনে ॥  
 কালীকা পূজনে শ্রদ্ধাবান যেই নর ।  
 গ্রহপীড়া নাহি শিবতুল্য কলেবর ॥



অনন্তরূপিণী বিদ্যা শিবের কথিত ।  
 সর্বশ্রেষ্ঠ কালীবিদ্যা জানিবে নিশ্চিত ॥  
 অধম যদ্যপি কালীমন্ত্রে দীক্ষা হয় ।  
 বর্তমানে জীবমুক্ত নাহি ভব উয় ॥  
 ত্রৈলোক্যে দুর্লভা একা কালী মহাবিদ্যা ।  
 ষট্ স্বর্গনিবাসী যত সকলে অসিদ্ধা ॥  
 কালীকে জানিলে জীবমুক্ত হয় নর ।  
 শিবতুল্য মৃত্যুঞ্জয় সর্ব সিদ্ধেশ্বর ॥  
 শুদ্ধাশুদ্ধ চিন্তা নাই সাধনে যাহার ।  
 মিত্রামিত্র দুষণাদি নাহিক বিচার ॥  
 পরিশ্রম দেহকষ্ট নাহিক সাধনে ।  
 অসময় সময়াদি শরীর শোষণে ॥  
 ধনব্যয় বাহুল্যতা আবশ্যক নাই ।  
 সর্ব মনস্কামনা পূরণ মহামায়ী ॥  
 সর্বসিদ্ধি হস্তগত কালী সাধকের ।  
 জিহ্বা অগ্রে সরস্বতী বৈসে সে নরের ॥  
 গদ্য পদ্য কবিতা রচয়ে অনারাসে ।  
 বিপক্ষ দুর্বল তার লক্ষ্মী স্থিরাবাসে ॥  
 রাজা হন দাস তুল্য কালীর ক্রপায় ।  
 রাত্রিকে করয়ে দিবা রজনী দিবায় ॥  
 সর্বজন বশীভূত হয় আজ্ঞাকারী ।  
 আর যত গুণ কত বর্ণিবারে পারি ॥  
 নামা শুধু সন্তোষ করিয়া চিরকাল ।  
 দেবী সঙ্গে করে বাস তুল্য মহাকাল ॥  
 সর্ব জীবের জীবন ঐসেন মহাকাল ।  
 কালকে ঐসেন কালী নাশি মায়াজাল ॥  
 অতএব কলিযুগে কালীমন্ত্র সার ।  
 পঞ্চতন্ত্রে উপাসনা কর কুলাচার ॥

তত্ত্ব জ্ঞান কথনং ।

১৯শ প্রশ্ন । পঞ্চ তত্ত্ব কাহাকে বলা যায় ? এবং সেই উপাসনাই বা কি প্রকার ?

১৯শ উত্তর । মহানিৰ্বাণ তন্ত্বে একাদশ পটলে যথা—  
ত্রীদৈব্যুবাচ ।

ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব পবিত্রাহং নচান্যথা ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বজ্ঞানং সুদুর্লভং ॥

মহাদেবের প্রতি পার্শ্বতীর উক্তি ।

অন্ত্যর্থ । হে দেবাদিদেব মহাদেব ! তোমার প্রসাদে আমি পবিত্র হইয়াছি, অর্থাৎ নানা শাস্ত্রার্থ শ্রবণে মনো-  
মালিন্য বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সুদুর্লভ যে তত্ত্বজ্ঞান,  
তাহাই আশু শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং পরমদুর্লভং ।

শ্রুত্বা গোপয় যত্ত্বেন স্বযোনিমিব সূন্দরি ॥

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্তং মুদ্রাং মৈথুনমেবচ ।

পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নিৰ্বাণমুক্তিহেতবে ॥

অন্ত্যর্থ । মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! ঔহাতি-  
গুহ পরম দুর্লভ যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা বলিতেছি শ্রবণ  
কর । কিন্তু ইহা স্বীয় যোনিতুল্য গোপন করিতে যত্ন  
করিবে । মদ্য, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা এবং মৈথুন, এই পঞ্চ  
তত্ত্ব নিৰ্বাণমুক্তির অর্থাৎ অব্যাহতির কারণ ।

তথা । অষ্টৈশ্বৰ্য্যং পরং যোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে ।

মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ ।

মৎস্তভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষমাপ্নুয়াৎ ।

মুদ্রাসেবনমাত্রেন ভূপূজ্য বিষ্ণুরূপধ্বক্ ।

মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥

অস্বার্থ । হে পার্শ্বতি ! মদ্য সেবন করিলে সাধকে  
অষ্টৈশ্বর্য্য, পরম যোক্ষ লভ্য হয় । মাংস সেবন করিলে  
সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য বিশুদ্ধচিত্ত হয়, আর মৎস্য সেবনে  
কালী প্রত্যক্ষ হয়, মুদ্রাসেবন ফলে বিষ্ণুতুল্য হইবে  
পৃথিবীতে পূজ্য হয়, আর মৈথুন সেবায় মাদৃশ মহাযোগী  
হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

তথা । তদ্ব্রান্তরেসু দেবেশি ময়েব কথিতংপুরা ।

মাহাত্ম্যাক্যস্য ধর্ম্মস্য বিস্তারেণ মহামতে ॥

তত্ত্বজ্ঞানমিদং কাস্তে নির্বাণমুক্তিকারণং ।

একত্র পঞ্চতত্ত্বঞ্চ যত্রৈব মিলিতং ভবেৎ ॥

তত্রৈবাহং প্রগচ্ছামি তে নরা মৎসমাঃ সদা ।

সা নানী কালিকারূপা যুতে তস্যাত্ প্রলীয়তে ॥

যে নরাঃ সাধুরূপাশ্চ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণাঃ ।

জীবমুক্তাশ্চ তে প্রোক্তা ব্রহ্মরূপা নচান্যথা ॥

অস্বার্থ । হে দেবেশি ! অন্যান্য তন্ত্রেতে আমি  
এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বলিয়াছি যে, তত্ত্বজ্ঞানই  
নির্বাণমুক্তির কারণ, আর যে স্থানে ঐ পঞ্চতত্ত্ব এক-  
ত্রিত হয়, সেই স্থানে আমি সর্বদা অধিষ্ঠান করি, এবং  
সেই পঞ্চতত্ত্বসাধক সর্বদা আমার তুল্য, আর সেই শক্তি  
জীবসত্ত্বে কালীরূপা, এবং দেহান্তে কালীদেহে লয় হয়,  
আর তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ যে সাধক সেই জীবমুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ,  
তাহাতে কিছুমাত্র অন্যথা নাই ।

তথা । সাযুজ্যাদি মহামোক্ষং নিযুক্তং কত্রিয়াদিসু ।

ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি তত্ত্বপরায়ণঃ ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং পরতত্ত্বে প্রলীয়তে ॥

এথাতোয়ং তোয়মধ্যে লীয়তে পরমেশ্বরী ।  
 তত্রৈব তত্ত্বসেবায়ং লীয়তে পরমাত্মনি ॥  
 ইতি তে কথিতং কান্তে তত্ত্বজ্ঞানং বিমোক্ষদং ।  
 যেন জ্ঞান প্রসাদেন মোক্ষসিদ্ধিনঃ সংশয় ॥

অস্বার্থ । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই তিন বর্ণে  
 পঞ্চতত্ত্ব সেবা করিলে, সায়ুজ্য, সারূপ্য এবং সালোক্য  
 এই ত্রিবিধ মোক্ষের পাত্র হইবে, আর ব্রাহ্মণে পঞ্চতত্ত্ব  
 সেবা করিলে, পরতত্ত্বে লীন হইবেক । যদ্রূপ জলে জল  
 মিশ্রিত হইলে লয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পঞ্চতত্ত্ব সেবার  
 ফলে জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় । হে কান্তে !  
 য জ্ঞান প্রসাদে নিশ্চিত মোক্ষসিদ্ধি হয়, তাহা আমি  
 তোমার নিকট বলিলাম, এই বাক্য সত্য সত্য পুনঃ সত্য  
 গনিবে । তন্মাত্তরে আর একটী ইতিহাস স্বরূপ লিখিত  
 হইয়াছে তাহাও পদ্যছন্দে বলিতেছি শ্রবণ কর ।

শুকদেবোপাখ্যান ।

লঘু-ত্রিপদী ।

বৈশাখ মাসেতে, রজনীযোগেতে,  
 পূর্ণচন্দ্র সুশোভনে ।  
 কৈলাস শিখরে, রত্নময় ঘরে,  
 হরগৌরী দুই জনে ॥  
 নানা রস রঙ্গে, কৌতুক প্রসঙ্গে,  
 সুখেতে বঞ্জন মিশি ।  
 করিয়া বিহার, আনন্দ অপার,  
 গৌরী বামভাগে বসি ॥

মায়া বাক্যহলে, অনেক কৌশলে,  
জিজ্ঞাসেন দিগম্বরে ।

করি প্রণিপাত, শুভ প্রাণনাথ,  
কোভিত আছি অন্তরে ॥

বেদাগম যত, বলিয়াছ কত,  
শুনিয়াছি বহুতর ।

কর্মকাণ্ডময়, নির্বাণ না হয়,  
ভোগ বাড়ে নিরন্তর ॥

ভোগাতীত হয়, তব দেহে লয়,  
কিয়া আমার শরীরে ।

সেই উপদেশ, কহ সবিশেষ,  
না জিজ্ঞাসি যেন কিরে ॥

যদি মিথ্যা বল, নারী জ্ঞানে ছল,  
পূর্বে জাম আমি সতী ।

ভোগিব দেহ, নাহিক সন্দেহ,  
সত্য সত্য পশুপতি ॥

শুনি ত্রিলোচন, সজল লোচন,  
কহেন গৌরীর আগে ।

জিজ্ঞাসিলে যাহা, সত্য কব তাহা,  
শুন গৌরী মহাভাগে ॥

যদি মিথ্যা কই, তোমা হারা হই,  
সত্য সত্য এই বাণী ।

এতুক বলিয়া, পথ করিয়া,  
কহিছেন শূলপাণি ॥

তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি, এই মম উক্তি,  
বেদাগমে প্রকাশিত ।

সেই তত্ত্বজ্ঞান, অতি গোপ্যমান,  
কহিলাম সুনিশ্চিত ॥

যে পাবে সে জ্ঞান, তাহার নির্বাণ,  
 সংশয় নাহিক তার ।  
 করিলে প্রকাশ, লোকে উপহাস,  
 নির্বাণ ফল না পায় ॥  
 মদ্য মাংস মীন, মুদ্রা শাস্ত্রাধীন,  
 মকার চতুর্থ এই ।  
 মৈথুন সহিত, পঞ্চম বিহিত,  
 মকার পঞ্চম সেই ॥  
 এই পঞ্চ তত্ত্ব, সেবিলে শিবত্ব,  
 মরিলে নির্বাণ মুক্তি ।  
 বেদ পুরাণেতে, প্রকাশ্য রূপেতে,  
 নাহি করি আমি উক্তি ॥  
 কাষ্ঠের মধ্যেতে, অগ্নি যে রূপেতে,  
 আছয়ে জান নিশ্চিত ।  
 সে অগ্নি প্রকাশ, না হৈলে বিশ্বাস,  
 নাহি করে কদাচিত ॥  
 অতএব শুন, তত্ত্বজ্ঞান পুনঃ,  
 ইহা ভিন্ন নাহি আর ।  
 এই তত্ত্বজ্ঞান; হইলে নির্বাণ,  
 সত্য কহিলাম সার ॥  
 পরম গোপন, এ সব কথন,  
 প্রাণান্তে না প্রকাশিব ।  
 প্রকাশ করিলে, অজ্ঞানী সকলে,  
 শিব মিথ্যাবাদী কবে ॥  
 এ ধর্ম গোপন, করণ কারণ,  
 বিপরীত শাস্ত্র যত ।  
 বলিয়াছি পূর্বে, আজি হৈতে সর্ব্ব,  
 তাহাতে হবে বিরত ॥

## ভবভ্রান্তি-নিবারিণী ।

তঙ্করের ভয়ে,            কণ্টক ঘেরিয়ে,  
                                  উত্তম ফলের রক্ষ ।  
 গৃহস্থ যেমন,            করয়ে রক্ষণ,  
                                  অন্য শাস্ত্রে সেই লক্ষ্য ॥  
 কথা হৈল সাক্ষ;        গৌরী নিদ্রাভঙ্গ,  
                                  পুনঃ জিজ্ঞাসেন বাণী ।  
 তত্ত্বজ্ঞান বল,            শুনিতে বিকল,  
                                  হইল আমার প্রাণী ॥  
 কন ত্রিলোচন,            তত্ত্ব বিবরণ,  
                                  বলিয়াছি বিস্তারিত ।  
 কহেন পার্বতী,            শুন পশুপতি,  
                                  আমি ছিলাম নিদ্রিত ॥  
 কিছু শুনি নাই,        তোমার দোহাই,  
                                  মিথ্যা নহে এই বাণী ।  
 শূনিয়া শঙ্কর,            সক্রোধ অন্তর,  
                                  কে শুনিল অগ্রে জানি ॥  
 করি যোগ লক্ষ্য,        জানি শুকপক্ষ,  
                                  ত্রিশূলে করি আব্বান ।  
 কন ত্রিশূলেরে,        বধিয়া শুকরে,  
                                  শীঘ্র আন তার প্রাণ ॥  
 চলিল ত্রিশূল,        শুকরে নির্মূল,  
                                  করিতে মানস করি ।  
 শুনি তত্ত্বজ্ঞান,            শুক বলবান,  
                                  "উড়িল গগনোপরি ॥  
 দিক্দিগন্তর,            ভ্রমিয়া কাতর,  
                                  দুর্বল হইল অতি ।  
 ব্যাসের রমণী,        নিদ্রাবশায়িনী,  
                                  দিগম্বরী ঋতুবতী ॥

দেখিয়া কৌতুক, সভয়েতে শুক,  
 উদরে প্রবেশ করে ।  
 শুকে বধিবারে, শূল যোনি দ্বারে,  
 দাঁড়াইয়া ডাকে হরে ॥  
 প্রসব হইলে, শিবের ত্রিশূলে,  
 বধিবে শুকের প্রাণ ।  
 গর্ভের মধ্যেতে, শুক আনন্দেতে,  
 করেন ব্রহ্ম ধোয়ান ॥  
 গর্ভ হৈল ভারি, অচলা সে নারী,  
 ব্যাসদেব নকাতর ।  
 ভূমিষ্ঠ হইতে, নানা স্তুতিমতে,  
 শুকেরে কন বিস্তর ॥  
 শুক বলে গুরু, আমি কম্পতরু,  
 শিবদত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ।  
 ভূমিষ্ঠ হইলে, বধিবে ত্রিশূলে,  
 দেখ শূল বিদ্যমান ॥  
 শুনি বেদব্যাস, করিয়া আশ্বাস,  
 করেন শিবের স্তুতি ।  
 আশুতোষ হর, ব্যাসে দিয়া বর,  
 শুকে দেন অব্যাহতি ॥  
 ত্রিশূলে নৈরাশ, করি বেদব্যাস,  
 পুনশ্চ শুকেরে কন ।  
 ভয় গেল দূরে, আইস বাহিরে,  
 গর্ভস্থ যে মহাজন ॥  
 শুনি শুক কয়, শুন মহাশয়,  
 গর্ভে আছি দ্বিষ্যজ্ঞানে ।  
 ভূমিষ্ঠ হইলে, জ্ঞান যাব তুলে,  
 মহামায়ার শাসনে ॥



যদি মহামায়ী,      হইয়া সদয়া,  
 বর দেন সুনিশ্চয় ।

দেহেতে আমার,      তাঁর অধিকার,  
 কখন নাহিক হয় ॥

শুক বাক্য শুনি,      ব্যাস মহামুনি,  
 করি যত্ন প্রাণপণ ।

যথা বিধিতে,      পরমানন্দেতে,  
 করেন মায়া সাধন ॥

মহামায়ী কন,      শুন তপোধন,  
 যে বর চাহ তা দিব ।

সানন্দেতে মুনি,      বলেম জননী,  
 অন্য বর কি করিব ॥

কোন মহাশয়,      আমার আলয়,  
 রমণীর গর্ভবাসে ।

দ্বাদশ বৎসর,      যুড়িয়া উদর,  
 আছেন মহা হরিষে ॥

দেহেতে তাঁহার,      তব অধিকার,  
 কোনকালে নাহি হবে ।

এই বর চাহি,      শুন মহামায়ী,  
 রক্ষা পাই আমি তবে ॥

বলেম অভয়া,      শুক প্রতি দয়া,  
 আছে যম নিরন্তর ।

দেহেতে তাহার,      যম অধিকার,  
 না হবে কেয়ম বর ॥

জামরুপা হয়ে,      শুক দেহে রয়ে,  
 সর্বদা পাইব সুখ ।

অজামীর দেহে,      আমি বায়া যোহে,  
 চিরদিন দেই দুখ ॥

আজ্ঞা হৈল যবে, শুকদেব তবে,  
 গর্ত হৈতে নিঃসরিল ।  
 মহামায়া নাই, আমন্দ সদাই,  
 বমে গমম করিল ॥  
 যারাতে মোহিত, ব্যাস অমিশ্রিত,  
 পুত্র জ্ঞানে স্নেহ ক্রমে ।  
 পাছে পাছে যাম, কিরাইতে চাম,  
 ব্যাকুলিত চিত্ত ক্রমে ॥  
 ব্রহ্মজ্ঞানী শুক, নাহি তার দুখ,  
 সহজে গমম করে ।  
 কণ্টক জঙ্গল, উচ্চ নীচ জল,  
 সমস্থল সর্বস্তরে ॥  
 মুদিত নয়নে, সমাম গমমে,  
 সম্মুখে বৃক্ষ পর্বত ।  
 বিভাগ হইয়া, বধ্যদেশ দিয়া,  
 শুকে দেম সোজা পথ ॥  
 ব্যাস যারায়, সদ্ভুখ হৃদয়,  
 কণ্টকে চলিতে পারে ।  
 পথে পথে যার, বিলম্ব তাহার,  
 মোকা যোগে নদীপারে ॥  
 যেখানে পর্বত, তথা নাহি পথ,  
 অচল বেড়িয়া চলে ।  
 না পারে ধরিতে, পড়িয়া পশ্চাতে,  
 ডাকে শুক ফের বনে ॥  
 শুক ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি শুনে বাণী,  
 আত্ম পর সমজ্ঞান ।  
 ব্যাসের দুর্গতি, দৈখিয়া পার্শ্বতী,  
 অগ্রপথে অধিষ্ঠান ॥

মায়া সরোবরে,      সখী সমিভ্যারে,  
 সকলে যুবতী বেশ ।  
 বিবসনা হয়ে,      কুলে দাঁড়াইয়ে,  
 ক্রীড়াতে অভিনিবেশ ॥  
 সেই স্থান দিয়া,      গেলেন চলিয়া,  
 শুকদেব মহাশয় ।  
 তাহাতে কাহার,      নাহিক বিকার,  
 রস রঞ্জে সবে রয় ॥  
 তাহার পশ্চাতে,      যান সেই পথে,  
 বেদব্যাস মহাশ্বষি ।  
 দেখি নারীগণ,      মলিন বদন,  
 লজ্জাতে জলে প্রবেশি ॥  
 বেদব্যাস কন,      শুন নারীগণ,  
 তোমাদের কি আচার ।  
 শুক নামে যেই,      অগ্রে গেল সেই,  
 স্ন্যুবা বয়স তার ॥  
 তাহারে দেখিয়া,      বিবসনা হৈয়া,  
 নানা কৌতুক করিলা ।  
 আমি বৃদ্ধ অতি,      অঙ্গে ভীমরথী,  
 দেখিয়া লজ্জা পাইলা ॥  
 নারীগণ কয়,      তুমি মায়াশয়,  
 মোহে অজ্ঞান গোসাই ।  
 অগ্রে গেল যেই,      ব্রহ্মজ্ঞানী সেই,  
 স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই ॥  
 উচ্চ নীচস্থল,      তরু গিরি জল,  
 না হয় যার বিশেষ ।  
 চরাচর যত,      সব একমত,  
 ভেদের নাহিক লেশ ॥

তুমিত অজ্ঞান,      বলিয়া সন্তান,  
                  তার পিছে পিছে যাও ।  
 পরের যুবতী,      দেখি ক্ষমতি,  
                  ঘন ঘন ফিরে চাও ॥  
 কামে মতি যার,      বদন তাহার,  
                  দেখিলেই লজ্জা হয় ।  
 নিকাম যে জন,      পুরুষে সে জন,  
                  কখন গণনা নয় ॥  
 এতেক শুনিয়া,      লজ্জিত হইয়া,  
                  ব্যাস যান নিজালয় ।  
 বনে বান শুক,      পরম কৌতুক,  
                  তত্ত্বজ্ঞান সম্ভদয় ॥  
 শিব মুখে যাহা,      শুনেছেন তাহা,  
                  সকলি ছিল স্মরণ । •  
 সেই অনুসারে,      জানান সবারে,  
                  এত্ন করি বিরচন ॥  
 অতএব শুন,      পঞ্চতত্ত্ব গুণ,  
                  আমি কি বর্ণিতে পারি ।  
 চতুঃষষ্টি তন্ত্বে,      বহুমন্ত্বে যন্ত্বে,  
                  প্রকাশেন ত্রিপুরারি ॥

উক্ত শুকদেব কর্তৃক বিরচিত প্রস্তর সারার্থ পঞ্চাৎ  
 র্শন করিব, যেহেতু তাহার ভাবার্থ অতি উৎকৃষ্ট এবং •  
 প্রম গোপনীয় । এক্ষণে অন্য যাহা প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা •  
 য়ে, প্রশ্ন কর ।

পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ ।

২০শ প্রশ্ন । প্রভো ! আপনি আজ্ঞা করিলেন যে,  
 গমের অর্থাৎ তত্ত্বশাস্ত্রের মতেই এইক্ষণে তাবৎ উপা-

সনা প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহাতে অতি কদর্ঘাচারের বিধান আছে, অর্থাৎ পঞ্চমকারের দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার যে উপদেশ আছে, ইহাতে সর্ব সাধারণ লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই ।

২০শ উত্তর । পঞ্চমকারের প্রকৃতার্থ অনবগত হেতু তুমি তাহা দুষ্য বিবেচনা করিতেছ, কিন্তু বাস্তবিক তাহাও রূপক বাক্য, তৎপ্রমাণ আগমদ্বারে যাহা পঞ্চমকারের প্রকৃত অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ।  
যথা—

সোমধারা ক্ষরেদ্যা তু ব্রহ্মরক্ষাদ্বরাননে ।

পীত্বানন্দমরস্তাং যঃ সএব মদ্যসাধকঃ ॥ ১ ॥

মাশদ্যাং রসনা জেয়ী তদংশান্ রসনঃ প্রিয়ে ।

সদা যো ভক্ষয়েদেবি সএব মাংসসাধকঃ ॥ ২ ॥

গঙ্গায়স্থনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা ।

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্যন্ত সএব মৎস্যসাধকঃ ॥ ৩ ॥

সহস্রারে মহাপদ্মে কালীকা মুদ্রিতা চ যৎ ।

অস্তি তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং ।

সূর্য্যকোটীপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটীমুখীতলং ।

অতীবকমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং ।

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥ ৪ ॥

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং ।

মৈথুনা জ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং ।

রৈকস্ত শকুন্তুমাভাঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং ।

মকারো বিন্দুরূপশ্চ মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ।

আকারো জমসারুহ একদা চ যদা ভবেৎ ।

তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং ।

আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে ।

— ২০০ — জাসনে যস্মাৎ তস্মাদ্ভ্রান্ত প্রকীর্তিতং ।

অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং ।  
 মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং ॥  
 সৰ্বকৰ্ম্মাণি সন্ত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।  
 ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং ।  
 মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্যুৎকারণং ।  
 সৰ্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং ।  
 ষড়ঙ্গং পূজয়েদেবি সৰ্বমন্ত্রং প্রসীদতি ।  
 আলিঙ্গনং ভবেন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমিরীতং ।  
 আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমুপলেপনং ।  
 জপনং বসনং প্রোক্তং রেতঃপাতক দক্ষিণা ।  
 সৰ্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে ॥৫ ॥

অস্মাৎ । হে বরাননে ! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত  
 যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, সেই নদ্য-  
 দাধক ॥ ১ ॥

হে রসনপ্রিয়ে ! মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ  
 অবিরত ভক্ষণকারী অর্থাৎ (বাক্যসংযমক যোগী) মাংস-  
 দাধক ॥ ২ ॥

গন্ধা যমুনার মধ্যে নিরন্তর যে ডুই মৎস্য চরিতেছে,  
 চৎখাদক অর্থাৎ (ঈড়া পীঙ্গলা নাড়ির মধ্যে নিরন্তর গতা-  
 যাত করিতেছে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, তন্নিরোধক যোগী)  
 তৎসাদক ॥ ৩ ॥

হে দেবেশি ! মহাপ্রারম্ভাপদে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে  
 দাত্তা কেবল পারার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার  
 প্রভা কোটী সূর্য্যের তুল্য, এবং তিনি কোটী চন্দ্র তুল্য  
 সুশীতল, অতিশয় সুন্দর এবং মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত, এতদ্রূপ  
 জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রাসাধক বলা  
 যায় ॥ ৪ ॥

মৈথুন পরম তত্ত্ব, যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ । মৈথুনে সিদ্ধি এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে । রেফ্ কুঙ্কুম বর্ণকুণ্ডের মধ্যে আছে, মকুর বিন্দুরূপ মহা-যোনিস্থিত । হে প্রিয়ে ! আকার হংসকে আরোহণ করিয়া যখন একতা হয়েন, তখন সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে । আত্মাতে রমণ করণ হেতু আত্মারাম বলা যায়, অতএব রামনাম তারকব্রহ্ম এই নিশ্চিত । হে মহেশানি ! যুত্থ্য-কালে (রাম) এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয় ॥৫॥

এই মৈথুন তত্ত্ব তোমার স্নেহেতে প্রকাশ করিলাম । মৈথুন পরম তত্ত্ব, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, সর্ব পূজা-ময়, জপাদির ফলপ্রদ । হে দেবি ! বড়ঙ্গ পূজা করিলে, সর্বমন্ত্র প্রসন্ন হয় । যথা—ন্যাস আলিঙ্গন, ধ্যান চুহন, আবাহন শীতকার, নৈবেদ্য উপলেপন, রমণ জপ, দক্ষিণা রেতঃপাত, এই কথা সর্বথা গোপন করিবে, যেহেতু তাহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ।

### সামান্য পঞ্চমকারের ফল ।

২০শ প্রশ্ন । তবে যাহারা সামান্য মদ্যপান, ও মৎস্য মাংস আহার, এবং রমণীরমণ করণপূর্বক সাধনা করে, তাহাদিগের গতি কি হওয়া সম্ভব ?

২১শ উত্তর । তাহাদিগের বুদ্ধি এবং ব্যবহারের উপর তাহা নির্ভর করে, কেন না যদি তাহারা আপনাপন অভীষ্টদেবের তৃষ্টি, পঞ্চমকার ব্যতীত হওয়ার অসাধ্যতা জ্ঞানে আনীত নারীকে স্ব স্ব উপাশ্বদেবী ভগবতী বোধে সুদ্ধ তাহারই প্রীতি জন্মাইবার এবং আসক্তি পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে মদ্যাদি পান করাইয়া, আপন

এসমাত্র গ্রহণ এবং নিজে কামাতুর না হইয়া রতি-  
ক্রীড়া করে, তবে ঐ ঐ কৰ্ম ঈশ্বরোদ্দেশে হওয়া প্রযুক্ত  
সোবরহিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে মজ্জুগুণের প্রভাব এবং  
ভক্তির উদয় করিতে থাকে, সুতরাং কালে চিত্তসুদ্ধি  
হইয়া উঠে । কিন্তু যে সকল লোকে নিজ সুখার্থে  
মদ্যপান ও মাংসাদি আহার, এবং রমণী সম্ভোগ করে,  
তাহাদিগের অন্যান্য মাতাল এবং লম্পটের ন্যায় গতি  
হয় ।

সামান্য পঞ্চমকারের দ্বারা সাধনার বিধান হইবার হেতু ।

২২শ প্রশ্ন । এরূপ ভয়ানক সাধনা যাহাতে ইষ্ট  
মনিস্ট উভয় ঘটনার সম্ভাবনা আছে, তাহার বিধান  
শাস্ত্রে হওয়ার হেতু কি ?

২২শ উত্তর । তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, গুণের  
গতিকে লোকের প্ররুতি হয়, এবং আরো বলি যে, যে  
বিষয়ে যাহার রুচি নাই, তাহাতে তাহাকে প্রবর্ত করা  
রিকল, যেহেতু অনিচ্ছায় কিছুতেই মনোনিবেশ এবং উৎ-  
সাহ হয় না । তমোগুণ প্রধান ব্যক্তির পঞ্চমকারের সাধারণ  
লক্ষ্য গ্রহণ করিয়া সামান্য মদ্যাদিতেই রত থাকে, এ  
বিধায় তামসিক উপাসনাই তাহাদিগের পক্ষে বিধেয় ।  
তাহারা সাত্ত্বিক উপাসনার কথাকে কদাচ কণে স্থান  
দেয় না, সুতরাং তাহাদের উদ্ধারের উপায়ার্থে বীরা-  
গুণের সৃষ্টি হইয়াছে । অতএব এতদাচারও গৌনকল্পে  
কৃত সাধক জানিবে, যদ্বপ কোন রোগীর তিত্তরসবিশিষ্ট  
কষ্টক সেবনে অনিচ্ছা হইলে, বিচক্ষণ চিকিৎসক, রোগ-  
হীন যে মিষ্টান্ন তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ঔষধ  
সংযুক্ত করণ পূর্বক ঐ ঔষধযুক্ত মিষ্টান্ন আহার করা-



ইয়া কালে তাহার রোগ শান্তি করেন, তদ্রূপ সত্ত্ব ও  
দয়ের বিরোধী যে পঞ্চমকার তাহার সহিত ভগবৎ  
রাধনারূপ ভবরোগের ঔষধ সেবন করিলে উদ্দেশ্য  
প্রাপ্তি হয় ।

—

তাত্ত্বিকমতের সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ ।

২৩শ প্রশ্ন । উক্ত উপাসনার প্রণালী যাহা  
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদবলম্বনে কাহারো সিদ্ধ হও  
প্রমাণ আছে কি না ?

২৩শ উত্তর । ঐ তত্ত্বই তাহার প্রমাণ, কেন না যি  
শাস্ত্রে পুস্তক বিক্রয় নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ এক্ষণে  
যন্ত্র ও কাপিরাইট আক্ট্ দ্বারা এত প্রস্তুতে যেরূপ লভ্য  
উপায় হইয়াছে, পূর্বকালে হিন্দুরাজাদিগের অধিক  
তদ্রূপ ছিল না, এ বিধায় কেহ কোন পুস্তক বিক্রয়  
ণের ইচ্ছা করিলেও তাহাতে ইচ্ছাসিদ্ধি হওয়া দুঃস  
ছিল, সুতরাং কোন ব্যক্তি যে অর্থলাভের নিমিত্ত  
তত্ত্ব করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না ।  
কিন্তু কোন এক ব্যক্তির এতাদিক আয় সম্ভবে না  
তিনি একক ঐ তাবৎ তত্ত্ব প্রস্তুত করিতে পারিতেন,  
তাহা সাধ্য বিবেচনা করিলেও, তত্ত্ব সকলে এত  
মতের অনৈক্যতা দৃষ্ট হয় যে, তাহা একের লেখনি উ  
হওয়া দূরে থাকুক, এক গুরুর শিষ্য প্রশিষ্যবর্গের  
ক্রমে লেখারও অসম্ভব, যেহেতু কোন তত্ত্বে শিব নির্ধ  
ধারণে নিষেধ, এবং তত্ত্বান্তরে তদ্বিধি আছে, এবং  
তত্ত্বে অশৌচকালে এবং দ্বাদশ্যাদি তিথিতে সন্ধ্যা বন্দ  
নিষেধ এবং কোন তত্ত্বের মতে তাহা বৈধ হইয়া  
এবং কোন তত্ত্বে বিলপত্রের রত্ন সহিত পূজা করি

নিষেধ আছে, এবং তত্ত্বান্তরে তাহার বিপরীত বিধি-  
নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ঐ অসংখ্য তত্ত্বকারেরা  
কি লিখিত মতে সিদ্ধ না হইলে, একরূপ অলাভবাণিজ্যে  
তাহাদের প্রবর্ত হওয়া কদাচ সম্ভব হইত না, বরং আপ-  
নার সিদ্ধ হইয়া লোকের হিতার্থে স্ব স্ব সাধনা প্রণালী  
প্রচার করাই বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিতে হইবেক। ফলতঃ  
হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনা প্রকৃত প্রস্তাবে করিতে পারিলে  
তাহাতে অবশ্যই সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন মন্দেহ  
করিবে না। অত্র বিষয়ে আরো একটি উদাহরণ স্বরূপ  
প্রমাণ দিতেছি, শ্রবণ কর।

—  
বিশ্বামিত্রের বিপ্রত্ন প্রাপ্তি ।

মূল গ্রন্থ নারদ পঞ্চরাত্রেতে লিখিত ।

তাহার যথার্থ হৈল পদ্য বিরচিত ॥

ত্রিপদী ।

বশিষ্ঠ নামেতে ঋষি, চিরকাল বনে বসি,

ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য গণেশেরে ।

নানামত মতান্তরে, বহুযুগ যুগান্তরে,

সাধিয়া সাধেন মহেশেরে ॥

কার না হইল দয়া, দৈবযোগেতে বিজয়া,

বন মধ্যে দেন দরশন ।

দেখি মুনি স্তম্ভ হয়ে, বিজয়া নিকটে গিয়ে,

স্বস্ত্যর্থ করেন নিবেদন ॥

বহু যুগ যুগান্তর, শুদ্ধ করি কলেবর,

সর্ব্বদেব সাধিনু যতনে ।

কারো না হইল দয়া, উপায় বল বিজয়া,

এবে প্রাণ ধরি কি কারণে ॥

শুনিয়া বিজয়া কন,      শুন শুন তপোধন,  
কালী, তারা একই শরীর ।

মাহারে বিশ্বাস হয়, সাধ ত্যজিয়া সংশয়,  
বাঁমাচারে মন করি স্থির ॥

সত্য শুন মহাশয়,      সিদ্ধ হইবা নিশ্চয়,  
 মিথ্যা নহে বচন আমার ।

মন্ত্র লহ দেই কাণে, সাধ অতি সাবধানে,  
বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে তোমার ॥

ভক্তি ভাবে তপোধন, মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,  
তপস্যা করেন পশ্চাৎকারে ।

সিদ্ধ না হইল যবে,      কুপিত হইয়া তবে,  
শাপ দিতে উদ্যত তাহারে ॥

তখনি আসি বিজয়।, মূনিরে করিয়া দয়।,  
বলেন অসিদ্ধির কারণ।

না করিলে বাগ্মচার, কোন শক্তি দেবতার,  
যন্ত সিদ্ধি নহে কদাচন ॥

শুনি মুনি যত্নবান,      মদ্যভুগ্নী যেই স্থান,  
তথা গিয়ে জানেন বিশেষ ।

মূলপত্র ফুল ফল,      নানা শস্য অন্ন জল,  
মদ্যময় সকলি সে দেশ ॥

বাস করিয়া সে স্থানে, অন্ন জলাদি ভোজনে,  
বামাচারী হন তপোধন ।

সাধনে প্রবৃত্ত হন, তারা আসি দরশন,  
দিয়া বর যাচেন তখন ॥

মুনি কন বর চাই, কাম ধেনু যদি পাই,  
অন্য বরে নাহি প্রয়োজন ।

স্বস্তি বলি মহামায়া, মুনিবরে দিয়া মায়া,  
যান যথাস্থানে ত্রিলোচন ॥

দেবরাজে আজ্ঞা হৈল, মুনি কামধেনু পাইল,  
বনমধ্যে করেন বসতি । •

ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব চারণ,  
মুনিবর করেন অতিথি ॥

দৈবযোগে একদিন, বিশ্বামিত্র বলহীন,  
মৃগয়ায় পরিশ্রম করি ।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর, গহন বন ভিতর,  
দেখিলেন বশিষ্ঠ কুটারি ॥

মুনি নাই আশ্রমেতে, বিশ্বামিত্র সসৈন্যেতে,  
ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর অতিশয় ।

বারম্বার কহে রাজা, অতিথের কর পূজা,  
নতুবা শাপিব সুনিস্চয় ॥

শুনিয়া রাজার বাণী, কামধেনু অভিমানী,  
বশিষ্ঠের বিপদ দেখিয়া । •

আপনি প্রত্যক্ষ হৈলা, উর্দ্ধমুখেতে ডাকিলা,  
দেবরাজে বার্তা জানাইয়া ॥

স্বর্গ হৈতে দাস দাসী, যাহাতে যে অভিলাষী,  
বস্ত্রাসনাভরণ ভূষণ ।

চর্য্য চোষ্য লেহ্য পেয়, ষড় রস উপাদেয়,  
ভুলোকের দুর্লভ যে ধন ॥

রত্নময় বহুতর, অপূর্ব্ব আশ্রম ঘর,  
বিশ্বামিত্রে দিলেন যৌতুক ।

নৃপতি বিস্মিত হৈল, ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল,  
দেখিয়া সে আশ্চর্য্য কৌতুক ॥

আতিথ্য স্বীকার করি, চলিলেন নিজ পুরী,  
ভৃত্যগণে করি অনুমতি ।

আমার হকুম ধর, অপেক্ষা নাহিক কর,

আত্মাক্রমে ভৃত্যগণ, গাভী করিল বন্ধন,  
 হেনকালে আইল মুনিবর ।  
 দেখিয়া আশ্চর্য্য কাণ্ড-মুনি ভাবেন প্রকাণ্ড,  
 এ কি হৈল বনের ভিতর ॥  
 ক্রমেতে নিকটে আসি, জিজ্ঞাসেন হাশি,  
 জানিলেন বৃত্তান্ত সকল ।  
 সুরভির কর্ম যত, হয়ে সব অবগত,  
 ভাবে মুনি হইল বিকল ॥  
 রাজার সমীপে গিয়ে, করপুটাঞ্জলি হয়ে,  
 গাভী ভিক্ষা চান মুনিবর ।  
 রাজা বলে তুমি শ্রমি, চিরকাল বনবাসী,  
 গাভী কেন কুঁড়ের ভিতর ॥  
 বনকল ভক্ষ্য তব, কি কার্য্য তব বৈভব,  
 গাভী দেহ লয়ে আমি যাই ।  
 যদি সহজে না পাব, বলেতে লইয়া যাব,  
 সত্য কহি তোমার দোহাই ॥  
 এতেক বলি রাজন, ভৃত্যে কন কু বচন,  
 শীঘ্রগতি গাভী লয়ে চল ।  
 বান্ধিয়া লইয়া যায়, গাভী মুনি-মুখ চায়,  
 সকাতরে নয়ন সজল ॥  
 মুনি কন বিশ্বমাতা, তুমি গরম দেবতা,  
 তোমা পাইয়াছি তপফলে ।  
 মহারাজি বলবান, মোরে করি অপমান,  
 তোমারে লইয়া যায় বলে ॥  
 সদয় হইয়া মনে, থাক আমার ভবনে,  
 এই বর মাগি তব স্থানে ।  
 শ্রুনি সুরভি তখন, উর্দ্ধমুখে ঘনে ঘন,

ডাকে সুরভি নন্দিনী, দেবরাজ শব্দ শুনি,  
 দেব সৈন্য পাঠান মত্তর ।  
 শেল শূল খজা ঢাল, ভুগুণ্ডি তোমার জাল,  
 নানাবিধ অস্ত্র বহুতর ॥  
 আকাশমার্গ হইতে, সৈন্য আসে আচম্বিতে,  
 যথা বশিষ্ঠের তপোবন ।  
 মুমির নিকটে আসি, দেবসৈন্য অস্ত্র রাখি,  
 রাখিয়া করয়ে নিবেদন ॥  
 পাঠাইল দেবরাজ, করিতে তোমার কাজ,  
 আভা কর কি কার্য তোমার ।  
 মুনি কন বিশ্বামিত্র, হইয়া ক্ষত্রিয় পুত্র,  
 অপমান করয়ে আমার ॥  
 দেবতা অতিথি জন্য, কামধেনু মহা ধন্য,  
 আমার আশ্রমে চিরদিন ।  
 রাজা আপন আভায়, সুরভিরে লয়ে যায়,  
 আমারে দেখিয়া বলহীন ॥  
 রাজারে করিয়া জয়, কামধেনু মমাশয়,  
 আনি দেহ মাগি এই দান ।  
 শুনি দেবসৈন্য যত, রাজসৈন্য করি হত,  
 রাজারে করয়ে অপমান ॥  
 সুরভি নন্দিনী লয়ে, মুমিবরে ভেট দিয়ে,  
 সমস্ত্রোতে সবে স্বর্গে যায় ।  
 রাজা অপমান হৈয়ে, পাত্রমিত্রে সম্বোধিয়ে,  
 মনভ্রুংখে করেন বিদায় ॥  
 বলেন বিবেক মনে, শুন পাত্রমিত্রগণে,  
 আমি আর রাজ্য না করিব ।  
 ধিক্ ধিক্ ক্ষত্র বল, ব্রহ্ম বল বড় বল,  
 এই দেহে ব্রাহ্মণ হইব ॥

তপস্বী করিব বনে, যত দিনে নিরঞ্জে,  
 দেখা পাই নিজ কর্মফলে ।  
 ভিক্ষুকে দিলেক লাজ, রাজ্যতে নাহিক কাজ,  
 রাজ্য কর তোমরা সকলে ॥  
 এই প্রতিজ্ঞা আমার, সত্য সত্য তিনবার,  
 ব্রাহ্মণ হইব শূনিশ্চয় ।  
 এত বলি বিখ্যামিত্র, নিজ রাজ্যে পাত্রমিত্র,  
 বিদায় করিল সমুদয় ॥  
 রাজবেশ পরিহরি, তপস্বীর বেশ ধরি,  
 প্রবেশ করিল তপোবনে ।  
 বহু যুগ অনিবার, করি ব্রহ্মচর্যাচার,  
 ঐকান্তিক ব্রহ্মার সাধনে ॥

পয়ার ।

প্রথমতঃ করয়ে ব্রহ্মার উপাসনা ।  
 তাঁহা হৈতে পরিপূর্ণ না হয় কামনা ॥  
 ব্রহ্মার আদেশে করে বিষ্ণুর সাধন ।  
 বিষ্ণু হৈতে ব্রাহ্মণত্ব না পান রাজন ॥  
 ক্রমে ক্রমে সর্বদেব আরাধনা করে ।  
 ব্রাহ্মণত্ব নাহি হয় ক্ষত্র কলেবরে ॥  
 দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশ পেয়ে ।  
 শিবের সাধন মুনি করে মন দিয়ে ॥  
 আশুতোষ মহাদেব দয়ার সাগর ।  
 দর্শন দিলেন আসি মুনির গোচর ॥  
 মহাদেবে দর্শন পাইয়া মুনিবর ।  
 প্রণাম করিয়া স্তব করে বহুতর ॥  
 দেবের দেবতা মহাদেব দয়াময় ।

— — — — — ॥

বিশ্বামিত্র স্তবে তুষ্ট হইয়া মহেশ ।  
 মুনিকে কহেন ব্রহ্ম জ্ঞান উপদেশ ॥  
 ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ব্রাহ্মণত্ব নাহি হয় ।  
 ব্রহ্মময়ী মহা বিদ্যা কালিকা নিশ্চয় ॥  
 তাঁর একাক্ষরী মন্ত্র কালী বীজ নাম ।  
 যে ভজে তাহার পূর্ণ হয় মনস্কাম ॥  
 সেই বিদ্যা সাধন করহ মুনিবর ।  
 সে ফলেতে ব্রাহ্মণত্ব পাইবে সত্ত্বর ॥  
 ইত্যাদি বলিয়া শিব হন অন্তর্ধান ।  
 বিশ্বামিত্র করিল সাধন অনুষ্ঠান ॥  
 একান্ত পরম ভক্তি সহিত যতন ।  
 কুলাচার বিধানেন্তে সাধেন রাজন ॥  
 তপে তুষ্ট জগদম্বা করাল বদনী ।  
 রুদ্র সহ আসি দেখা দিলেন আপনি ॥  
 প্রসন্ন বদনে দেবী বলেন তখন ।  
 যে বর বাসনা তব মাগহ রাজন ॥  
 সেই বর দিব আমি নাহিক সংশয় ।  
 অন্যথা নাহিক হবে কহিনু নিশ্চয় ॥  
 শুনি বিশ্বামিত্র মুনি হরিষ অন্তর ।  
 আত্ম নিবেদন করে হইয়া কাতর ॥  
 ব্রহ্মাদি সকল দেব করি আরাধনা ।  
 ব্রাহ্মণত্ব চাহি মাত্র এই সে কামনা ॥  
 কোন দেব হইতে কাম পূর্ণ নাহি হয় ।  
 বিপ্রত্ব দেহিমে মাতা হইয়া সদয় ॥  
 রাজার প্রার্থনা শুনি করাল বদনী ।  
 স্বামী প্রতি কটাক্ষ করেন সনাতনী ॥  
 হিতভাবে সঙ্কেতে বলেন বেদমাতা ।  
 বঝিয়া শঙ্কর সারসংগত জগৎ-মহেশ্বর ॥



হস্তদ্বয় প্রসারিয়া দিয়া আলিঙ্গন ।  
 বিশ্বামিত্রে বিপ্রত্ব দিলেন ত্রিলোচন ॥  
 সেইক্ষণ হৈতে রাজা বিপ্রত্ব পাইল ।  
 সর্বশাস্ত্রে চারি বেদে অধিকারী হৈল ॥  
 একাক্ষরী কালী বিদ্যা সাধনের ফলে ।  
 ব্রহ্মার সদৃশ সৃষ্টি করেন কোশলে ॥  
 চতুর্বর্গদাত্রী মাতা ব্রহ্ম স্বরূপিণী ।  
 তৎপ্রসাদে বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি ॥  
 প্রার্থনার অধিক নাহিক দেন বর ।  
 সেহেতু ব্রাহ্মণ নাহি হয় মুনিবর ॥  
 অতএব বামাচার সাধন প্রধান ।  
 ভক্তিয়োগে করিলে সে পায় ব্রহ্মজ্ঞান ॥  
 আদ্যাশক্তি মহাকালী দেবের জননী ।  
 পালনকারিণী বিশ্ব নির্বাণ দায়িনী ॥  
 জলেতে বুদ্ধ দাকারে ডিগ্বৎ হয় ।  
 পুনরায় সেই ডিগ্ব জলে ছয় লয় ॥  
 সেইরূপ ব্রহ্মাবিকু শিব আদি যত ।  
 কালীর উদরে সর্বের জন্মে প্রথমত ॥  
 মহাপ্রলয়ের কালে কালীর দেহেতে ।  
 পুনরায় হবে কন নির্বাণ তদ্ব্রতে ॥  
 শক্তি ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাহি হয় ।  
 আদ্যাশক্তি মহাকালী জানিবে নিশ্চয় ॥  
 কালিকার তিন গুণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ।  
 কালি অংশে স্বাবর জন্ম সর্ব জীব ॥  
 দক্ষিণাস্তু কৈলে যথা কর্মসিদ্ধি হয় ।  
 জন্ম দক্ষিণাস্তু কালী সাধনে নিশ্চয় ॥  
 কর্মফল ভোগ জন্য যত দেহধারী ।

দক্ষিণা সাধন কৈলে কর্ম সিদ্ধি হয় ।  
কর্ম নাশে জন্ম নাশ কি আর সংশয় ॥  
অতএব জন্ম নাশে দক্ষিণা কারণ ।  
দক্ষিণা-কালিকা নাম কন পঞ্চানন ॥  
নাদ্য গুরুর নিকটেতে শুনি উপদেশ ।  
দ্বিজ চন্দ্রনাথ বিরচিল সবিশেষ ॥

তত্ত্ব সকল শিব উক্তি বলার হেতু ।

১৪শ প্রশ্ন । তত্ত্বকারেরা স্ব স্ব নাম গোপনপূর্বক শিব উক্তি বলিয়া তত্ত্বশাস্ত্র সকল প্রচার করায় যখন তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ কপটতা প্রকাশ পাইতেছে তখন তাঁহাই যে নিজে নিজে সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাহাই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে ?

২৪শ উত্তর । মূললোকেরা যাদৃশ ঈশ্বরের বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, তাদৃশ মানব বচনে প্রত্যয় করে না, এই জন্য সর্বদেশীয় ধর্মশাস্ত্রই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহা বাইবেল এবং কোরাণ দৃষ্টেও জানিতে পারা যায়, অতএব ঐ প্রবর্তিজনক কৌশল হিতকারী বলিয়া নিন্দনীয় নহে । বস্তুতঃ শাস্ত্র সকল মনুষ্যের মুখ হইতে নির্গত হইলেও তাহার কর্তা ঈশ্বর ব্যতীত ঐ মনুষ্য নহে, কেন না কোনও বস্তুর উৎপাদনে মনুষ্যের ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই । কেবল মনুষ্যের বুদ্ধি বলেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বুদ্ধির অধিকৃত্য অর্থাৎ নিরস্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহে অতএব এমন কোন শাস্ত্রই নাই যে তাহা ঈশ্বর প্রণীত বলা যাইতে পারে না । বিশেষতঃ সিদ্ধ-পুরুষেরাই শিব সত্ত্বা প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু মুণ্ডমালা তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে লিখিত

জীবঃ শিবঃ শিবো দেবঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ ।

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ ॥

অস্বার্থ । জীবই শিব, শিবই দেবতা, এবং সে যে জীব তিনিই কেবল অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত শিব, কেবল পাশবদ্ধ হেতু জীব, পাশমুক্ত হইলেই সদাশিব হয়েন ।

তথাহি তৃতীয় পটলে ।

তুষেণ বদ্ধো ব্রীহিঃ স্যাৎ তুষাভাবে তু তণ্ডুলঃ ।

কর্মবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্মঃ মুক্তঃ সদা শিবঃ ॥

অস্বার্থ । যেমন তুষাচ্ছাদিত যে শস্য তাহারই না ব্রীহি এবং তুষ রহিত হইলেই সেই শস্য তণ্ডুল আখ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ কর্মপাশ দ্বারা বদ্ধ হেতু জীবমুক্ত এবং তাহা হইতে মুক্ত হইলেই সদাশিব নাম হয় শিবের কটাক্ষপাতে কন্দর্পের দেহ ভস্ম হওনের । ইতিহাস আছে তাহারও হেতু ঐ, কেন না-কাম দমন করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত যোগকেই জীতেন্দ্রিয় গুণে কাম বিনাশক বলা যায় অতএব সিদ্ধ-পুরুষেরা যখন ঋপুজয় এবং অষ্টপা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা শিবনামে বিখ্যাত হওয়াতে কিছুমাত্র দোষারোপ করা যাইতে পারে না ।

অষ্ট পাশের অর্থ ।

২৫শ প্রশ্ন । অষ্টপাশ কাহাকে বলা যায় ?

২৫শ উত্তর । কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে । যথা

স্রণা লজ্জা ভয়ঃ শোকো জুগুপ্সা চেতি পমক্ষী ।

কুলং শীলং তথা জাতি রক্ষৌপাশাঃ প্রকৃতিভিতা ।

অস্বার্থ । স্রণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা, কুশীল, জাতি এই অষ্ট প্রকারকে পাশ মত্তা দেওয়া হইয়াছে  
কুলং শীলং জাতিং রক্ষৌপাশাঃ প্রকৃতিভিতা

যদ্বারা বন্ধন হয়) সর্বসাধারণ লোকের অবাঞ্ছিত  
বন্ধন, এবং সুদূর্লভ যে মুক্তি, তাহার প্রকৃত ভাবা-  
ই উক্ত অষ্টপাশে বদ্ধ থাকার নাম বন্ধন, আর তাহা  
ইতে মুক্ত হওয়ার নাম মুক্তি, ইহা ব্যতীত বদ্ধ এবং  
ক্তির অন্য কোন প্রকার নাই। অতএব মুক্ত পুরুষে-  
নাই শিব সংজ্ঞা গ্রহণপূর্বক তান্ত্রিক উপদেশ প্রদান  
করিয়াছেন, আর পরমেশ্বরের মায়ারূপা যে শক্তি তিনিই  
পার্বতী নামে বাচ্য হইয়াছেন, তদ্ব্যতীত-বত্তা ও শ্রোত্রী  
যে হরপার্বতী তাঁহার। দেববেবীরূপ দম্পতী নহেন।  
তবে যে ঐ পার্বতীর উপাসনা করিবার উপদেশ আছে,  
তাহার কারণ এই যে, পরমেশ্বর হইতে তাঁহার শক্তি  
পৃথক নহে, যথা অগ্নির যে দাহিকা শক্তি তাহা অগ্নি  
হইতে কদাচ ভিন্ন জ্ঞান করা যায় না, সুতরাং মায়ার  
উপাসনায় পরম পুরুষের উপাসনা সিদ্ধ হয়।

ভাবস্ব আবশ্যকত্ব ।

২৬শ প্রশ্ন । কুলাচার সাধনে ভাবাশ্রয় করণের যে  
বিধি হইয়াছে, তাহার কারণ কি ?

২৬শ উত্তর । কুলাচার সাধনে ভাবাশ্রয় করণ  
আবশ্যক, যে হেতু ভাবাশ্রয় ব্যতীত কোন কার্যই  
সম্ভব নহে ; বিশেষতঃ নানা প্রকার বিঘ্ন সম্ভবে । ইহার  
কএকটি প্রমাণ দর্শাইতেছি, শ্রবণ করুন ।

যথা । ভাবচূড়ামনৌ দেব্যুৎপাৎ ।

সর্ব তন্ত্ৰেষু বিদ্যাযু ভাবসঙ্কেতমেব হি ।

তথাপি শক্তিতন্ত্ৰেষু বিদ্যমাণং সর্বসিদ্ধিদং ॥

ভাবস্ব ত্রিবিধ দেব দিব্যবীর পশুক্রমাৎ ।

দ্বিতীয়ে। মধ্যমশৈব তৃতীয়ঃ সৰ্বনিদ্দিতঃ ।  
 বহুজপাৎ তথা ক্লেশাৎ কায়ক্লেশাদি বিস্তরৈঃ ॥  
 ন ভাবেন বিনা দেব মন্ত্রতন্ত্রফলপ্রদা ।  
 কিং জিতেন্দ্রিয়ভাবেণ কিং কুলাচারকর্মণা ॥  
 যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা ন স্যাৎ কুলপয়ারণঃ ।  
 ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলসাধনং ॥  
 ভাবেন কুলরন্ধিঃ স্যাৎ ভাবেন কুলশোধনং ।  
 কিং ন্যাসবিস্তারেণৈব কিং ভূতশুদ্ধিবিস্তরৈঃ ॥  
 কিং তথা পূজনেনৈব যদি ভাবো ন জায়তে ।  
 কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা মন্ত্রো বা কেন জপ্যতে ॥  
 ফলাভাবশ্চ দেবেশ ভবোভাবাৎ প্রজায়তে ।

অস্বার্থ ।—পয়ার ।

শিবের সাফাতে দেবী কহেন কৌতুকে ।  
 ভাবাশ্রয় করিবেক যেহেতু সাধকে ॥  
 সৰ্ব তন্ত্রে সৰ্ব বিদ্যা সাধনে সৰ্বদা ।  
 বিশেষতঃ শক্তি তন্ত্রে সৰ্বসিদ্ধিপ্রদা ॥  
 দিব্য বীর পশু এই তিন ভাব হয় ।  
 আদ্য ভাব দিব্য শ্রেষ্ঠ জানিবে নিশ্চয় ॥  
 দ্বিতীয় মধ্যম ভাব বীরের বিহিত ।  
 তৃতীয় সে পশুভাব সৰ্বথা নিদ্দিত ॥  
 বহু জপ তপঃ কায় ক্লেশাদি সকল ।  
 বিনা ভাবে মন্ত্র তন্ত্র সকলি বিফল ॥  
 জিতেন্দ্রিয় কুলাচারী হয় যেই জন ।  
 তন্ত্রমতে করে যদি ভজন সাধন ॥  
 বহুকাল বহুবিধ বিদ্যা উপাসনা ।  
 ভূতশুদ্ধিঃ ন্যাস জান তপো জপ নানা ॥  
 — — — — — সিদ্ধি না করিতে ।

যথা ।—উড্ডিষে কালিকোবাচ ।

দিব্যভাবং বিনা পুত্র মৎপাদান্তোজদর্শনং ।

য ইচ্ছন্তি মহাদেব সমুচ্চঃ সাধকঃ কথং ॥

অর্থ ।—পয়ার ।

উড্ডিষ নিগমে দেবী শিবের সাক্ষাতে ।

স্বরূপ বলেন যাহা শুন সংক্ষেপেতে ॥

দিব্য ভাব বিনা কালী চরণ দর্শন ।

ইচ্ছা করে যে সাধক অধম সে জন ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিবোবাচ ।

জন্মাবধি পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধিং ।

ততস্ত বীরভাবঞ্চ যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ ।

দ্বিতীয়াংশে বীরভাব স্ত তীয়ে দিব্যভাষকঃ ।

এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবমৈক্যং যদাশিবে ॥

ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ ।

অর্থ ।—পয়ার ।

জন্মাবধি ষোড়শ বৎসর পশু ভাব ।

বাল্যক্রীড়া সাবিত্রী সাধন বিদ্যা লাভ ॥

সপ্তদশ বর্ষাবধি পঞ্চাশ যাবৎ ।

বীরভাব সাধকের শরীর তাবৎ ॥

পঞ্চাশাব্দ অতীত হইলে সেই বীহ ।

দিব্য ভাবাপ্রাপ্ত হয় নিষ্কাম শরীর ॥

পশুভাব অন্ত হৈলে বীরের উদয় ।

বীরভাবগতে দিব্য ভাব অনিশ্চয় ॥

তিন ভাব একত্র কদাচ নাহি হয় ।

এতদ্বিধায়ে ভাবাশ্রয় করণ অত্যাৱশ্যক, অতএৱ  
সেই ত্রিবিধ ভাবের লক্ষণ এবং আচার কিঞ্চিৎ বর্ণনা  
করিতেছি শ্রবণ কর ।

দিব্য ভাব লক্ষণং ।

যথা ।—কামাখ্যা তন্ত্বে দেবী প্রতি শিববাক্য ।

শৃণু কামকলৈকান্তে যৎ পৃষ্ঠাৎ তত্ত্বমুত্তমং ।  
দিব্য সৰ্ব্ব মনোহারী মিতবাদী স্থিরাসনঃ ॥  
গুরু পাদাম্বুজে ভীৰুঃ সৰ্ব্বত্র ভয়বৰ্জিতঃ ।  
গভীর শিষ্ট বক্তা চ সতবধানকঃ সুধীঃ ।  
সৰ্ব্ব দৰ্শি সৰ্ব্ববক্তা সৰ্ব্ব দ্রুষ্ট নিবারকঃ ॥  
সৰ্ব্বগুণাব্রিতে দিব্যঃ সোহহং কিং বহুবাক্যতঃ ।

অর্থ ।—পয়ার ।

কামাখ্যা তন্ত্বেতে শিব দেবীর সাক্ষাতে ।  
প্রেমভাবে সঙ্খোখিয়া কন বিনয়েতে ॥  
শুন কাম কলৈকান্তে দিব্যের লক্ষণ ।  
যে ভাব আশ্রয়ে হয় জন্ম নিবারণ ॥  
সৰ্ব্ব মনোহারী হয় পরিমিত কথা ।  
স্থিরাসনে থাকে সদা গভীর সৰ্ব্বথা ॥  
শিষ্টবাদী সতাবধানক সুপণ্ডিত ।  
গুরুপাদ পঙ্কজেতে ভক্তি অবিরত ॥  
নির্ভয় সৰ্ব্বত্র গতি সৰ্ব্বদৰ্শী হয় ।  
সৰ্ব্ববক্তা সৰ্ব্বজ সকলগুণময় ॥  
সৰ্ব্ব দ্রুষ্ট নিবারণে সক্ষম সে জন ।  
স্বয়ং দেব তুল্য দিব্য স্বরূপ বচন ॥

স্বেষ্ট দেবময় বিশ্ব করে দরশন ।  
 এক ভিন্ন দুই নাহি যানে কদাচন ॥  
 শক্তিময় জগৎ সর্ব পুরুষ সে শিব ।  
 সর্ব ব্রহ্মময় বিশ্বে যত আছে জীব ॥  
 আপনিও সেই দেবতার দেহধারী ।  
 অভেদ জ্ঞানেতে মগ্ন দিব্য ভাবাচারী ॥

বীরভাব লক্ষণং ।

নির্ভয়ো ভয়দো বীরো গুরুভক্তিপরায়ণঃ ।  
 বাচালো বলবান্ সুদ্ধঃ পঞ্চতত্ত্বে সদা রতিঃ ॥  
 মহোৎসাহোমহাবুদ্ধি ম হাসাহাসিকাতপিচ ।  
 মহাশয়ঃ সদাদেবি সাধুনাং পালনে রতিঃ ॥  
 তমোময়ঃ সদা বীরো বিলাসী চ মহৎ সুখং ।  
 এবং বহুগুণৈর্যুক্তো বীররুদ্ৰসমঃ প্রিয়ে ॥

অস্মার্থ ।—পর্যায় ।

বীরের লক্ষণ যাহা উক্ত তত্ত্বে উক্ত ।  
 পর্যায় প্রবন্ধে তাহা করিতেছি ব্যক্ত ॥  
 নির্ভয় শরীর সদা স্বয়ং ভয়দাতা ।  
 গুরুভক্তি পরায়ণ মুখে গুরুগীতা ॥  
 বলবান্ বাচাল নির্মল সদামতি ।  
 ধর্ম কর্ম্মে মহোৎসাহ পঞ্চ তত্ত্বে রতি ॥  
 মহাবুদ্ধিমান্ মহাসাহসী সে হয় ।  
 সাধু পালনেতে রত মহৎ আশয় ॥  
 সর্ব সুখ বিলাসী সে স্বয়ং তমোময় ।  
 বহু গুণযুক্ত বীর রুদ্ৰ ডুল্য হয় ।



ସନ୍ତୋହନତନ୍ତ୍ରେ শিব উবাচ ।

অথ বা দিব্যবদ୍ଧীরো গৃহস্থঃ সুখমেধতে ।  
 সমশত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥  
 তুল্যনিন্দା স্তুতিঃ মোদীঃ সান্তঃ সঙ্গবিবର୍জিতঃ ।  
 সৌচ্যসৌচ্যব্যবহিতো মানিমান বহিষ্কৃতঃ ॥  
 তাম୍ବুলচର୍ବণরত কুলপূজা সমন্বিতঃ ।  
 কর্ম্মিষ্ঠঃ সର୍ବদা কর্ম্মফଳ ত্যাগী বিশেষতঃ ॥  
 দূতীয়াগবিধানজ্ঞঃ সର୍ବদা কুলতোষকঃ ।  
 সର୍ବভুତহীতে যুক্তঃ সର୍ବপ্রাণী দয়ারতঃ ॥  
 সର୍ବদামন্দହৃদয়ো স୍ফଟস্ফଟশ্চ সର୍ବদা ।  
 হিতৈষি ভুତসংহানাং দেবতাগতমানসঃ ॥  
 ভবেদ্ভୁକ୍ତানুসନ୍ଧায়ী মিতভାସী মিতাশনঃ ।  
 লিপ্যতে ন সপাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তমা ॥

অস্ত্যর্থ ।—পয়ার ।

সନ୍ତୋହନ তନ୍ତ୍ରେ শিব কার୍ତ୍ତିକ সমীপେ ।  
 বীরের লক্ষণ যাহা বলেন সংক্ষেপେ ॥  
 দিব্যের সদৃশ বীর সদା আনন্দিত ।  
 কিন্তু গৃহধର୍ମ্ম সুখে না হয় বিরত ॥  
 শত্রୁ মিত୍ର সম ভাব মান অপমান ।  
 স্তুতি নিন্দା মোদী তুল্য বীর মতিমান ॥  
 শাস্ত୍ରমୂର୍ତ୍ତି সର୍ବକ୍ଷণ সঙ্গবিবର୍জিত ।  
 সୁচি বা ଅସୁଚି সম নহେ ব্যবহিত ॥  
 মানে মান্য মনে গণ্য না করে কখন ।  
 কୁলাচারে রত সদା তাম୍ବুল ভক্ষণ ॥  
 কর্ম্মকাণ্ডে দক্ষ কিন্তু ফলাକାଞ୍ଛା ত্যাগী ।  
 দূତী যাগাদি কর্ম্মେতে হয় অনୁରାଗୀ ॥

সর্বভূত হিতে রত দয়ার সাগর ।  
 আনন্দ অর্গবে বীর ভাসে নিরন্তর ॥  
 ঋক্ট তুষ্ট সদা ইষ্টদেবগত মন ।  
 ব্রহ্ম নিরূপণে চেষ্টাবানু সযতন ॥  
 পাপে নাহি লিপ্ত হয় বীরের শরীর ।  
 মিলি'প্ত যেমন পদ্ম-পত্রস্থিত নীর ॥

—  
 পশুভাব লক্ষণং ।

যথা কামাখ্যা তন্ত্বে ঈশ্বর উবাচ ।

পশূন্ শৃণু বরারোহে সর্বধর্মবহিষ্কৃতানু ।  
 অধমান পাপচিন্তাশ্চ পঞ্চতত্ত্ব বিনিম্বকানু ॥  
 কেচিচ্ছাগোপমা দেবী কেচিন্মোষোপমা ভুবি ।  
 কেচিৎ ঋণোপমা ভ্রষ্টা কেচিচ্চ শূক্ৰোপমাঃ ॥  
 ইত্যাদিপশবো দেবী জ্ঞেয়া ভ্রষ্টা নরাধমাঃ ।  
 এষাং দেবার্চনাসিদ্ধিগণনং বা কুতো ভবেৎ ॥  
 অতো হি পশবশ্চেদ্যাঃ ভেদ্যাঃ খাদ্যাশ্চ বীরকৈঃ ।  
 বর্জিতাঃ সর্বথা ভদ্রে পরমার্থবহিষ্কৃতঃ ॥

অস্মার্থ ।—পয়ার ।

কামাখ্যা তন্ত্বেতে শিব দেবী প্রতি কন ।  
 যেমত প্রকার পশু ভাবের লক্ষণ ॥  
 পশু ভাবাপ্রিত মর ধর্মের বাহির ।  
 পাপচিন্তা নরাধম পতিত শরীর ॥  
 দেবের তুল্য যেই পঞ্চতত্ত্ব হয় ।  
 তাহা নিন্দা করে তেই পশু নাম কয় ॥  
 কেহ বা ছাগের তুল্য কেহ বা শূকর ।  
 কেহ বা গর্দভ কেহ মেঘ কলেবর ॥

ইত্যাদি পশুর ন্যায় সকল আচার ।  
 ধর্ম্যধর্ম্য কর্ম্যকর্ম্য আহার বিচার ॥  
 দেবতার পূজাতে নাহিক অধিকার ।  
 পরমার্থবহিষ্কৃত না হয় নিস্তার ॥  
 অতএব পশুচ্ছেদ ভেদাদি করিয়া ।  
 সর্বদা খাইবে বীর আনন্দিত হইয়া ॥

—  
 তথা দেব্যাচ ।

কিকিস্তং কথিতং নাথ সন্দেহপ্রবলীকৃতঃ ।  
 ক্ষত্রো হি পশুভাবশ্চ গদিতোযং স্বয়ং সদা ॥  
 দেবতা নৈব জানাতি তস্মাৎ সমর্পিতং নহি ।  
 ভুঞ্জ ভুঞ্জাশু সন্দেহ করুণামাগর প্রভো ॥  
 সূর্য্যো যথা সদা হস্তিচাক্ষকারাগমানপি ।

অস্মার্থ ।—পয়ার ।

শুনিয়া শিবের কথা বলেন পার্বতী ।  
 সন্দেহ প্রবল হৈল শুন পশুপতি ॥  
 পূর্বে বলিয়াছ তুমি পশুর আচার ।  
 এবে বল কোন ধর্ম্যে নাহি অধিকার ॥  
 দেবতা পূজা চিন্তনে অধিকার নাই ।  
 সন্দেহ বিনাশ কর বলিয়া গৌদাই ॥  
 সূর্য্যের উদয়ে যথা যায় অন্ধকার ॥  
 সেরূপ সন্দেহ নাশ করহ আমার ।

—  
 তথা, ঈশ্বর উবাচ ।

ভদ্রযুক্তং তয়াভদ্রে ভদ্রস্ত শৃণু বিস্তরং ।  
 যদ্রুতং পশুভাবেহি কলোকস্তত্ত্বপালকঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্নাতি তত্র নিন্দাং করোতি নঃ ।  
 শিবেন গদিতং যদ্যন্তং সত্যমিতি ভাবয়েৎ ॥  
 নিন্দাসুরাবয়োলৌকা নিন্দাসু ভয়বিহ্বলঃ ।  
 নিন্দায়াং পাতকং বেত্তি পশবঃ সপ্রকৃতিতঃ ॥  
 তদাচারবদান্যাস্ত শৃণু সংশয়নাশনং ।  
 ইষিষং ভঙ্কয়েন্নিত্যং তামূলং ন স্পৃশেদপি ॥  
 ঋতুহ্নাতা বিনা নারীং কামভাবেন সংস্পৃশেৎ ।  
 পরস্ত্রীভং কামভাবান্দু দৃষ্ট্ৱা স্বর্ণং সন্মুৎসৃজেৎ ॥  
 সংত্যজেন্নম্‌শ্চমাংসানি পশুশ্চৈব স্নানিচ্চিতঃ ।  
 গন্ধমাল্যানি বস্ত্রানি দানানি প্রভজেদপি ॥  
 দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ত্রজেৎ ।  
 কন্যাপুত্রাদি বাৎসল্যং কুর্যান্নিত্যং সমাকুলঃ ॥  
 ঐশ্বর্যং প্রার্থয়েন্নৈব যদস্তি তত্ত্ব ন ত্যজেৎ ।  
 সদা দান সমাকুর্য্যাৎ যদিচ্ছান্তি ধনানি ॥  
 কার্পণ্যং নৈব কর্তব্যং যদি ছেদাত্মনোহিতং ।  
 সেবনং পরমং কুর্য্যাৎ পিত্রোর্নিত্যং সমাহিতঃ ॥  
 পরনিন্দাঃ পরদ্রোহানহঙ্কারাদিকান্ দ্বিপেৎ ।  
 বিশেষেণ মহেশামি ক্রোধং সংবর্জয়েদপি ॥  
 কদাচিদৌক্ষয়েদৈব পশুংশ্চ পরমেশ্বরী ।  
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং যম ॥

অস্ত্যর্থ ।—পয়ার ।

দেবীর প্রার্থনা মতে বলেন শঙ্কর ।  
 পশুভাবে ভদ্রযুক্ত হয় যাতে নর ॥  
 কলিযুগে পঞ্চ তত্ত্ব পালন নিশ্চিত ।  
 যে না পালে নিন্দা না করিবে কদাচিত্ ॥  
 শিববাক্য সত্যজ্ঞানে করিবেক কর্ম ।  
 শিববাক্য মিথ্যা জ্ঞানে পরম অধর্ম ॥

## ভবভ্রান্তি-নিবারিণী ।

মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা পরস্ত্রীগমন ।  
ভ্রান্তিক্রমে নিন্দা না করিবে কদাচিৎ ॥  
মোহক্রমে পাণীলোক যদি নিন্দা করে ।  
জীবত্বে পশুর সম নরক অন্তরে ॥  
পশুর আচার শুন সংশয়নাশন ।  
তামূল অম্পৃহ সদা হবিষ্য ভোক্ষণ ॥  
ঋতুস্নাতা বিনা নারী স্পর্শ না করিবে ।  
সঙ্গম করিলে মাত্র পতিত হইবে ॥  
পরনারী দৃষ্টি যদি করে কামভাবে ।  
স্বর্ণদান প্রায়শ্চিত্তে পাপ নষ্ট হবে ॥  
মৎস্য মাংস মুদ্রা মাদকাদি দ্রব্য যত ।  
পশুর অগ্রাহ্য সব বেদবিধিমত ॥  
গন্ধপুষ্প মাল্য বস্ত্র দিব্য আভরণ ।  
দেবতারে যাহা কিছু করিবে অর্পণ ॥  
কদাচিৎ তাহা নাহি গ্রহণ করিবে ।  
গ্রহণে দত্তাপহারী পাতকী হইবে ॥  
দেবালয়ে সদা কাল করিবেক বাস ।  
আহারার্থ আসিবেক আপন আবাস ॥  
কন্যা পুত্রাদি বাৎসল্য করিবে অজ্ঞানে ।  
ঐশ্বর্য প্রার্থনা নাহি করিবেক মনে ॥  
সদা দান করিবেক যদি থাকে ধন ।  
রূপগতা কৈলে হবে নরকে গমন ॥  
পিতৃমাতৃ সেবা নিত্য করিবে যতনে ।  
পরনিন্দা দ্রোহ অহঙ্কারাদি বর্জনে ॥  
ক্রোধ করিবেক ত্যাগ বিশেষ রূপেতে ।  
কদাচিৎ দীক্ষিত না হবে তত্ত্বমতে ॥  
মোহেতে অজ্ঞানে যদি মত্ত দান করে ।  
মহাদেবী শাপ দেন মত্তদাতা পরে ॥

সেবকের কদাচিৎ সিদ্ধি নাহি হয় ।  
মোক্ষ নাহি সাধকের কামাখ্যাতে কয় ॥  
সত্য সত্য সত্য ইহা কহিলাম সার ।  
পশুভাব সাধকের নাহিক নিস্তার ॥

উপদেশ কথনং ।

স গুরু নিকটে দীক্ষা হইবে যত্নেতে ।  
করিবে ইষ্ট সাধন কুলাচারমতে ॥  
দিব্যভাব হবে কিম্বা হবে বীরভাব ।  
উত্তম পরম ধর্ম দেবতা স্বভাব ॥  
দিব্যভাবে অসাধ্য সাধয়ে অনারাসে ।  
বীরভাবে সিদ্ধি হয় বহু কায়ক্লেশে ॥  
পশুভাবে শত কল্প সাধনা করিলে ।  
কদাচিৎ সিদ্ধি নাই নরকে মরিলে ॥  
পর্বত লঙ্ঘনে পশু অশক্ত যেমন ।  
দেবতা সাধনে পশু জানিবে তেমন ॥

অমভিষিক্তের সুরাপান নিষেধ ।

২৭শ প্রশ্ন । বহুতর শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সুরাপান প্রতি-  
তিশয় নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু এক্ষণে তদ্বিপরীত উক্তি শ্রবণ  
করিয়া সম্পূর্ণ সংশয় উপস্থিত হইল, অতএব ইহার মূল  
পর্য্য প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক ।

২৭শ উত্তর । সত্য বটে সর্ব শাস্ত্রেই সুরাপান মহা-  
ত্বকের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, কিন্তু সে নিষেধ পশ্চাচারী  
অনভিষিক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি, অর্থাৎ বামাচার মতে  
কার্য্য অভিষিক্ত হইবে তাহাদিগের নিষিদ্ধ তদ্বিপরীত  
হইয়াছে । পূর্বে যে ভাষ্যত্রয়ের বিধি বলা হই-  
তমধ্যে দিব্য ও বীর এই দুই ভাব শুদ্ধ আগ-

মোক্ত অভিষেক দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, অতএব যে  
অভিষিক্ত ভাবাপ্রিত সাধক ব্যতীত অন্যের সুরা দ  
এবং পানে অধিকার নাই । তাহার কয়েকটা প্রশ্ন  
দর্শাইতেছি শ্রবণ কর ।

যথা—কালীকুল সম্ভাব ।

অভিষেকং বিনা বিপ্র সুরাপানং যদাচরেৎ ।

স মহাপাতকী তস্যাৎ ন স্পৃশ্যেত্তু কদাচন ॥

অন্ত্যর্থ । অভিষেক বিহীন বিপ্র কদাচ মদ্য স্পর্শ  
করিবে না এবং পান করিলে মহাপাতকী হইবেক ।

নিগম কম্পদ্রমে ।

অভিষেকং বিনা নৈব ব্রাহ্মণো প্রপিবেৎ সুরাং

ন পিবেন্মাদকং দ্রব্যং ন মাংসঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ ।

অভিষেকং কৃতে বিপ্রো সুরাপানং বিধীয়তে ।

পূর্ণাভিষেকী সন্ন্যাসী সুরাং দদ্যাৎ যুগে যুগে ।

বিজয়া রত্নকম্পঞ্চ সুরাভাবে নিবেদয়েৎ ।

অভিষেকং বিনা দেবি মহাবিদ্যাং ভজেত্তু যঃ ।

তাবৎ কালং বসেদেয্যারে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।

অন্ত্যর্থ । অনভিষিক্ত বিপ্র সুরা পান কিম্বা মা  
ভক্ষণ অথবা মাদক দ্রব্যাদি সেবন করিবে না, অ  
ষিক্ত বিপ্রের প্রতি সুরা দান এবং পান বিধেয়, ত  
পূর্ণাভিষেকী সন্ন্যাসী চারি যুগেই সুরা দান এবং প  
করিতে পারে, অধিকন্তু সুরাভাবে বিজয়ানুকম্প দ্বারা  
পূজা করিবেক অর্থাৎ তত্ত্ব বিহীন পূজা নিষেধ ।  
দেবি ! অভিষেক ব্যতীত যদি মহাবিদ্যার পূজা ক  
তবে যাবৎকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎকাল  
ব্যক্তি ঘোর নরকে বাস করিবেক ।

তথা আচারসার তন্ত্ৰে ।

সুত্রামন্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণোহপি সুরাং পিবেৎ ।

অন্যত্র কামতঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ ॥

অস্মার্থ । কুল পূজার নিমিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরা পান বিধি হইয়াছে । তদ্ব্যতীত অন্য সময়ে ইচ্ছুক হইয়া সুরা পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত ভাজন অর্থাৎ পতিত হইবে ।

তথা কুজিকা তন্ত্ৰে ।

পূজা কালং বিনান্যত্র ন ময়া পরিকীৰ্ত্তিতং ।

অন্যত্র কামতঃ পীত্বা প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥

মৎস্য মাংস সুরাদানং পদার্থানাং বিশেষতঃ ।

পূজাকালং বিনান্যত্র ন ময়া পরিকীৰ্ত্তিতং ॥

অস্মার্থ । পূজাকাল অর্থাৎ কুলপূজা ব্যতীত অন্য সময়ে, অর্থাৎ স্পৃহাবশতঃ পঞ্চতন্ত্র সেবন করিতে নিষেধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক ।

সময়াতন্ত্ৰেহপি ।

পূজাকালং বিনা নৈব সুরা পেয়া দ্বিজোত্তমৈঃ ।

ব্রাহ্মণ্যাং হীয়তে স্পৃষ্টা পীত্বাত্তু নরকং ভ্রজেৎ ॥

পূজাকালং বিনা স্বার্থং যো বৈ পিবতি দুর্গতিঃ ।

স যাতি নরকান্ ঘোরান্ একবিংশতিভিঃ কুলৈঃ ॥

অস্মার্থ । যে দ্বিজ কুলপূজা ব্যতীত স্বার্থপর হইয়া অর্থাৎ স্বীয় সুখাভিলাষ প্রাপ্তি মদ্যাদি পান করে, সে একবিংশতি কুল সহ ঘোর নরকে বাস করিবেক, এবং ক্ষাত্ৰক্ৰমে মদ্য স্পর্শ করণ মাত্রেই অব্রাহ্মণত্ব হইবে ।



তথা আগম কল্পক্রমে ।

ব্রাহ্মণো যদিরাং দত্ত্বা যথাবিধি বিধানতঃ ।  
 নিষেধবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যশ্চরেৎ সতুপাতকী ॥  
 যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব মুক্তিসাধনং ।  
 তন্মাৎ সোহবহিতো নিত্যং কুলকর্ম সমাচরেৎ ॥

অস্বার্থ । বিধিপূর্বক সুরাদি দান এবং পান করিলে  
 মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়, এবং অবিধি কর্ম করিলেই পাতকী  
 হইতে হয় অর্থাৎ যাহাতে নরক, তাহাতেই মুক্তি,  
 কেবল নিঃশেষ বিধির অনুসারে ফলোৎপত্তির  
 তারতম্য, অতএব নিষিদ্ধ কর্মে নিরত্ত হইয়া বিধিমত  
 কার্যাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য । এ স্থলে আর একটী  
 প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক বোধ বলিতেছি ।

যথা কালীকুল সর্বস্বৈ ।

পঞ্চব্রহ্মস্বাচা পঞ্চ দ্রব্যাকাং পরিশোধনং ।  
 অজ্ঞাত্বা যশ্চরেৎ কর্ম সা মহাপাতকী ভবেৎ ॥

তথা সময়তত্ত্বাদৌ ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং তথা মূত্রাদিকানি চ ।  
 সংশোধনং বিনা দত্ত্বা ভুক্ত্বা তু নরকং ব্রজেৎ ॥

অস্বার্থ । পঞ্চব্রহ্ম স্বাচা অর্থাৎ বেদমন্ত্র দ্বারা পঞ্চত  
 শোধনপূর্বক দেবতাকে নিবেদন করত পশ্চাৎ প্রসাদ  
 মাত্র সেবন করিবে, তাহার অন্যথাচরণ করিলে মহ  
 পাতকী হইবেক, অর্থাৎ অগ্নিশোধিত দ্রব্যাদি দেবতাকে  
 অর্পণ, অথবা স্বেচ্ছাচারে পান ভোজন করিলে নারক  
 হইবেক ।

শব সাধনাদির বিধি হওয়ার হেতু ।

২৮শ প্রশ্ন । তান্ত্রিক উপাসনার প্রণালী যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহাতে সকলেরই সুসাধ্য বোধ হইতেছে, যেহেতু উত্তম স্থানে নির্জন গৃহমধ্যে পঞ্চতন্ত্রাদি দ্বারা শক্তি পূজা করিলেই কৃতকার্য হওয়া যাইতে পারে, তবে শ্মশানাদি ভয়ানক স্থান, এবং দুঃশ্রাপ্য শবাদি আসন ও নর কপালাদি ঘৃণিত পাত্র লজ্জাকর দিগ্বসন, চিতা ভগ্নাদি ভূষণ অস্থিমালা অভরণ, ইত্যাদি দুঃসাধ্য আচার ব্যবহার বিহিত হইবার কারণ কি ?

২৮শ উত্তর । ইহা ঐরূপ সুসাধ্য সাধনাতে যদি চিন্তের একাগ্রতা হয়, তবে অবশ্যই ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি যে, মুক্তি পথের প্রতিবন্ধক যে অষ্টপাশ তাহা ছেদন করাই সাধনা কার্যের অগ্রগণ্য, অতএব তাহা অকারণে হওয়ার সম্ভাবনাভাব, সেই নিমিত্ত ঘৃণা, লজ্জা, ভয় শোকাদি পাশাটুক ছেদনার্থে সেই সকল দুঃসাধ্য সাধনার উপদেশ ইয়াছে । অর্থাৎ ঘৃণা পরিত্যাগের কারণ কপালাদি পাত্র পান ভোজন, লজ্জা পরিত্যাগের কারণ দিগ্বসন, ভয় ত্যাগের কারণ শবাদি আসন, শোক পরিত্যাগের কারণ শ্মশানেতে বাস, আর কুল, শীল, জাতি পরিত্যাগ জন্য চিতাভস্ম অস্থিমালাদি ধারণ ও যথেষ্টাচার ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে ।

চতুরাশ্রমের বিধি ।

২৯শ প্রশ্ন । লোক সকল চতুরাশ্রমে অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রাহ্মচারী, দণ্ডী বানপ্রস্থ ( যাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায় ) ই চতুরাশ্রমে বিভক্ত হওয়ার কারণ কি ?

২২শ উত্তর। মুমুক্শু মুক্তি অর্থাৎ ইচ্ছুকগণেরই প্রথমে চিন্তাশুদ্ধি প্রয়োজন, তাহা একবারে প্রাপ্ত হওয়া দুঃসাধ্য এ নিমিত্ত আশ্রমরূপ সোপান চতুষ্টয় রচিত হইয়া প্রত্যেকেই সাধনোপযুক্ত বিশেষ বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা হিংসা বিদ্वा গৃহস্থাশ্রম নির্বাহ হওয়া দুঃসাধ্য, ঐ আশ্রমে পঞ্চ শুনায় (অর্থাৎ চুলা, শিল লোড়া, খেংরা, টেকি এবং জলের কলসী) দ্বারা প্রত্যহ যে সকল অপরিমিত জীব অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর ধ্বংস করিতে হয়, তদ্যতিরিক্ত ছাগাদি যে বড় বড় পশু তাহাও হনন করিবার প্রয়োজন আছে, মনুবা স্বজন প্রতিপালন এবং অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন দুষ্কর হয়, এ নিমিত্ত গৃহস্থের ঐ পঞ্চশুনাজনিত পাপ ক্ষয়ের জন্য অতিথি সেবা এবং দানাদির বিধান হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাগি আশ্রমে অতিথি সেবা ইত্যাদি করিবার অসাধ্যতা হেতু তদর্থে তপো বিশেষের বিধি হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে “বায়ব্যাং শ্বেত ছাগলমালভেত এবং অগ্নি শৌমিয়ং পশুমানভেত” অর্থাৎ বায়ুদেবতার সহস্র শুরবর্ণ ছাগল বধ কর্তব্য, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা বৈধ হিংসার বিধি হইয়াছে। অন্যান্য আশ্রমীর পশু বধের প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত “মা হিংস্তাং সর্ব্ব ভূতানি” (অর্থাৎ ভূত মাত্রেয়ই হিংসা করিবে না) ইত্যাদি শ্রুতি তাহাদিগের সহস্র উক্ত হইয়াছে গৃহস্থদিগকে দ্বার পরিগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয় অপর আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গের নিষেধ হইয়াছে। বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমে ত্বরায় এবং সর্ব্বতোভাবে চিন্তাশুদ্ধি হওয়ার বহুতর প্রতিবন্ধক আছে, অতএব তদাশ্রম সাধ্য সাধনা সম্পন্ন হইবামাত্র আশ্রমাত্তর অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সাধনার উন্নতি ভিন্ন প্রতিগতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখ, দণ্ড

ক অদ্বৈত জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি ঠুর বা ক্যেও নিবৃত্ত  
ইয়া যায়, যেহেতু বন্ধ মুক্তি উভয়ের বিবেচনা থাকে  
। অর্থাৎ মিথ্যা জম্পনা বলিয়া জ্ঞান করে, সর্বদা  
আকেই সম্পূর্ণরূপে দর্শন করে, সেই সাধক জীবমুক্ত  
য়, ইহাতে সন্দেহ নাই । এতদাভাষ ভগবদগীতার সাংখ্য  
াগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯ শ্লোকে  
ট কর, এবং বেদান্তসারে বাহা উক্ত হইয়াছে তাহার  
র্থ ভাষাতে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ।

বেদান্তসার ভাষা ।

লঘু-ত্রিপদী ।

চতুর্বেদ সার, করিব প্রচার,  
শুন সবে বিশ্বাসিয়া ।

যে যুগে যে ধর্ম, করিবে সে কর্ম,  
গুরু উপদেশ নিয়া ॥

সুতিকার যত, রজ্জু সর্প মত  
মরীচিকা মত তথা ।

স্বপনের মত, কল্পিত জগত,  
বেদে কহে এই কথা ॥

নাত্র নানা অস্তি, বেদে কহে অস্তি,  
মায়ামাত্রমিদমিতি ।

নানাবিধ মত, শ্রুতি স্মৃতিশত,  
তবে কে বলিবে ক্ষিতি ॥

বেদে এই কয়, আত্মা পূর্ণময়,  
কোথা জগতের স্থান ।

ব্রহ্মাই জগত, বেদে এই মত,  
ব্রহ্মময় সব মান ॥

আত্মা সদাশিব,      মায়াময় জীব,  
       ভয় শোক কেন কর ।  
 আছে মহা বাক্য,      আদি কত সাক্ষ্য,  
       জীব ব্রহ্ম বলে ধর ॥  
 মায়া মোহ যত,      সব মনোগত,  
       আত্মাতে কিছু না ভাষে ।  
 সব আত্মা মান,      মন মিছে জান,  
       কে বা কোথা হৈতে আসে ॥  
 যদি জীব হয়,      তবে ব্রহ্মময়,  
       মুক্ত হৈল বেদে বলে ।  
 কিরূপে জীবত্ব,      ছাড়িয়া শিবত্ব,  
       হবে স্বভাব না চলে ॥  
 জীব ধর্মযুক্ত,      হয় যদি মুক্ত,  
       তবে মুক্তিমাত্র কথা ।  
 জীব ধর্ম যথা,      থাকয়ে সর্বথা,  
       সুখ দুঃখ দ্বৈষ তথা ॥  
 কহে জীব বাদী,      বুদ্ধি সুখ আদি,  
       জীব ধর্ম চতুর্দশ ।  
 অতএব কই,      জীব ধর্ম এই,  
       জীব বলে কিবা রস ॥

---

পর্যায় ।

বেদান্ত মতের মর্থ করি অনুপ্রচার ।  
 অধ্যাত্ম মারিতে আছে প্রমাণ ইহার ॥  
 আচার বিচার করে শরীর শোধন ।  
 উপবাস তীর্থ ত্রত ইন্দ্রিয় রোধন ॥

সকলি মায়া'র পাক ফের কত কাল ।  
 জীব বাঁধাইতে বিধি পাতিয়াছে জাল ॥  
 সাকার দেবতা কোথা কেবা দেখিয়াছে ।  
 শিশু ভুলাইতে সব দ্বৈত মত আছে ॥  
 বালকের যেমন খেলাতে হয় মন ।  
 সাকারেতে লীলা খেলা জানিবে তেমন ॥  
 নিরাকার এক ব্রহ্ম সৰ্ব্ব শাস্ত্রে বলে ।  
 দ্বৈতবাদী মায়া মোহে সাকারেতে ভুলে ॥  
 বাক্যের গোচর নহে মন অগোচর ।  
 সাধনা কোথায় তার সেকি আত্মপর ॥  
 নিরাকার নিগুণ নিলেপ নিরাধার ।  
 কর্ণাতীত একা সৰ্ব্বময় চিদাকার ॥  
 ব্রহ্মময় সকলি ভেদের নাহি লেশ ।  
 তাহাতে বিকম্প করে বাড়ে রাগ দ্রব ॥  
 আত্মাই করেন সব খায়েন আপনি ॥  
 শুদ্ধাশুদ্ধ ভেদ নাই স্থির এই বাণী ।  
 কিছুই নাহিক ভেদ জ্ঞান কর সার ।  
 সকলি আপন মানি কর ব্যবহার ॥  
 অভ্যাসের বলেতে ইন্দ্রিয় আদি মন ।  
 কৰ্ম্মেতে প্রবৃত্ত হয় ভ্রমে সৰ্ব্বক্ষণ ॥  
 ইন্দ্রিয় করয়ে কার্য মন পায় লাজ ।  
 সুখ দুঃখ ভয় শোক মনেতে বিরাজ ॥  
 আত্মা কুত কোন কৰ্ম্ম নহে কদাচিত ।  
 সাক্ষীর স্বরূপ সৰ্ব্ব ভূতে বিরাজিত ॥  
 মনের হইলে লয় মুক্ত কেহ কয় ।  
 সে কথা শুনিয়া বলি জামুনিশ্চয় ॥  
 শুনহ সারার্থ ভাব লয়ে কিবা গুণ ।  
 আত্ম জ্ঞানী নিত্য মুক্ত বুঝিবে নিপুণ ॥

ভ্রান্তিমূল শাস্ত্র আদি বৃথা পরিশ্রম ।  
 বন্ধুমুক্তি লয় ভয় সব মাত্র ভ্রম ॥  
 লোভেতে করয়ে কৰ্ম্ম ইন্দ্রিয় সকলে ।  
 পুনঃ পুনঃ জন্মে মরে কৃতকার্য ফলে ॥  
 সংসার সাগর বৃথা মায়াতে মোহিত ।  
 আত্মা ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞানী হয় মায়াতীত ॥  
 বেদে কহে মায়া নাই সব ব্রহ্মময় ।  
 আত্মা পূর্ণ ব্রহ্মময় নাহিক সংশয় ॥

নিষ্ঠুগেশ্বরের পূজা ।

মহামুনি শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক নিষ্ঠুগেশ্বরের পূজা যাঃ  
 প্রকাশিত হইয়াছে,তাহা এই স্থানে বক্তব্য বিধায় তাহা  
 প্রকৃতার্থ ভাষাতে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।

পয়ার ।

নিষ্ঠুগের পূজা অতি আশ্চর্য্য কথন ।  
 সর্বময় সম্পূর্ণের কোথা আবাহন ॥  
 সৰ্ব্ব বস্তুতে যিনি সদা বিরাজিত ।  
 তাঁহাকে আসন দান অতি বিপরীত ॥  
 সচ্ছন্দ শরীর স্নিগ্ধ অর্ধ কেন তাতে ।  
 আচমন কি কারণ শুদ্ধ শরীরেতে ॥  
 নির্মল শরীরে স্নান কিসের কুারণে ।  
 বিশ্ব যার উদয়স্থ কি কার্য্য বসনে ॥  
 নির্লেপ শরীরে গন্ধ কিরূপে লেপিবে ।  
 নিরালস্য উপনীত কেমনে হইবে ॥  
 ত্রাণহীনে বৃথা পুষ্প ধূপ নিবেদন ।  
 নেত্র হান জনে দীপ কিবা প্রয়োজন ॥

নিত্য তৃপ্তকে নৈবেদ্য তাম্বুলাদি দান ।  
 স্বয়ং প্রকাশ্যমানের কেন নিরঞ্জন ॥  
 অনন্তের প্রদক্ষিণ কি রূপেতে ঘোরে ।  
 অদ্বিতীয় যিনি তাঁকে প্রণাম কে করে ॥  
 বেদ অগোচর যিনি কেবা করে স্তব ।  
 সদসৎ সকল বস্তুতে আবির্ভাব ॥  
 অন্তরে বাহিরে বিশ্ব পূর্ণ একজন ।  
 কে করে তাঁহার আবাহন বিসর্জন ॥  
 পরমেশ পূজা সর্বাবস্থাতে বিহিত ।  
 পরমেশ মন ঐক্য করিবে নিশ্চিত ॥  
 দেহে প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি চিত্ত বুদ্ধি মন ।  
 সকল হইতে ভিন্ন হইবে সৃজন ॥  
 স্বরূপে পূজিবে দেব আপন আত্মাতে ।  
 যোগ ভোগ কৰ্ত্তা আত্মা জীবের দেহেতে ॥  
 এরূপে আত্মার পূজা করিবে যে জন ।  
 বাহ্য পূজা রথা তার নাহি প্রয়োজন ॥

৫৩শ প্রশ্ন । এভো ! পূর্বে আজ্ঞা করিয়াছিলেন,  
 যে মহামুনি শুকদেব গোস্বামী তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে গ্রন্থ  
 রচনা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পশ্চাৎ প্রকাশ করিবেন,  
 অতএব নিবেদন যে সেই রহস্য পদার্থ শুনিতে আমার চিত্ত  
 সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, সদয় হইয়া তাহা প্রকাশ  
 করিতে আজ্ঞা হউক ।

৫৩শ উত্তর । হাঁ বটেই আমার সে কথা স্মরণ  
 ছিল না । ভল্লিৎ ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার যে অত্যধিক যত্ন,  
 ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, উক্ত গ্রন্থ সমুদয়  
 বর্ণনা করিতে হইলে অধিক সময় অপেক্ষা করে, অতএব  
 তাহার সার (নির্ঝাণাক্তক) নামে যে ৮টি শ্লোক আছে ।  
 তৎপ্রবণেই মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবে । যথা—



অথ নির্বাণাষ্টক ।

" শুকদেব উবাচ ।

ভেদাভেদৌ মপদি বিগতো পাপপুণ্যে বিশীর্ণে ।  
মায়ামোহৌ ক্ষয়মধিগতো নষ্ট মন্দেহরুত্তিঃ ॥  
শঙ্কাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং ।  
নিষ্টৈশ্চগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ১।

অস্মার্থ—পয়ার ।

ভেদাভেদ আত্ম পর পাপ পুণ্য যত ।  
মায়া মোহ হ্রাস রুদ্ধি নষ্ট মনোগত ॥  
তত্ত্ব জ্ঞান সাধনে এ সবার বিনাশ ।  
শঙ্কাতীত ত্রিগুণ রহিত স্বপ্রকাশ ॥  
ত্রিগুণ স্বরূপ বেদ কর্মফল দাতা ।  
সাবিত্রী পরমা বিদ্যা যে বেদের মাতা ॥  
নিষেধ বিবিধ বাক্য কর্ম বেদাচার ।  
বেদ ছাড়া হৈলে হয় নিয়মের পার ॥  
হইলে নিয়মাতীত ব্রহ্মতুল্য হয় ।  
প্রথম শ্লোকের অর্থ এই স্থনিশ্চয় ১১।

যস্মিন্ বিশ্বং সকল ভুবনং সামরশ্চৈক ভূতং ।  
উর্কী চাপোহগ্ন্যানিল গগনং জীবমাহঃ ক্রমেণ ॥  
তৎ ক্ষীরাকৌ সমরমতয়া মৈন্ধবীকন্দ ভূতং ।  
নিষ্টৈশ্চগুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ ২।

অস্মার্থ—পয়ার ।

ব্রহ্মাদি ত্বণ পর্যন্ত যিতেক সাকার ।  
প্রকৃতিপুরুষমুয়ু বিশ্ব নাম তার ॥  
ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু আকাশ পঞ্চমে ।  
বিশ্বরূপী জীব দেহ হয় ক্রমে ক্রমে ॥

প্রকৃতি পুরুষ যোগে মৈথুন তাড়নে ।  
 ব্রহ্মের সদৃশ পরানন্দ দুইজনে ॥  
 সহস্রার হৈতে ক্ষীর শুক্র যার নাম ।  
 লিঙ্গ দ্বারে যোনি মূলে করেন বিশ্রাম ॥  
 স্ত্রীরেতঃ সহিত শুক্র হন সম রস ।  
 তাহা জন্মে জীব দেহ ব্রহ্মের নিবাস ॥  
 অতএব দেবাতীত হও সাধুগণ ।  
 নিষেধ বিধি পাপ পুণ্য নাহিক গণন ॥ ২ ॥

যদ্যাআনং সকলবপুষামেকমন্তুর্বহিঃস্থং ।  
 দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিং খমিব সততং সর্বভাণ্ডস্থমেকং ॥  
 অন্যৎ কার্য্যং কিমপি ন ততঃ কারণাদ্বিন্নরূপং ।  
 নিস্ত্রেণুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ ॥ ৩ ॥

অস্মার্থ—পয়ার ।

যদি আত্মা সর্ব দেহে অন্তর্ভূত একা ।  
 দেহ মধ্যে শূন্যরূপ নাহি লেখাজোখা ॥  
 দেহ সাধনেতে ব্রহ্ম সাধন হইবে ।  
 স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন হৈয়ে কি কার্য্য সাধিবে ॥  
 অতএব আগমেতে মন কর গাঢ় ।  
 দেবাতীত হও সাধু নিষেধ বিধি ছাড় ॥ ৩ ॥

যদ্বন্নদ্যাঃ সমরসতয়া সাগরত্বং হবাপ্তাঃ ।  
 তদ্বজ্রীক্স লয়মুপগতাঃ সাকরত্বং হবাপ্তা ॥  
 ভাবাতীতে ত্রিগুণরহিতে সচ্চিদানন্দরূপে ।  
 নিস্ত্রেণুণ্যে পথি বিচরতাং কোবিধিঃ কোনিষেধঃ ॥

অস্মার্থ—পয়ার ।

নদীর জল যথা অন্য নদীতে মিশিয়া ।  
 সমরসে গঙ্গা জলে গঙ্গাত্ব পাইয়া ॥

পুনঃ সমুদ্রের জলে গঙ্গাজল যোগে ।  
 মিশিয়া সমুদ্র হন পূর্ব সঙ্গ ত্যাগে ॥  
 সেইরূপে জীব সর্বের নির্বাণ কারণ ।  
 সাকার দেহেতে যোগ করয়ে সাধন ॥  
 জীব ব্রহ্ম রূপ সর্ব সিদ্ধান্ত বচন ।  
 জীবামৃত রেতঃ শুক্রে জীবের কারণ ॥  
 পুংরেতঃ স্বরূপ শিব প্রকৃতির শক্তি ।  
 দুই সর্ম্বরস হৈলে ব্রহ্মানন্দ মুক্তি ॥  
 সৃষ্টির কারণ এই শিব শক্তিযোগ ।  
 প্রকৃতি পুরুষ যোগে সংসারেতে ভোগ ॥  
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ শক্তিযোগ মূল ।  
 বেদাগম সিদ্ধবাক্য কহিলাম স্থূল ॥  
 সাকার সাধনে সাকারেতে লয় হবে ।  
 শক্তি দেহে লয় হৈলে নির্বাণ পাইবে ॥  
 ভাবাতীতে গুণাতীতে সত্য লোকাশ্রিতে ।  
 সচ্চিদানন্দ রূপেতে সকলে যাপিতে ॥  
 অনায়াসে লয় হবে দেবাতীত হও ।  
 নিষেধ বিধি ত্যাগ কর কার পানে চাও ॥ ৪ ॥

হেয়ঃ কার্যং হৃতবহগতং হে মতং হৈমমেব ।  
 ক্ষীরং ক্ষীরে সমরসগতে তোয়মেবাসু মধ্যে ॥  
 এবং সর্বং সমরসতয়া তৎপদং তৎ পদার্থে ।  
 নিস্ত্রেণ্ডে পথি বিচরতাং কোবিদ্ধিঃ কোনিষেধঃ ॥

অস্বার্থ-পয়ার ।

অগ্নিযোগে সুবর্ণ সুবর্ণে হয় লয় ।  
 জলে জলধীরে ক্ষীর সম রস হয় ॥  
 এইরূপ সর্ব বস্তু সমানে সমানে ।  
 সম রস হয় শुकদেবের বচনে ॥

অতএব ত্রিগুণ অতীত হৈয়ে চর ।

লোকাচার নিষেধ বিধি ভয় পরিহর ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট। দেবঃ পরমমপরং স্বাত্মভাবৈকরূপং

বুদ্ধাত্মানং সকলবপুষামেকমন্তর্বিহিংসং ।

ভূত্বা নিত্যং স্বসদৃশতয়া স্বপ্রকাশস্বরূপং

নিস্ত্রেণুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৬ ॥

অন্তার্থ—পয়ার ।

পরাপর দৃষ্টাদৃষ্ট অন্তর বাহিরে ।

বুদ্ধি আত্মা এক বস্তু সকল শরীরে ॥

এমত জ্ঞানেতে যেই অভেদ ভাবিবে ।

ব্রহ্মের সমান ভাব সেই সে পাইবে ॥

অতএব বেদ ছাড় কর্মাভীত হও ।

নিষেধ বিধি ত্যাগ কর ব্রহ্মপদ লও ॥ ৬ ॥

যত্রৈবাহং কিমপি সন্ভয়ং কোহয়মত্র প্রপঞ্চঃ

স্বচ্ছং দেবে গগণ সদৃশে পূর্ণতত্ত্বপ্রকাশে ।

আনন্দাখ্যা সমরসগুণে বাহ্মমন্তর্বিহীনে

নিস্ত্রেণুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥ ৭ ॥

অন্তার্থ—পয়ার ।

অহং সর্বময় জ্ঞান হইবে যাহার ।

ত্রৈলোক্যেতে পর কেহ না রহে তাহার ॥

পরমানন্দ সাধন পঞ্চ তত্ত্ব ভোগে ।

অন্তর্বিহ জ্ঞানগূণ্য শির শক্তি যোগে ॥

সমগুণে সমরসে হইবে মিলন ।

পরম নির্বাক তার না হয় বাক্য ॥

নিষেধ বিধি ত্যাগ কর হও স্বচ্ছাচারী ।

ত্রিগুণ কাটিয়া পার হও ভববারি ॥ ৭ ॥

কার্য্যাকার্য্যং কিমপি ন ততো নৈব কৰ্ত্তৃত্বমন্তি  
জীবনুক্তস্থিতিরহমহো দন্ধবস্ত্রাবভাসং ।  
এবং দেহে প্রবিশ্যতি জনন্তিষ্ঠমানো বিমুক্তঃ  
নিষ্ট্রেণ্ডণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥৮॥

অস্মার্থ—পর্য্যার ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম সকলি ঈশ্বর ।  
আপনি অকর্ত্তা সদা জানিবেক নর ॥  
দন্ধ বস্ত্র সদৃশ দেহেতে যার বাস ।  
জীবে জীবনুক্ত অন্তে জন্মের বিনাশ ॥  
ঔণে বদ্ধ যেই জন সেই জন জীব ।  
ঔণচ্ছেদ করিলে সে নর দেহে শিব ॥  
ঔণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ বেদের অধীন ।  
বেদাচারে কৰ্ম্ম যেই করে চিরদিন ॥  
তাহাতে কদাচ কারো মুক্তি নাহি হবে ।  
স্বৰ্গভোগ অন্তে পুনঃ জন্ম হবে ভবে ॥  
বেদাচার ত্যাগ করিবেক যেই জন ।  
তাহার নির্বাণ মুক্তি কে করে খণ্ডন ॥৮॥

অস্ম ফলশ্রুতি ।

সত্যং সত্যং পরমমমৃতং সৰ্ব্ব কল্যাণ হেতু  
চেতো রূপং গগনসদৃশং ব্যাসপুত্রাষ্টকং যঃ ।  
প্রাতঃকালে পঠতি সহস্রা য়াতি নির্বাণমর্থং  
নিষ্ট্রেণ্ডণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ॥

অস্মার্থ—পর্য্যার ।

অমৃত পরম তত্ত্ব সত্য সত্য সত্য ।  
কল্যাণার্থ সৰ্ব্বজন সাধ নিত্য নিত্য ॥  
শূন্য রূপা নিরাকার মন অগোচর ।  
তত্ত্বযোগে জ্ঞানানন্দে হৃদয়ে গোচর ॥

নির্বাক্ষণ অষ্টক প্রাতে পড়িবেক যেই ।

নির্বাক্ষণ মুক্তির পথে যাইবেক সেই ॥

এই মত প্রকাশেন ব্যাসের নন্দন ।

শুকদেব জীবনমুক্ত ব্যক্ত ত্রিভুবন ॥ ৯ ॥

### কর্তব্য বিষয়ক উপদেশ ।

৫৪শ প্রশ্ন । আপনকার কৃপাবিশিষ্ট উপদেশায়ত্ত  
ানে আমার সম্পূর্ণ সংশয়াবিস্ট ভ্রান্ত-চিত্ত নিঃসংশয় হইয়া  
বিত্ত হইল, সম্প্রতি আপনি কর্তব্য কার্যের কিঞ্চিৎ উপ-  
দেশ প্রদানে সদয় হউন ।

৫৪শ উত্তর । সাধারণের হিতার্থে কর্তব্যাকর্তব্য  
ায় সকলই বলিয়াছি, তন্মধ্যে যাহার যে ধর্ম্মে শ্রদ্ধা  
ইবেক, তাহার সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর, এবং  
গুরুর নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রতি দৃঢ়  
বিশ্বাসে স্থায়ী সাধ্যানুসারে অর্থাৎ জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল  
শ্রদ্ধাঃ যত দূর জ্ঞানোদয় এবং ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে,  
চতুর্পক্ষের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য । ফলিতার্থ মুক্তি সম্বন্ধে  
যে সোপান চতুষ্টয়ের নির্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহার যে  
সোপানে অধিকার হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই সোপা-  
নাশ্রয় করা কর্তব্য, অর্থাৎ প্রথমে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয়ে উপা-  
সনকাণ্ড, তৃতীয় জ্ঞানকাণ্ড, চতুর্থ যোগাধিকারকাণ্ড,  
তৎপক্ষে মুক্তি । ইহাতে যদিচ প্রথম ব্যক্তির পূর্ব-  
জন্ম-কৃত প্রথম বা দ্বিতীয় কাণ্ডের কর্ম্ম নষ্ট থাকে এবং  
তৎফলবশতঃ, ইহ জন্মে, তৃতীয় কাণ্ডের কর্ম্ম অধি-  
কার হয়, তথাচ যদিচ প্রথমে প্রসিদ্ধ সম্বন্ধে  
অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুই কাণ্ডের কর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে  
এককালীন তৃতীয় কাণ্ডের কার্য্যালোচনার প্রবৃত্তি হয়

অকর্তব্য, কেমনা পূর্ব সোপান ত্যাগ অর্থাৎ লঙ্ঘন করতঃ উত্তর সোপান আশ্রয় করিলে, অবশ্যই তাহাতে নানা প্রকার বিষয় ঘটবার সম্ভাবনা আছে। যে হেতু কারণ ভিন্ন কোন কার্যই নহে, ইহার তাৎপর্য এই যে, মুক্তির অব্যবহিত কারণে তত্ত্বজ্ঞান (যাহাকে আত্মজ্ঞান বলা যায়) তাহা যোগ সাধনা ব্যতীত হইতে পারে না। ঐ যোগাভ্যাসের কারণ ইন্দ্রিয় দমন এবং চিত্ত শুদ্ধি, তৎসময়ে আত্মা আনাত্মা জ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত চিত্তের চাঞ্চল্য এবং মনোমালিন্য দূর করা অত্যাবশ্যক, তাহা উপাসনা ভিন্ন অন্য কর্ম দ্বারা ইহবার সম্ভাবনা নাই। সেই উপাসনা নৈষ্ঠিকী এবং অচলা ভক্তি ব্যতিরেকে কদাচ হইতে পারে না, ভিন্নিমিত্ত বিধিপূর্বক নিত্য নৈমিত্তিক এবং বাহুপূজাদি কর্ম সকল অনুষ্ঠান করা অতি প্রয়োজনীয়। অতএব সর্বসাধারণের কর্তব্য এই যে প্রথমে শ্রদ্ধাপূর্বক কর্মানুষ্ঠানে রত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সাধনার উন্নতানুসারে যথাবিধি পর পর সোপান অবলম্বন করিয়া তত্তৎ কার্যাবলম্বী হওয়া কর্তব্য, তাহা হইলে অবশ্যই কৃতকার্গ হইয়া অচিরে মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু কোন কর্মের ফলাকাজ্ঞা করিবেক না অর্থাৎ সর্ব কার্যই দৈব অর্পণ করিবেক। এক্ষণে জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্তব্য চরণ কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।

—  
\* দীর্ঘ-ত্রিশদীর্ঘ

ইন্দ্রিয় সকল করিবে রোধ, বিষয়েতে নাহি থাকিবে বোধ  
আদি বায়ু লয় ।

একাকার বৃত্তি করিবে মন, বিকারের সনে করিবে রণ  
ছাড়ি কাম ক্রোধ ভয় ।

তি জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, নিরাকার প্রভু ভাবিলে মোক্ষ  
সাকার নহেন তিনি ।  
ব এক দেব মনেতে জানি, সাকার ভাবিবে গুরুর বাণী,  
সাকারেতে হবে লীন ॥

লম্বু-ত্রিপদী ।

করিবে নিশ্চয়, ছাড়িবে সংশয়,  
ক্ষমা শাস্তি কর সার ।  
অলঙ্ক সাধন, প্রাপ্তির রক্ষণ,  
ছাড় এই দুই আর ।  
অবাঞ্ছাতে যাহা, পাও লও তাহা,  
শরীর নির্বাহ মত ।  
বিশ্বি বাদ ছাড়, চিন্ত কর গাঢ়,  
ইচ্ছা ছাড় হও সত ॥  
রাগ দ্বেষ আদি, ছাড় বেদবাদী,  
দোষ গুণ নাহি দেখ ।  
না হানি না লাভ, সব তুল্য ভাব,  
ভাবাভাব হৈয়ে থেক ॥  
হর্ষামর্ষ শোক, ছাড় সঙ্গ লোক,  
ছাড় মনোবেগ যত ।  
শত্রু মিত্র ছাড়, চিন্ত কর দৃঢ়,  
নিরপেক্ষ হও সত ॥  
কোমল নির্জনে, আত্মা দেখ মনে,  
কন্যা চিন্তা নাহি কর ।  
প্রিয়া প্রিয় শূন্য, শূন্য পুণ্য,  
নিরাশ্রয় হৈছে চর ।  
নির্লেপ পুরন, হৃদয় দোষ,  
সকল তুল্য তারে ॥



নহে ব্রহ্ম তিন,      জন্ম মৃত্যু হীন,  
 'দুই নাই ব্রহ্ম বই ॥  
 মায়া কৃত ভেদ,      কর মায়া ছেদ,  
 জ্ঞানরূপ এক সার ।  
 কর্মফল লাগি,      হৈলে দুঃখভাগী,  
 কর্ম না করিও আর ॥

চৌপদী ।

ব্রহ্ম উদাসীন নহেন কারণ, না করেন কারে বন্ধন তারণ,  
 নাহি অনুমতি নাহিক বারণ, মায়াময় সব কাজ ।  
 তাহাতে এখিত বস্তু যত যত, সর্ব ব্রহ্মময় ব্রহ্ম সর্বগত,  
 নানাকার জ্ঞান ভ্রান্তিমন রত, সাক্ষী আত্মা মহারাজ ॥  
 চরিত্র তাঁহার বুঝা নাহি যায়, একাএ হৃদয়ে ভাবিলে পায়,  
 সে ভাবনা, বড়ই দায়, রূপগুণ আদি শূন্য ।  
 কিন্তু ইহা ভাবি না কর ভয়, গুরু ধর কর বাসনা লয়,  
 অভ্যাস করিতে করিতে হয়, যদি থাকে বহু পুণ্য ॥  
 নহে স্থূল সূক্ষ্ম সত অসত, বহু দূর কিন্তু হৃদয় গত,  
 সর্ব বস্তু হীন দেখিবে যত, কিন্তু সর্ব বস্তুময় ।  
 ইহার আশয় শুনহ কই, বস্তু কিছু নাই দৈশ্বর বই  
 ছাড় বস্তু জ্ঞান একলি ঐ, চন্দ্রনাথ এই কর ॥

সর্বভূতে সমাবিষ্টং সর্বপ্রাণি হিতে রতং ।  
 সর্ববস্তুময়ং মোহং সর্বং ব্রহ্মময়ং দগং ॥  
 নিত্যং শুদ্ধং নিরঞ্জনং নিরঞ্জনং ॥  
 নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহং ॥  
 আনন্দমানন্দকরং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং ।  
 যোগেন্দ্রমিড্যং রোগবৈদ্যং ত্রিময়ং নিত্যং নমামি  
 গ্রন্থ সমাপ্ত ।

# ঈশ্বরারাদনা ।

গীত ।

রাগিণী পুরবী ।—তাল একতাল ।

কোথায় সে জন, জানে কোন জন,  
যে জন সৃজন লয় করে ।  
নিকটে কি দূরে, অন্তরে বাহিরে,  
চক্ষে কি মস্জিদে মন্দিরে ॥  
যোগে যাগে যোগী জনে যাঁরে রটে, পাতে পোতে  
পথে ঘাটে ঘোটে ঘটে, সরলে কি শটে,  
হোটেলে কি হাটে, পটে কি বন্ধ কোঠরে ।  
লগুনে মার্কিনে, ফ্রান্সে কি চীনে, বর্ষা বেঙ্গলে  
রুমে হিন্দুস্থানে, রিভার জর্ডানে,  
গার্ডন অব ইডানে, শ্মশানে সমাজে কবরে ॥  
গয়া গঙ্গা বারাণসী রুন্দাবনে, ঘোষপাড়া পেঁড়  
নদীয়া মাদিনে, নেপালে কি ভোটে,  
কাবিলে গুজরাটে, ত্রক্ষাণ্ড অণ্ড বাহিরে ।  
ভূধর ভুগর্ভ অনল অনীলে, যমুনা জাহ্নবী নর্মদা  
সলিলে, সিন্ধু গোদাবরী, সরযু কাবেরী,  
শ্বেত সরস্বতী মাঝারে ॥  
কর্তা কি পরাঙ্গ ঈশ্বর আল্লা ইম্ম, কালি কি  
কানাই বামু বসু কালী কোন্নায়ে কে ডাকে,  
'সাদা দেন কাকে, নিঙড় কে বসিত পারে ॥  
কেবা জানে তিনি পরেন কি বস্ত্র কোঁচা কি পেন  
কি ইজারে উল্লাস, বেলে কি কপালে,  
কি ডাউ কয়লে, কপীনে কি শব্দে অহরে ।

কিরীটে কি ক্যাপে, বিনা বেণী ঝোপে, কাটা জটা  
 সাটা গলপাটা গোপে, চৈতন্য ফুরফুরে,  
 খোঁসা খোঁদার নুরে, সূচারু চাঁচর চিকুরে ॥  
 স্রাণ্ডি কি জীনে, সেরি কি স্রাম্পিনে, রুটি কি  
 বিস্কুট পেঁয়াজে রসুনে, সিন্নি মালসা ভোগে,  
 মষে মষে ছাগে, কাঁচা পাকা কিবা আহারে ।  
 সেতারা তাম্বুরা বীণা বাঁশী বোলে, তবলা তাউষে  
 জয়টাকে ঢোলে, দামামা দগড়া, নাগেরা  
 কি কাড়া, শিল্পা কাঁশি কাঁশা কাঁশরে ॥  
 শক্ররূপে স্বর্গে শক্রাণী সংযোগে, নরক নিকরে  
 শূকরী সন্তোগে, মহাস্বখে দুঃখে রাগে রোগে  
 ভোগে, সমভাবে ভেবে না পাই তাঁরে ।  
 সন্ন্যাসী অমরে, পণ্ডিত পামরে, কাঁকরে কি  
 আছেন, রত্নেরি আকরে, প্যারী বলে এমন কে  
 আছে সংসারে, নিগুড় নির্ণয় তাঁর করে ।  
 বেদে বলে ব্রহ্ম হয় নিরাকার, অনন্ত শাস্ত্রেতে  
 অনৈক্য স্বীকার, সাকার নিরাকার,  
 কিবা কিমাকার, আকারে আছেন কি ওঁকারে ।

---





